মাওলানা রুহুল আমীন ঃ জীবন ও কর্ম

MAWLANA RUHUL AMIN : LIFE AND WORKS

এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

কলা অনুষদ

তত্ত্বাবধায়ক

আবু তাহির মুহম্মদ মুছলেহ উদ্দীন
সহযোগী অধ্যাপক (সুপার নিউমারারী)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

GIFT

গবেষক

মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
এম.ফিল. গবেষক
আরবী বিভাগ
কলা অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

382724

Dhaka University Library
382724

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ডিসেম্বর, ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দ
পৌষ, ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
শা'বান, ১৪১৯ হিজরী

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.ফিল. গবেষক জনাব মুহাম্মদ আব্দুস সালাম কর্তৃক এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্যে দাখিলকৃত "মাওলানা রুহুল আমীন ঃ জীবন ও কর্ম" শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে ইতঃপূর্বে এই শিরোনামে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে কোন গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

382724

২০/১১/৭৮

(আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন)
সহযোগী অধ্যাপক (সংখ্যাতিরিক্ত)
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এমর্মে ঘোষণা দিচ্ছি যে, "মাওলানা রুহুল আমীন ঃ জীবন ও কর্ম" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার এ গবেষণা কর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

২০/১২/৯৮

(মুহাম্মদ আব্দুস সালাম)
এম.ফিল. গবেষক
রেজিঃ নং ৬২/১৯৮৭-৮৮
যোগদান ঃ ১৫-০২-৮৯
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

382724

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বাংলার মুসলিম জাগরণে যাদের অবদান অবিস্মরণীয় তাদের মধ্যে মাওলানা রুহুল আমীন অন্যতম। বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গৌরব বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাওলানা রুহুল আমীন সুদীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করে ইসলামের আহবান ঘরে ঘরে পৌছিয়েছেন। তাঁর মত মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বাংলার মানুষ অতি অল্পই পরিচিত। এ অভাব পূরণে তাঁর কর্মময় জীবন নিয়ে গবেষণায় উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব আ.ত.ম মুছলেহ উদ্দীন। তাঁর পরামর্শেই অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম "মাওলানা রুহুল আমীন ঃ জীবন ও কর্ম" নির্ধারণ করা হয়। তিনি তাঁর প্রত্যক্ষ তত্তাবধানে মূল্যবান সময় ও দিক নির্দেশনা দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমার ঋণ অপরিশোধ্য। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টির অনুমোদন দিয়েছেন এ জন্য তাদেরকে জানাই ধন্যবাদ।

এ অভিসন্দর্ভ রচনায় আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, মাদ্রাসা-ই-আলীয়া গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরী ও বাংলা একাডেমী লাইব্রেরীসহ বিভিন্ন জেলা শহরের ছোট বড় লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। এজন্য আমি তাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

মাওলানার রচিত ৮৫ খানা বই ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহে আমাকে সাহায্য করেছেন সাতক্ষীরার জনাব ডা. এম.এ. মাজেদ, জনাব আবদুল হাকীম, জনাব সিদ্দিকুর রহমান ও জনাব ইসমাইল হোসেন। ভারত থেকে বই এনে সাহায্য করেছেন রাজবাড়ীর জনাব আক্কাছ আলী মিয়া। এছাড়া পাবনার মাওলানা আবদুল আলীম ও মাওলানা আতাউর রহমান কামালী, বই ও পত্রিকা সংগ্রহ করে দিয়ে সাহায্য করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা রুহুল আমীন (র.) এর নাতী জনাব মাওলানা সিরাজুল আমীন তাদের লাইব্রেরীর বই-পত্র ব্যবহার করতে দিয়ে সাহায্য করেছেন। এদের সবাইকে আল্লাহ উত্তম জাযা দিন।

পান্ডুলিপি তৈরী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন আমার স্নেহের অনুজ হুসাইন আহমদ (এম.ফিল. গবেষক), মুজাহিদ ও খাদিজা, সহযোগিতার ক্ষেত্রে আমার স্ত্রী তোহফা পারভীনের অবদানও কম নয়।

সর্বোপরি এ সন্দর্ভ রচনায় বিভাগীয় শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ বিশেষত প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, প্রফেসর ডক্টর মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দীক ও প্রফেসর আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক, যাদের পরামর্শ এর পূর্ণতা দানে আমাকে সাহায্য করেছে। আরও অনুল্লেখ্য, অনেক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা হতে আমি সহযোগিতা পেয়েছি, সকলের প্রতি রইল আমার কৃতজ্ঞতা। যে মহান আল্লাহ তাঁর ওলীর কর্মময় জীবনের উপর গবেষণার সুযোগ করে দিলেন তাঁর দরবারে জানাই শুকরিয়া।

মুহাম্মদ আব্দুস সালাম
এম.ফিল. গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয়

আল কুরআনুল করীমের সুরা ও আয়াত	ঃ	১৫ঃ২১, প্রথম সংখ্যা সুরার ও দ্বিতীয় সংখ্যা আয়াতের।
কর্মবীর রুহুল আমিন	ঃ	কর্মবীর মাওলানা রুহুল আমিন, মোহাম্মদ মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী, প্যারাডাইস প্রেস, কলকাতা, ১৩৫৫ ব. / ১৯৪৮ খ্রী.।
রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী	ঃ	বশিরহাট মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবের বিস্তারিত জীবনী, মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ। মাজেদিয়া প্রেস, বশিরহাট, ১৩৫৫ ব./১৯৪৮ খ্রী.
রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য	ঃ	মুজাহিদে মিল্লাত পীর আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) বশিরহাটী) এর জীবন আলেখ্য, মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান (বাশিরহাটী), স্টুডেন্ট লাইব্রেরী, সাতক্ষীরা, ১৩৯৩ ব./১৯৮৭ খ্রী.
আল্লামা রুহুল আমিন	ঃ	পীর আল্লামা রুহুল আমিন (র.) এর জীবনী, (প্রথম পর্ব), মোঃ নুরুল আমিন। বশিরহাট, ১৪০২ ব./১৯৯৬ খ্রী.।

(স.)	ঃ	সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আল্লাহ্ তাঁর উপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন)।
(আ.)	ঃ	আলাইহিস সালাম (তাঁর উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।
(রা.)	ঃ	রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)।
(র.)	ঃ	রহমাতুল্লাহি আলাইহি (তাঁর উপর রহমত বর্ষিত হোক)।
(হি.)	ঃ	হিজরী।
(খ্রী.)	ঃ	খ্রীষ্টাব্দ/খ্রীষ্টাব্দে।
(ব.)	ঃ	বঙ্গাব্দ/বঙ্গাব্দে।
ই.বি.	ঃ	ইসলামী বিশ্বকোষ।
স.ই.বি.	ঃ	সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ।
স.ই.বি.প.	ঃ	সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট।
অনু.	ঃ	অনুবাদ/অনূদিত।
ইফাবা	ঃ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
তা.বি.	ঃ	তারিখ বিহীন।
সম্পা.	ঃ	সম্পাদক/সম্পাদনা পরিষদ/সম্পাদিত।

Dhaka University Institutional Repository

সূচী পত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রত্যয়ন পত্র	ক
ঘোষণা পত্র	খ
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	গ
সংকেত পরিচয়	ঙ
সূচী পত্র	চ
ভূমিকা ঃ	১-১০
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা	
প্রথম অধ্যায় ঃ	১১-২৬
বংশ পরিচয়, জন্ম ও শিক্ষা ঃ বংশ পরিচয়, জন্ম, বংশ তালিকা, শিক্ষা, কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন, ইলমে কিরাত শিক্ষা, মাওলানার এক বিশেষ ঘটনা ও বাল্যকালের শিক্ষকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।	
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ	২৭-৩৫
মাওলানার জীবন যাপন পদ্ধতি ও রাজনীতি ঃ মাওলানার আচার ব্যবহার, স্পষ্টবাদিতা, চাল-চলন, অদম্য জ্ঞান পিপাসা, গুরু ভক্তি, পীর ভক্তি, রাজনীতি ও হজ্জ পালন।	
তৃতীয় অধ্যায় ঃ	৩৬-৪২
তরীকত অন্বেষণ ও মুরশিদের সান্নিধ্য।	
চতুর্থ অধ্যায় ঃ	৪৩-৪৯
তরীকত শিক্ষাদানে মাওলানার অবদান ঃ নক্‌শ বন্দীয়া, মুজাদ্দেদীয়া, কাদেরীয়া ও চিশতীয়া তরীকার পীরগণের শাজরানামা।	
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	৫০-৬৪
মাওলানার গ্রন্থ রচনা ঃ মাওলানার রচিত গ্রন্থ সমূহের তালিকা, বাহাছের কিতাব, অপ্রকাশিত কিতাব ও অপ্রকাশিত বাহাছের কিতাব।	

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ **গ্রন্থ পরিচিতি ঃ** মাসআলা, জীবনী, বিভিন্ন রদ সংক্রান্ত ও বাহাছের কিতাব সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।	৬৫-১২১
সপ্তম অধ্যায় ঃ সাংবাদিকতা ।	১২২-১২৬
অষ্টম অধ্যায় ঃ বাগ্মী-ওয়ায়েজ।	১২৭-১৩৩
নবম অধ্যায় ঃ **সমাজ সেবা ঃ** মক্তব, মাদ্রাসা, ঈসালে সওয়াব মাহফিল ও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা।	১৩৪-১৪৩
দশম অধ্যায় ঃ **বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে বাহাছ বিতর্ক ঃ** শী'আ, কাদিয়ানী, খারিজী, রাফেযী, বিদ'আত পন্থী ও মোহাম্মদীদিগের সঙ্গে বাহাছ বিতর্ক।	১৪৪-১৫৫
একাদশ অধ্যায় ঃ কারামত।	১৫৬-১৬১
দ্বাদশ অধ্যায় ঃ **ইন্তেকাল ঃ** মাওলানার ইন্তেকালে বিভিন্ন স্থানে শোক সভা ও বিভিন্ন পত্রিকার অভিমত।	১৬২-১৭৭
উপসংহার	১৭৮-১৭৯
প্রামাণ্য চিত্র	১৮০-১৮৩
গ্রন্থপঞ্জী	১৮৪-১৯০

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

"মাওলানা রুহুল আমীন ঃ জীবন ও কর্ম" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে গিয়ে এ ভূমিকার অবতারণা। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এক সাধারণ দরিদ্র পরিবারে অসাধারণ মেধাবী যে ব্যক্তিত্বের জন্ম নাম তাঁর রুহুল আমীন। তাঁর জন্মের সময়কালের বাংলার প্রেক্ষাপট কিছুটা আলোচনা না করলে মূল অভিসন্দর্ভটি অপূর্ণ থেকে যাবে। তাই তৎকালীন প্রেক্ষাপটে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আকারে কিছুটা আলোচনা উপস্থাপন করছি।

রাজনৈতিক অবস্থা ঃ

১৭৫৭ খ্রী. পলাশী যুদ্ধ থেকে ১৮৯০ খ্রী. পর্যন্ত এ দেশের বুকে অসংখ্য বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে।[১] এসব বিদ্রোহকে এক কথায় বলা চলে গণ বিদ্রোহ। ব্রিটিশ সৃষ্ট সামন্ততান্ত্রিক শক্তি অর্থাৎ ভূস্বামী শ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণ তাদের অসহায় শৃংখলিত হাতে হাতিয়ার তুলে ধরেছে বহুবার; বার বার পরাজিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে; তবুও সংগ্রাম থেকে সরে যায়নি। এসব সংগ্রামে যারা পরবর্তীতে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের মধ্যে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ[২] একজন।[৩]

১। মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রী., পৃ. ১২।

২। মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ্, প্রখ্যাত ধর্ম প্রচারক, সমাজ সংস্কারক ও বাগ্মী। তিনি ১২৬৮ (ব.) ১০ ই পৌষ, ১৮৬১ খ্রী. যশোর জেলার ঘোপ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বেশী লেখা পড়ার সুযোগ পাননি। স্থানীয়ভাবে আরবী ও ফার্সী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। বেশ কিছু প্রকাশনাও তাঁর রয়েছে। ১৯০৭ খ্রী. এই কর্মবীর ইন্তেকাল করেন। (সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রী., পৃ. ৮৯-৯১)।

৩। মুহম্মদ আবূ তালিব, মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ ঃ দেশ কাল সমাজ, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৩ খ্রী., পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী আরও একজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব অগ্নী পুরুষ ইসমাইল হোসেন সিরাজী[৪] (জ. ১৩ জুলাই ১৮৮০ খ্রী. মৃ. ১৭ জুলাই ১৯৩২ খ্রী.)।[৫] ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাতে বৃহত্তর জন সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যারা অগ্রসর হলো অর্থনৈতিক বিচারে তাদের নাম মধ্যবিত্ত শ্রেণী, রাজনৈতিক বিচারে তাদের নাম ব্রিটিশের সহযোগী, সাংস্কৃতিক বিচারে তাদের নাম পাশ্চাত্য শিক্ষিত শ্রেণী, সামাজিক বিচারে তাদের নাম বাবু সম্প্রদায় বা ভদ্র শ্রেণী, আবার ধর্মীয় বিশ্বাসের বিচারে তাদের নাম হিন্দু সম্প্রদায়।[৬]

বস্তুত ঊনিশ-শতকে এদেশে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ইংরেজ রাজত্বের বৈশিষ্ট্য সূচক চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এদেশের শাসন পরিচালনা করতে গিয়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের সুপ্রাচীন স্বৈরাচারের ঐতিহ্যকেই অনুসরণ করেছিল। একারণে ভারতের ব্রিটিশ শাসনকে একটি শক্তিশালী ও অনমনীয়-স্বৈরাচার বলে অভিহিত করা হয়।[৭]

১৮৫৭ খ্রী. অভ্যুত্থানের ব্যর্থতা মুসলিম মানস চেতনায় এক বিরাট পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছিল। নীলকর জমিদার ও মহাজনের নিষ্পেষনে ও অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সাধারণ কৃষক পরিবারের মধ্য হতে বিক্ষিপ্ত বিদ্রোহে যে সব

৪। ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ১৮৮০ খ্রী. সিরাজগঞ্জ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রসিদ্ধ হাকীম ও ইসলাম প্রচারক ছিলেন। সিরাজী পাঁচ বছর বয়সে মধ্য-ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। মায়ের নিকট কুরআন শিক্ষা করেন। উক্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালেই পত্র-পত্রিকা পাঠ, সাহিত্য চর্চা, বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ ও কবিতা রচনায় হাত দেন। এ অভ্যাসই তাঁকে পরবর্তীকালে সমাজ সেবা ও রাজনীতিতে আত্মনিয়োগের উপযোগী করে দেয়। মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য তাঁদের গৌরব কাহিনী ও বর্তমান অ ধঃপতনের বিষয়ে 'অনলপ্রবাহ' নামক একখানা কবিতা পুস্তক লেখেন। এর প্রভাবে মুসলমান সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ইংরেজ সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে এবং লেখককে দু'বছরের কারাদন্ড দেয়। কারা মুক্তির পর ১৯১২ খ্রী. তুরস্ক সফর করেন। ১৯১৩ খ্রী. দেশে ফিরে আসেন। এ সময় দেশের সকল প্রকার সামাজিক, রাজনৈতিক শিক্ষা ও গঠন মূলক আন্দোলন এবং সাহিত্য ও সংবাদপত্র সেবায় তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তিনি মাসিক 'নুর' ও 'সোলতান' পত্রিকা পরিচালনা করেন। তিনি চরিত্রবান, উদার, দানশীল ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ১৯৩১ খ্রী. ১৭ জুলাই সিরাজ গঞ্জে ইন্তেকাল করেন। [সম্পাদনা পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, পৃ. ১৮৫]

৫। ডক্টর বদিউজজামান, ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ জীবন ও সাহিত্য, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৮ খ্রী., পৃ. ৪৩।

৬। মেসবাহুল হক, পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রী., পৃ. ৭৭-৭৮।

৭। ডঃ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খন্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রী., পৃ. ২৭০।

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃত্ব এসেছে তাদের মধ্যে ছিলেন তিতুমীর[৮] ও হাজী শরীয়ত উল্লাহ[৯] প্রমুখ ব্যক্তিগণ।[১০]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সমাজে এক নতুন নেতৃত্বের আবির্ভাব হয়। এ নেতৃত্ব এসেছিল নগরবাসী ইংরেজী শিক্ষিত অভিজাত এবং প্রধানত পেশাদার শ্রেণীর মধ্য থেকে। এদের মধ্যে যার নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩ খ্রী.)। তাঁর জন্ম ফরিদপুরে। ১৮৮০ খ্রী. মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর অবদানের জন্য সরকার তাঁকে নবাব উপাধিতে ভূষিত করে।[১১]

বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক পূনর্জাগরণে আরও দু'জন মনীষী দিকপালের ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা হলেন সৈয়দ আহমদ[১২] ও সৈয়দ আমীর আলী[১৩]। মুসলমান নেতাদের মধ্যে আমীর আলী সর্বপ্রথম

৮। তিতুমীর, বাংলার স্বাধীকার প্রতিষ্ঠা এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদী আন্দোলনের নেতা। তিনি ১৪ মাঘ, ১১৮৮ / ১৭৮২ খ্রী. চব্বিশ পরগণা জিলার বশির হাট মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। স্থানীয় স্কুল ও মাদ্রাসা হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি হাদীস শাস্ত্র, আরবী, ফার্সী ও বাংলা ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি শিরক ও বিদ'আতের উৎখাত এবং সুন্নতের পূর্ণ অনুসরণ করতে চেষ্টা করেন। নীলকর, জমিদার ও ইংরেজ বিতাড়ণ আন্দোলনে অংশ নেন। এই বিখ্যাত মনীষী ১৮৩১ খ্রী. ইন্তেকাল করেন। [সম্পা. সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রী., পৃ. ৫১-৫২]

৯। হাজী শরিয়ত উল্লাহ ঃ ১৭৮১ খ্রী. মাদারীপুর জেলার শামাইল গ্রামে শরীয়ত উল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল আবদুল জলীল তালুকদার। মাত্র আঠার বছর বয়সে মক্কা শরীফে হজ্জ করতে যান (১৭৯৯ খ্রী.)। প্রায় বিশ বছর মক্কা শরীফে অবস্থান করার পর ১৮১৮ খ্রী. স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ছিলেন আরবী ভাষায় সুপন্ডিত এবং ধর্ম শাস্ত্রে সুনিপুণ তার্কিক। ১৮১৮ খ্রী. তিনি 'ফারাইযীয়া' দল গঠন করেন। তিনি এদেশকে দারুল হারব মনে করে জুম'আর নামায ও দু'ঈদের নামায পড়া বন্ধ করেন। এদেশের পীর মুরীদকে আশ্রয় করে বিভিন্ন পীরদের মাযার পূজা সর্বত্র প্রচলিত ছিল এবং সে উপলক্ষ্যে বার্ষিক উরশ ও ফাতিহা এবং মুহাররমের তা'যীয়া অনুষ্ঠিত হত। তিনি এসব অনুষ্ঠানকে শিরক ও বিদ'আত ঘোষণা করেন। তাঁর শাগরিদদের খাঁটি তাওহীদ পন্থী মুসলিম হতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি ১৮৪০ খ্রী., ৫৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (সম্পা. স.ই.বি. ২য় খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রী., পৃ. ২৯-৩০)।

১০। ডঃ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খন্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রী., পৃ. ২৮৪।

১১। পূ.গ্র. পৃ. ২৮৫ ; ডঃ এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৬ খ্রী., পৃ. ১৪৪।

১২। সৈয়দ আহমদ, ১৮১৭ খ্রী. ১৭ অক্টোবর দিল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ আরব হতে ভারতে আসেন। তিনি বিভিন্ন সময় সরকারী চাকুরীতে থেকে মুনসেফ পদে উন্নীত হন। সরকারের প্রতি তাঁর অটল আনুগত্য ছিল। পাশ্চাত্য ও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি সাধারণ জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। আলীগড়ে এ্যংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। জীবনের প্রথম দিকে তিনি ধর্ম পুস্তক ছাড়াও ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। মুসলমানদের সামাজিক উন্নতি ও শিক্ষার অগ্রগতির জন্য জীবন ব্যাপী সংগ্রাম করে গিয়েছেন। ১৮৯৮ খ্রী. তিনি ইন্তেকাল করেন। (সম্পা. স.ই.বি, ১ম খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রী., পৃ.৯৩)।

১৩। সৈয়দ আমীর আলী, ১৮৪৯ খ্রী. ৬ এপ্রিল, উড়িষ্যার কটক শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ১৭৩৯ খ্রী. ভারতে আসেন। তিনি ১৮৬৮ খ্রী. ইতিহাসে এম.এ. ডিগ্রী লাভ

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন এবং ১৮৭৭ খ্রী. তিনি মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান "সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন" স্থাপন করেন।[১৪]

১৯০৬ খ্রী. মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর করে দেয়। এ ক্ষেত্রে যারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তাঁদের মধ্যে নবাব সলিমুল্লাহ[১৫] ও এ.কে. ফজলুল হক[১৬] অন্যতম।[১৭]

১৯০৬ খ্রী. এবং তার পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলার রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে বৃটিশদের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল।[১৮]

করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই ছিলেন প্রথম মুসলিম এম,এ। ১৮৬৯ বি,এল, পাশ করে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৭৬ খ্রী. ব্যারিস্টারী পাশ করেন। তিনি ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম ব্যারিস্টার। আইন ব্যবসায়ের সময় তিনি তৎকালীন মুসলিম সমাজের নেতা রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। আইনজ্ঞ হিসেবে পারদর্শিতা ও সমাজ সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২১ খ্রী. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এল, এল, ডি, উপাধি প্রদান করে। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম মুসলিম বিচারপতি। আমীর আলীর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি পাশ্চাত্য জগতের কাছে ইসলামের মূলনীতি প্রচার ও বিশ্বে ইসলামের মর্যাদার উন্নয়ন। এক্ষেত্রে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান "দি স্পিরিট অব ইসলাম" (১৮৯১ খ্রী.)। মুসলিম শিক্ষার উন্নতির জন্য আমীর আলী আজীবন চেষ্টা করেন। তিনি ১৯২৮ খ্রী. ৩ আগষ্ট ইন্তেকাল করেন। তাঁর জানাযায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ শরিক হন। [সম্পা. ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড,, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রী., পৃ. ২৪৯-৫০]; মুহাম্মদ দরবেশ আলী খাঁন (অনু.), "দি স্পিরিট অব ইসলাম", ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রী., পৃ. ৩।

১৪। ডঃ এম, এ, রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৬ খ্রী. পৃ. ১৬০; ডঃ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খন্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রী. পৃ. ২৮৭।

১৫। নবাব সলিমুল্লাহ, ভারত বর্ষের প্রখ্যাত মুসলিম রাজনীতিবিদ ও একজন সমাজ সেবক ছিলেন। ১৮৭১ খ্রী. ঢাকার বিখ্যাত নবাব পরিবারে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কুরআন, হাদীস ছাড়াও ইংরেজী, আরবী ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি শিক্ষা বিস্তারে যথেষ্ট অবদান রাখেন। মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ১৯১৫ খ্রী. ১৬ জানুয়ারী কলকাতায় তিনি ইন্তেকাল করেন। (সম্পা. স.ই.বি. ২য় খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রী., পৃ. ৪০৩-৪০৪)।

১৬। এ, কে, ফজলুল হক, উপমহাদেশের প্রখ্যাত জননেতা, রাজনীতিবিদ, আইনজীবি, জনদরদী ও সংগ্রামী পুরুষ হিসেবে সুপ্রসিদ্ধ। ৯ কার্তিক, ১২৮০ (ব.) / ২৬ অক্টোবর, ১৮৭৩ খ্রী. পিরোজপুর জেলার চাখার গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হতে বি,এ, অনার্স সহ এম,এ, (১৮৯৫) পাশ করেন। আইন পাশ করেন ১৮৯৭ খ্রী.। তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন (১৯১৮ খ্রী.)। ১৯২১ খ্রী. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। ১৯৫৬ খ্রী. পূর্বপাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হন। ২৭ এপ্রিল, ১৯৬২ খ্রী. ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। [সম্পা. পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রী., পৃ. ৬১-৬৪]

১৭। ডঃ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খন্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রী., পৃ. ৩২৪ ; ডঃ এম. এ. রহিম, বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৬ খ্রী., পৃ. ১৯১।

১৮। ডঃ সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খন্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রী., পৃ. ৩৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

এ.কে. ফজলুল হক কর্তৃক ১৯৩৫ খ্রী. কৃষক প্রজা পার্টি গঠনের ফলে আইন পরিষদে এই সমিতির নেতৃত্বদান ও কৃষকদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।[১৯]

১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ খ্রী. পর্যন্ত এই দশকটি বাংলার জন্য উত্তেজনাময় ও বেদনাদায়ক ছিল।[২০]

অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

বাঙালী জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল দিক বোধ হয় তাদের অর্থনৈতিক জীবন ও কর্মকান্ড। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বাঙালীরা ছিল অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ।[২১]

প্রতিটি স্তরেই বাংলাদেশের অর্থনীতি নির্ভরশীল ছিল ঋণ প্রাপ্তির উপর। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ ধরনের ব্যবস্থাকে সংকট জনক বলে বিবেচনা করা হতো এবং টাকা ধার করার ব্যয় ছিল অত্যন্ত বেশী।[২২]

১৮৫০- এর দশক থেকে ১৯১৪ খ্রী. পর্যন্ত সময় কাল বৃটিশ শিল্পজাত পণ্যের সংগে ভারতীয়-কৃষি পণ্যের বিনিময়ে বাণিজ্য সম্পর্ক দ্বারা চিহ্নিত।

১৮৮০- এর দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত মজুর শ্রেণীর অর্থনীতির একটি পরিসংখ্যান পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব বাংলার কৃষি গত শতাব্দী থেকে উন্নতির পথে পা বাড়ায় এবং ১৮৮০ খ্রী. দিকে রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবার পর কৃষি পণ্য বাজার জাত করনে এবং পরিকল্পিত উৎপাদনে এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগে। এর ফলে স্থানীয় অর্থনীতির সাথে বিশ্ব অর্থনীতির সংযোগ সাধিত হয়।[২৩]

১৯। পূ.গ্র. পৃ. ৩৭৪।
২০। পূ.গ্র. পৃ. ৩৭৫।
২১। পূ.গ্র. (২য় খন্ড), পৃ. ১।
২২। পূ.গ্র. পৃ. ৭৪-৭৫।
২৩। পূ.গ্র. পৃ. ৪৭২।

Dhaka University Institutional Repository

উনিশ শতকের শেষ ভাগে গ্রামীন জনগণকে নিম্ন শ্রেণী হিসেবে ৪ টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ চাষী, কারিগর, মজুর ও ভিক্ষুক।[২৪]

বাংলার চাষীর চাষাবাদ ও জীবিকা নির্বাহের জন্য ঋণের প্রয়োজন ছিল অপরিহার্য। ১৮৮০ খ্রী. এবং ১৯০১ খ্রী. ফেমিন কমিশন ঋণ কমিশন ঋণ সমস্যার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করলে আরো একটি কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশন সমবায় সমিতি গঠনের সম্ভাব্যতা নিরুপনের প্রয়াস পায়। এই কমিটির সুপারিশক্রমে ১৯০৪ খ্রী. সমবায় ঋণদান সমিতি আইন পাশ হয়।[২৫]

সামাজিক অবস্থা ঃ

সামাজিক ইতিহাসের ছায়া পড়ে সাধারণ ব্যক্তি ও পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ সত্ত্বার সর্বক্ষেত্রে যেমন ধর্ম. বিশ্বাস, জাত শ্রেণী, আচার-প্রথা, শিক্ষা, সমিতি, সংগঠন, সংস্কার আন্দোলন, সাহিত্য, সংগীত, আনন্দ-উৎসব, কারুশিল্প, লোকগাঁথা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, আন্তঃ শ্রেণী সম্পর্ক, দল ও দলাদলি, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক-পরিচ্ছদ, খেলাধুলা ইত্যাদিতে। এ সবই সামাজিক ইতিহাসের আওতাভুক্ত।[২৬]

ইসলাম ধর্মের প্রেক্ষিতে যদিও বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুদের মতো কঠোর বর্ণবৈষম্য এবং পুরোহিত শাসন ছিল না, তথাপি কার্যতঃ মুসলমানগণ ভারতের সর্বত্র বংশ গৌরবকে ভিত্তি করে নির্দিষ্ট বৈষম্যবোধ গড়ে তুলেছিল।[২৭]

জ্যৈষ্ঠ,১২৯৯ 'ইসলাম প্রচারক' ধর্ম বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যায় 'সমাজঃ কালিমা' নিবন্ধে মুসলমান সমাজের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

---

[২৪]। পূ.গ্র. পৃ. ৪৭৪।
[২৫]। পূ.গ্র. পৃ. ৫২৮।
[২৬]। পূ.গ্র. (৩য় খন্ড), পৃ. ৩।
[২৭]। পূ.গ্র. পৃ. ১৪৩।

Dhaka University Institutional Repository

....."ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুদের নিকট হইতে অনেক নিকৃষ্ট আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া কান্ড আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন "কুলীন" আছেন, মুসলমানদিগের মধ্যেও সেইরূপ "শরীফ" আছেন।

.....এই সকল হীনচেতা শরীফ মহোদয়গণ কৌলিন্য মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য নীচ শ্রেণীর মধ্যে কণ্যার বিবাহ দিতে বা কৃষক শ্রেণীর লোকের কণ্যা গ্রহণ করিবার সময় "বিবাহের পণ" দাবী করিয়া বসেন।

.....এইরূপ ব্যবসা মুসলমান ধর্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।[২৮]

ভাদ্র, ১৩২৬ 'আল-এসলাম' মাসিক পত্রিকার ৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় মোহাম্মদ ময়জুর রহমান লিখিত 'সমাজ চিত্র' নিবন্ধে সেই সময়ের সামাজিক অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়।

..... "শরিফ মুসলমানগণ অশরিফ মোসলমানগণকে সভ্য হইতে ও বিদ্যা ও বিদ্যার্জন করিতে দিতে বড়ই নারাজ, পাছে অশরিফেরা নিজেকে শরিফ বলিয়া ফেলে আর শরিফের সমকক্ষ হয়। শরিফগণ মনে করে যে তাহাদের রক্ত, মাংস, অস্থি মজ্জা, আত্মা যাহা কিছু আছে সবই পৃথক, অশরিফগণের একটার সহিতও মিল নাই। অতএব শরিফগণ যাহার অধিকারী অশরিফগণ তাহার অধিকারী নহে"।[২৯]

উক্ত পত্রিকার ৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ, ১৩২৬/১৯১৯ খ্রী.) মুনীরুয যামান এছলামাবাদী কর্তৃক লিখিত 'সমাজ সংস্কার' প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়।

"উত্তর বংগে বাদিয়া, নিকারী ও আসামের মাঠীয়া উপাধি বিশিষ্ট মোসলমানগণ এক সংগে অন্য মোছলমানের সহিত বসিয়া আহার করা দূরে থাকুক এক মছজেদে, এক ঈদগাহ বা মাঠে নামাজ পড়িতেও পারে না। ছালাম আজান প্রদানের অধিকারীও নহে। জুমা জমাতে তাহারা শরিক হইতে পারেনা। মধ্য বংগে নদীয়া, চব্বিশ গরগণা অঞ্চলে কোন নীচু

---

[২৮]। মুস্তফা নূরউল ইসলাম,সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত,বাংলা একাডেমী,ঢাকা,১৯৭৭খ্রী.,পৃ. ৬১।

[২৯]। পূ. গ্র. পৃ. ৬২।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় হিন্দু মোসলমান হইলে তাহাকে সমাজে নেয়া হয়না, জুমা জমাতে "শরিক করা হয়না"।[৩০]

মওলানা আকরম খাঁ তৎকালীন সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করে তাঁর গ্রন্থে লিখেন-

'বাংলার মুসলিম সমাজের সামাজিক ইতিহাস জানতে হলে বঙ্গ দেশের ও তার সমসাময়িক হিন্দু অধিবাসীদের আচার ব্যবহার সম্মন্ধে জানা দরকার। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ বাংলাদেশের অধিবাসীদিগকে রাক্ষস, পিশাচ, অসুর প্রভৃতি বলে উল্লেখ করেছেন'।[৩১]

ইসলাম বিরোধী ভাবধারা বাংলার মুসলমান সমাজে প্রবেশ করেছে প্রধানত ফার্সী সাহিত্যের মাধ্যমে। এরও দীর্ঘকাল পরে বিভিন্ন বিকৃত মতবাদগুলো উর্দু সাহিত্যের মধ্যে বিপুল পরিমাণে প্রবেশ লাভ করে।[৩২]

সাংস্কৃতিক অবস্থা ঃ

শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের চিরাচরিত ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেন মুসলমান বুদ্ধিজীবীগণ। বিশ শতকের শুরু থেকেই মুসলমান লেখক, সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদগণ আরবী ও ফার্সীর পাশাপাশি ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুসলমানদের উৎসাহিত করেন।[৩৩] ১৯১৩-১৭ খ্রী. পঞ্চ বার্ষিক শিক্ষা পর্যালোচনায় উল্লেখ করা হয় যে, একজন সাধারণ মুসলমান তার সন্তানকে মাদ্রাসায় মুসলিম আইন, সাহিত্য, যুক্তি বিতর্ক, দর্শন, হাদীস ও তাফসীর পড়াতে বেশী আগ্রহী কারণ তার চিন্তা ধারা বাংলার একজন অমুসলমানের চিন্তাধারার চেয়ে ভিন্নতর ছিল।[৩৪]

৩০। পূ.গ্র. পৃ. ৬২।
৩১। মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস, আজাদ অফিস, ঢাকা, ১৯৬৫ খ্রী.., পৃ.৫৮-৫৯।
৩২। পূ.গ্র. পৃ.১৫৫।
৩৩। ডঃ সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) বাংলাদেশর ইতিহাস (৩য় খন্ড), এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রী., পৃ. ৭৩১।
৩৪। পূ. গ্র. পৃ. ৭৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৯২০ খ্রী., শ্রাবণ, ১৩২৭ (ব.) আল-এছলাম মাসিক পত্রিকার ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যায় সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি চিত্র পাওয়া যায়।

....."শিক্ষিত সমাজে ইংরেজ অনুকরণে জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ কোট প্যান্ট, সার্ট ব্যবহার করা, ইংরেজী ফ্যাসনে কলার নেকটাই ধারণ করা, হুক্কা তামাক ছাড়িয়া সিগার ও সিগারেটের ধূমোদগার করা, আহারের সময় ফরস স্থলে চেয়ার টেবিল, হাতের পরিবর্তে কাঁটা, ছুড়ি, চামুচ ব্যবহার ধরিয়াছে, আর এদিকে হিন্দুর অনুকরণে আচকন পায়জামার পরিবর্তে ধুতি চাদর, টুপির স্থলে নগ্নমস্তক, টেরি কাটিয়া, রমনী সূলভ নানা প্রকারের চুলের বাহার করিয়া বিচরণ করা আধুনিক সভ্যতার নিদর্শন বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে।"[৩৫]

বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে যখন অস্থিরতা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যখন পশ্চাদপদতা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যখন বিজাতীয় অনুকরণ প্রিয় মুসলমানগণ, সেই সময়ে মুসলিম জাগরণে যেকয়জন মুসলিম মনীষী সমাজ সংস্কার আন্দোলনে অগ্রসেনানীর ভূমিকা রাখেন তাঁদের মধ্যে মাওলানা রুহুল আমীন একজন। তিনি বক্তৃতা, লেখনী ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে ইসলামের মৌলিক নীতিমালা, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, শরীয়ত বিবর্জিত কার্যাবলীর প্রতিবাদ ও সমাজ সংস্কারে আজীবন কর্মতৎপর ছিলেন। এই কর্মবীর সম্পর্কে আজ বাংলার মানুষ অতি অল্পই পরিচিত। ইসলামের অবদানে দেড় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করে যে ইসলামী সাহিত্য জগত তৈরী করেছেন তার সাথে আমাদের পরিচয় হওয়া প্রয়োজন। এ প্রয়োজন মিটাতেই "মাওলানা রুহুল আমীন ঃ জীবন ও কর্ম" শীর্ষক গবেষণা কর্মটির প্রতি আমার মনযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন। তিনি আমাকে এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। মাওলানার রচিত ৮৫ খানা গ্রন্থের সারসংক্ষেপ এ গবেষণায় স্থান পেয়েছে।

---

[৩৫] । মুস্তফা নূর উল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রী., পৃ. ৭২।

Dhaka University Institutional Repository

এক্ষেত্রে আমার এ সন্দর্ভটি প্রথম প্রয়াস। তাঁর প্রকাশিত, অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলোর সন্ধান পেতে ও সংগ্রহ করতে আমাকে বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের পশ্চিম বঙ্গের কিছু এলাকায় ভ্রমণ করতে হয়েছে। এ বিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি এবং মাওলানার প্রকাশিত অথচ দূর্লভ এবং অপ্রকাশিত গ্রন্থগুলো 'মাওলানা রুহুল আমীন রচনাবলী' নামে প্রকাশিত হলে দেশ, সমাজ ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্গ উপকৃত হবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

বংশ পরিচয়, জন্ম ও শিক্ষা

বংশ পরিচয় ঃ

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম সমাজে যখন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিরাজ করছিল এক মহাবিপর্যয়, সেই দুর্দিনে মুসলিম জাগরণে যে কয়জন মনীষী এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন ক্ষণজন্মা এক মহাপুরুষ মাওলানা রুহুল আমীন। মাওলানার পূর্ব পুরুষগণ ভারতের অধিবাসী, ভারতীয় বংশোদ্ভুত। কারো মতে উত্তর পশ্চিম দেশীয় পাঠানগণের বংশোদ্ভুত, যাঁরা বংগবিজয় করতে এদেশে এসেছিলেন।[৩৬]

তাঁর বংশগত উপাধি ছিল গাজী। আত্মীয় স্বজন ও পূর্ব পুরুষদের উপাধি ছিল খাঁ। মাওলানার পিতার নাম মুন্‌শী দবিরুদ্দিন গাজী। তিনি একজন মৎস্য ব্যবসায়ী (নিকারী) ছিলেন। এ শব্দটি ফার্সী হতে গৃহীত। মূলে ছিল নেক কারী অর্থ সৎকর্ম। অর্থাৎ যারা সৎ কর্মপরায়ণ। তিনি কলকাতা চিংড়ি ঘাটা স্থানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। তিনি ছিলেন অতিশয় খোদাভীরু ও শরীয়তের অনুসারী।

নামায, রোযার প্রতি ছিল তাঁর অসাধারণ ভক্তি। তিনি বাংলা ভাষা লিখতে পড়তে পারতেন। আরবী ভাষায়ও তাঁর কিছুটা জ্ঞান ছিল। তিনি ছিলেন বিচার বুদ্ধিতে অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। গ্রামে তাঁর এমন প্রভাব ছিল যে, তাঁর ভয়ে গ্রামবাসী কোন অসৎ অশ্লীল কাজ করতে সাহস পেতনা। তিনি ১৩২৩ ব. ৮ই অগ্রহায়ণ ৭৫ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৩৭]

৩৬। রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ৯; রূহল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৭।

৩৭। আল্লামা রুহল আমিন, পৃ. ৪; রুহুল আমিনঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১০; কর্ম বীর রুহল আমিন, পৃ. ২; রুহল আমিন ঃ বিস্তারীত জীবনী, পৃ. ৮।

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুর যন্ত্রনাকালে অচৈতন্য অবস্থায় অনবরত নামাযের ইকামত বলতে ও কানে হাত দিতে ছিলেন। তাঁর মাযার অধুনা উত্তর চব্বিশপরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত ইছামতি নদীর অনতিদূরে টাকী নারায়ণপুরে অবস্থিত। বর্তমানে মাযারটি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে।[৩৮]

মাওলানার মাতার নাম মোসাম্মৎ রহীমা খাতুন। তিনি অপ্রাপ্ত বয়স্কা অবস্থায় পিতৃ মাতৃহীনা হয়ে তাঁর মামা মোহাম্মদ রওশন গাজীর নিকট প্রতিপালিত হন। তিনি যথা সময়ে তার বিয়ের কার্যাদি সমাধা করেন। মাওলানার পূণ্যবতী মাতা অতি পর্দানশীল মহিলা ছিলেন। আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে লিপ্ত থাকা স্বামীর খেদমত ও সন্তুষ্টি এবং নিজ সংসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনই ছিল তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্য। মাওলানার দাদা, পর দাদা এবং প্রাচীন বংশধরগণের সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। তাঁর বংশগত প্রাচীনতম পুরুষ নানাজান মানিক খাঁ সাহেব সম্পর্কে কিছু জানা যায়। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু, নামায রোযা ও সুন্নতের অনুসারী ছিলেন। বশিরহাটের নিকটে শোলাদানা গ্রামে বসবাস করতেন। পীড়িত অবস্থায় নৌকা যোগে টাকী সৈয়দপুরে উপস্থিত হন। অল্প কিছুদিন পর ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে দুটি কন্যা সন্তান রেখে যান। তাঁর মাযার সৈয়দপুর গ্রামে অবস্থিত।[৩৯] মাওলানার এক ফুফুর কবর সাতক্ষীরায় অবস্থিত।

মাওলানার পরম আত্মীয় ও বংশধরগণের তালিকা ঃ[৪০]

পরদাদা - মুনশী দারিক গাজী, দাদা - মুনশী মকরদ্দিন গাজী।

আব্বাজান - মুনশী দবিরুদ্দিন গাজী, আম্মাজান - রহিমা বিবি।

নানাজী - মানিক খাঁ, ভ্রাতা - পীর রুহল কুদ্দুছ (ছোট হুজুর, মাওলানার ছোট ভাই)।

৩৮। আল্লামা রুহল আমিন, পৃ. ৪।

৩৯। আল্লামা রুহল আমিন, পৃ. ৫, রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১০, কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ.৩; রুহল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৮।

৪০। আল্লামা রুহল আমিন, পৃ. ২।

Dhaka University Institutional Repository

ভগ্নীগণ - আছিয়া, সুফিয়া, বেলেহার ও নেছা বিবি।

শ্বশুর সাহেব - বদরদ্দিন গাজী, শাশুড়ী - ইনছান বিবি।

সহধর্মীনি - মোহছেনা বিবি (পীর আম্মা)।

জ্যেষ্ঠ পুত্র - আবদুল অহিদ (র.), পুত্রবধু - ফাতেমা বিবি,

কনিষ্ঠ পুত্র - আবদুল মাজেদ (র.), পুত্রবধু - রহিমা বিবি।

জ্যেষ্ঠা কন্যা - ছইদা খাতুন, কনিষ্ঠা কন্যা - হাছিনা খাতুন।

উপরোল্লিখিত তালিকার কেউই জীবিত নেই।

বর্তমানে জীবিত বংশধরগণ ঃ [৪১]

ভ্রাতা - পীর রুহল কুদ্দুছ (র.) এর দুটি পুত্র জীবিত ঃ (১) মাওলানা ফজলুর রহমান, (২) মৌলভী আবদুল কাদের।

জ্যেষ্ঠ পুত্র - পীরজাদা আবদুল অহিদ (র.) এর একটি কন্যা জীবিত ঃ (১) ছালেহা খাতুন।

কনিষ্ঠ পুত্র - পীরজাদা আবদুল মাজেদ (রহঃ) এর চারটি পুত্র ও পাঁচটি কন্যা জীবিত ঃ

পুত্রগণ - (১) মোহাম্মদ নুরুল আমীন, (২) মোহাম্মদ শরফুল আমীন, (৩) মোহাম্মদ মনিরুল আমীন, (৪) মোহাম্মদ সিরাজুল আমীন।

কন্যাগণ - (১) বেগম নুরজাহান, (২) বেগম জাহানআরা, (৩) বেগম আনোআরা, (৪) বেগম রওশন আরা, (৫) বেগম মোহছেনা খাতুন।

জন্ম ঃ

পাক-ভারত উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং আজীবন দীনের খেদমতে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলনে তাদের মধ্যে অন্যতম এক উজ্জ্বল নক্ষত্র মাওলানা রুহুল আমীন। তিনি একাধারে

---

[৪১] । আল্লামা রুহুল আমিন পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষক আলিম, ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুবাহিছ, বাগ্মী-ওয়াইজ, সাংবাদিক ও আধ্যাত্মিক সাধক। তাঁর মত বৈচিত্রময় বহুমুখী জ্ঞানের অধিকারী উপমহাদেশে অত্যন্ত বিরল। তিনি ১২৮৯ ব., ১৮৮২ খ্রী., ১৩০২ হি. চব্বিশ পরগণা জিলার বশির হাট মহকুমার টাকী নারায়ণপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।[৪২]

উক্ত গ্রামটি ইছামতি নদীর তীরে অবস্থিত। মাওলানার বাল্য জীবনের প্রথম হতে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় কৈশোরের বালক সুলভ চপলতার মোহে তিনি কখনও বিমোহিত হননি। সাধারণ বালকদের ন্যায় খেলাধুলা তিনি পছন্দ করতেন না। পাড়ার ছেলেদের সংগে না মিশে অধিকাংশ সময় পড়ালেখায় অতিবাহিত করতেন। যৌবনে আনন্দ-উৎসব ও আরাম আয়েশকে পরিহার করে চলতেন। বিলাসিতা তার জীবনকে কখনও স্পর্শ করতে পারেনি। পৃথিবীর ভোগ বিলাসের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে অল্পে সন্তুষ্ট থেকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতেন।[৪৩]

শিক্ষা জীবন ঃ

মাওলানা রুহুল আমীন এগার বৎসর বয়ক্রম কালে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করেন। দু'বছরের মধ্যে বহু সংখ্যক বাংলা বই পুস্তক পড়ে শেষ করেন। তের বছর বয়সে তিনি সৈয়দপুর মক্তবে বশির হাটের মুনশী পীর আবদুল খালেক সাহেবের নিকট কুরআন শরীফ ও পন্দেনামা পড়ে শেষ করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁর পরম আত্মীয় বশির হাটের দানবীর গোপাল খাঁ সাহেব তাঁকে অত্যন্ত মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশীল দেখে নিজ বাড়ীতে আনয়ন করতঃ শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করেন। তিনি বশির হাটের পশ্চিম পাড়ায় সদর রাস্তার ধারে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট সুন্দর মসজিদ তৈরী করেন। বশির হাটের সূফী আবদুশ শাফী সাহেবকে উক্ত মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করে তার তত্ত্বাবধানে রুহুল আমীন সাহেবের পড়ার ব্যবস্থা করেন।

৪২। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৯; রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৭; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ৯; আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ২; (সম্পা. স.ই.বি. ২য় খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রী., পৃ. ২৩৫); ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রী., পৃ. ২৩৩।

৪৩। আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা বশির হাট স্কুলের হেড মৌলবী জনাব ওয়াজেদ আলী সাহেবের নিকট পড়তে আরম্ভ করেন। এক বৎসরের মধ্যে তিনি বিখ্যাত শেখ সাদী (রঃ) এর সুবিখ্যাত ফার্সী গ্রন্থ গোলেস্তার শেষ পর্যন্ত ও বোস্তার বহুলাংশ এবং ইনশায়ে মতলুব গ্রন্থ পড়ে শেষ করেন।[৪৪]

মিযান মুনশায়িব পড়া অবস্থায় মওলবী ওয়াজেদ আলী সাহেব ইন্তেকাল করেন। বশির হাটের উক্ত মসজিদের ইমাম সূফী সাহেব যখন দেখলেন যে, মওলবী ওয়াজেদ আলীর মৃত্যুতে মাওলানা রুহুল আমীনের লেখা পড়া বন্ধ হবার উপক্রম, তখন তিনি মাওলানার আব্বা মুনশী দবির উদ্দিন সাহেবকে বললেন "আমি আপনার পুত্রের লেখা পড়া শিক্ষার নিমিত্তে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় তাকে ভর্তি করিয়ে দিতে ইচ্ছে করি। আপনার অভিপ্রায় বলুন। তার পিতা বললেন "আমি এত টাকা কোথা হতে সংগ্রহ করবো" ? সূফী সাহেব বললেন "আপনি খোদার প্রতি ভরসা করে প্রতি মাসে মাত্র দশ টাকা করে দিবেন। অবশিষ্ট যা প্রয়োজন আমি তার ব্যবস্থা করবো"। তিনি এতে সম্মত হলেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে এ সময় হতে মাওলানার পিতার ব্যবসায় উন্নতি হয়। এতে তিনি মাওলানার পড়ার ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন।

কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন ঃ

সূফী আবদুশ শাফী মাওলানা রুহুল আমীনকে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করে বিদ্যার্জনের পথ সুগম করে দেন। জায়গীরে থেকে পাঠের অসুবিধা হবে বিধায় তিনি তাঁকে বোর্ডিংএ থাকার সুব্যবস্থা করেন এবং যশোরের মওলবী মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে রেখে আসেন।

মাওলানা পনের বৎসর বয়সে প্রথম কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় সর্ব নিম্ন শ্রেণীতে বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে ভর্তি হন। মাত্র ছয় মাস পড়ে

---

[৪৪]। কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ. ৪; রুহল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী পৃ. ৯; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১১; আল্লামা রুহল আমিন, পৃ. ৯-১০; ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রী., পৃ. ২৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষার সময়ে তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। অতপর মওলবী আবদুল ওয়াজেদ সাহেব তাঁকে কলকাতা শিয়ালদহ হতে বারাশাত পর্যন্ত ট্রেন যোগে এবং সেখান হতে ঘোড়ার গাড়ী যোগে বশির হাটে তাঁর আত্মীয় স্বজনের নিকট রেখে আসেন। আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহে তিনি উক্ত রোগ হতে মুক্তি লাভ করে কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ফিরে যান। মাদ্রাসার পরীক্ষা তখন শেষ হয়ে গিয়েছে কিন্তু তিনি ক্লাশের অতি মেধাবী ছাত্র ছিলেন বলে বিশেষ ব্যবস্থায় পৃথক ভাবে তাঁর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। তিনি মাত্র ছয় মাস অধ্যয়ন করে অসুস্থতার মাঝেও পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তার স্মৃতি শক্তি ছিল খুবই প্রখর যে জন্য মাত্র চৌদ্দ দিনে পাঞ্জেগাঞ্জ এর মত কিতাব সম্পূর্ণ কণ্ঠস্থ করে ফেলেছিলেন। তিনি কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার সর্ব নিম্ন শ্রেণী হতে সর্বোচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত প্রথম স্থান অধিকার করে পাশ করেন।[৪৫] তিনি জামাতে উলায় সমগ্র বাংলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে প্রতি মাসে তিন টাকা হতে আরম্ভ করে মাদ্রাসায় শেষ শ্রেণী পর্যন্ত মাসিক পনের টাকা করে বৃত্তি পেয়ে ছিলেন। তিনি পাঁচটি রৌপ্য নির্মিত মেডেলও পেয়েছিলেন। তৃতীয় শ্রেণী হতে আরম্ভ করে শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার পরীক্ষণীয় কোন একটি বিষয়ের একটি নম্বরও কাটা যায়নি। তার সময় পর্যন্ত দীর্ঘ পৌনে দুশ বৎসরের মধ্যে তার মত কৃতী সন্তান খুব কমই জন্ম গ্রহণ করেছে। তিনি ক্লাশ করে বাড়ী ফেরার পর সহপাঠী ছাত্রগণ তার নিকট হতে কিতাব বুঝিয়ে নিতেন। তিনি কিতাবের হাশিয়া (পাদটীকা)সহ পড়াতেন। পরীক্ষার সময় উত্তর পত্রেও পাদটীকা সহ বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে লিখতেন। আরবী ও ফার্সী ভাষায় এত সুদক্ষ ছিলেন যে, নিজের তৈরী আরবী ও ফার্সী অতি সংক্ষেপ নোটের সাহায্যে পরীক্ষায় অল্প সময়ে প্রশ্ন মালার উত্তর লিখতেন অথচ ফলাফলে সকলের শীর্ষে অবস্থান করতেন। তার সহপাঠী নোয়াখালী, সিলেট ও চট্টগ্রামের ছাত্র বন্ধুগণ যথেষ্ট প্রচেষ্টায় তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতেন। আর মাওলানা সন্ধ্যার পর দু'ঘন্টা ও শেষ রাত্রে দু'ঘন্টা অধ্যয়ন করে তাদের চেয়ে অনেক বেশী নম্বর পেতেন।

---

[৪৫] । কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ১৬; রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী পৃ. ২৩; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ২১; আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ২৮; সম্পা. স.ই.বি.প, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রী., পৃ. ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানার তত্ত্বাবধায়ক ও গৃহ শিক্ষক মওলবী আবদুল ওয়াজেদ তিন জামাত পর্যন্ত এমন সুন্দর ভাবে শিক্ষা দিয়ে ছিলেন যে, এর পর আর কোন বাইরের শিক্ষকের নিকট পড়ার আবশ্যক হয়নি। তিনি বশির হাটে থাকা অবস্থায় মুনশী গোলাম রহমানের নিকট বাংলা পড়তেন। একজন হিন্দু পন্ডিতের নিকট কিছু সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করে ছিলেন। তিনি জামাতে উলাতে শীর্ষ স্থান অধিকার করেছিলেন ও মেডেল লাভ করেছিলেন। অতঃপর তৎকালীন শিক্ষা পদ্ধতির আওতায় আরবী ক্লাশ শেষে ইংরেজী পড়া শুরু করেন। প্রত্যেক ইংরেজী ক্লাশে বৃত্তি পেতেন। তৎকালীন জামাতে উলা পাশ করে এ্যাংলো পারসিয়ান ডিপার্টমেন্টে সেকেন্ড ক্লাশ পড়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ফার্ষ্ট ক্লাশ অধ্যয়ন শুরু করেন। তাঁর অদম্য আকাংখা ছিল এম.এ পড়ার কিন্তু সাংসারিক অবস্থা তার উচ্চ শিক্ষার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ পিতার অনুরোধে মাত্র ১৩/১৪ বৎসর বয়সে ছাত্র জীবনে এক ঘনিষ্ট নিকট আত্মীয়ের ইয়াতীম কন্যাকে বিয়ে করেন। সংসার নির্বাহের জন্য তার অর্থের প্রয়োজন ছিল বিধায় আর ইংরেজী শিক্ষায় অগ্রসর হতে পারেননি। তিনি ইংরেজী শিক্ষায় বিরতী দেয়ার কারণে সাংসারিক দিক বিবেচনা করে তৎকালীন আলীয়া মাদ্রাসার হেড মওলবী তাকে মাদ্রাসার শিক্ষক হবার জন্য অনুরোধ জানান, কিন্তু তিনি চাকুরীকে দায়িত্ব মনে করে প্রস্তাব গ্রহণ করেননি।

ইলমে কিরাত শিক্ষা ঃ

মাওলানা রুহুল আমীন বশির হাটে থাকাকালীন সূফী আবদুশ শাফী সাহেবের নিকট মাখরাজ ও ইলমে কিরাতের নিয়ম শিক্ষা করেন।

অতপর কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন কালে একদিন মওলানা বিলায়েত[৮৬] হোসেন সাহেব বললেন "তোমরা কি একজন উপযুক্ত ক্বারীর

---

[৮৬] । মাওলানা বেলায়েত হোসেন উপমহাদেশের একজন স্বনামধন্য আলিম। তিনি অনন্য সাধারণ প্রতিভাধর ছাত্র, আদর্শ শিক্ষক, সুসাহিত্যিক, বাগ্মী, শরীয়তের বিশেষ পাবন্দ, স্পষ্টবাদী এবং মানব দরদী হিসেবে সুপরিচিত। জন্ম ১২৯৪ ব. / ১৮৮৭ খ্রী., পশ্চিম বাংলার বীরভুম জিলার শান্ত গ্রামে। পিতার নাম মিসবাহ উদ্দীন। প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় মাদ্রাসায় গ্রহণের পর ১৯০৯ খ্রী. মাদ্রাসার সর্বশেষ ডিগ্রী অর্জন করেন। বিভিন্ন মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। অতঃপর কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার হেড মৌলবী পদ হতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ে কিছুকাল অধ্যাপনা করেন। তাঁর বেশকিছু

Dhaka University Institutional Repository

নিকট কিরাত শিক্ষা করতে ইচ্ছে কর ?" মাওলানা সাহেব ও সহপাঠীগণ সকলেই ইচ্ছে প্রকাশ করায় নোয়াখালী জেলার দৌলতপুর নিবাসী কারী বশির উল্লাহ কিরাত শুনাতে আরম্ভ করেন। তার কুরআন পড়া শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যান। সকলে অনুরোধ জানান যে, আমরা আপনার নিকট কুরআন শিক্ষা করবো। অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি রাযী হলেন। অনেক ছাত্র তার নিকট কিরাত শিক্ষা করতে লাগলো। কারী বশির উল্লাহ কলকাতা তালতলার নবাব সাহেবের মসজিদে কিরাত শিক্ষা দিতেন। মাওলানা রুহুল আমীন তার নিকট কুরআন শরীফের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পুনঃ অধ্যয়ন করেন[৪৬]। এবং শরহে জাযরী কিতাব খানাও পড়ে নেন।[৪৭] মাওলানা এত বড় মাপের আলিম হয়েও একজন কারী সাহেবের নিকট কিরাত শিখতে সংকোচ বোধ করেননি।

মাওলানার এক বিশেষ ঘটনা ঃ

মাওলানা যখন বাংলা পড়েন তখন একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর শরীর শীতল হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় কবিরাজ তাকে বিষাক্ত ঔষধ সেবন করায়। এতে তাঁর স্মৃতি শক্তি লোপ পায়। যে কারণে তিনি স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধির জন্য দু'য়া করতেন। মাওলানা কুরআন শরীফ শিক্ষা কালে তিনটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেছিলেন।

প্রথম একদিন স্বপ্নযোগে যোদপুরের মসজিদে জুম'আ পড়তে গিয়ে শুনলেন যে, হযরত খিযির (আঃ) আগমন করেছেন। মাওলানা মসজিদের বাইরে তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেখেন হযরত খিযির (আঃ) এর দু'হাতে দুটি রুই মাছ। তিনি বললেন, বৎস তুমি এর একটি গ্রহণ কর। মাওলানা উহা গ্রহণ করতেই স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। সূফী আবদুশ শাফী সাহেবের নিকট এর তা'বীর জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বললেন "খোদা

প্রকাশনাও রয়েছে। এই প্রবীণ শিক্ষাবিদ ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৯১ ব./৯ ডিসেম্বর, ১৯৮৪ খ্রী. ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। (সম্পা. স.ই.বি.প., ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রী., পৃ. ৭৭-৭৯)।

৪৬। ডঃ মুহাম্মদ মুজীবর রহমান, বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রী. পৃ. ২৩৪; আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ২৫, রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ২৪; সম্পা. স.ই.বি.প., ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রী., পৃ. ১০২, কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ২২; রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৭৭।

Dhaka University Institutional Repository

তায়ালা তোমাকে জাহিরী ও বাতিনী উভয় এলমে পারদর্শী করবেন, তোমাকে হাফেজ করবেন"। মহান আল্লাহ তাকে হাফেজে হাদীস করেছিলেন। কত হাজার হাদীস মুখস্থ করেছিলেন তা নির্ণয় করা কঠিন। তিনি দু এক বার যে হাদীস দেখতেন তা চির স্বরণীয় হয়ে যেত। একটি বর্ণনায় আছে যে, ১৮ হাজারের বেশী হাদীস তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল।[৪৮]

২য় স্বপ্ন ঃ তিনি যেন মক্কা শরীফে উপস্থিত হয়ে যমযমের পানিতে অযু করে হাতীমে জামায়াতে এক রাকয়াতে শরীক হয়ে ছিলেন।

৩য় স্বপ্ন ঃ তিনি যেন মদীনা শরীফে উপস্থিত হয়ে হযরত রসুলুল্লাহ (সঃ) এর রওযা শরীফের মধ্যে প্রবেশ করে অতি আগ্রহের সহিত দরুদ শরীফ পড়ছেন। এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত অবগত হয়ে সূফী আবদুশ শাফী সাহেব বলেছিলেন "বাবা মক্কা শরীফে হজ্জ ও মদীনা শরীফের রওজা জেয়ারত নসীব হবে"।

এছাড়াও তিনি বাল্যকালে বহুবার স্বপ্নে দেখতেন যেন তিনি শূন্য মার্গে ভ্রমণ করছেন। সূফী সাহেব বলেছিলেন "বাবা তোমাকে আল্লাহ উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। তুমি বাতেনী কামালাত লাভ করবে। তোমার জন্য উর্ধ্বজগতে আত্মিক ভ্রমণ করা সম্ভব হবে"। তিনি অনেক সময় পরীক্ষা দিয়ে এর ফল কিরূপ হবে এজন্য চিন্তিত হয়ে পড়তেন। সেই রাত্রে স্বপ্ন যোগে মাদ্রাসার হেড মওলবী মাওলানা আহমদ সাহেবের কক্ষের বাইরের প্রাচীরে গায়ে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত দেখতে পান যে, তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

এরূপ ঘটনা তাঁর জীবনে বহুবার সংঘটিত হয়েছিল। এতেই তাঁর ছাত্র জীবনের চিত্ত শুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।[৪৯]

৪৮। আব্দুল খালেক, তাযকেরাতুল আউলিয়া, ঢাকা, ১৯৬৯ খ্রী., পৃ. ৪৭; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১৭; কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ. ১১; আল্লামা রুহল আমিন, পৃ. ১৪।

৪৯। কর্মবীর রুহল আমিন পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানার বাল্যকালের শিক্ষকগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

১। মুনশী দবির উদ্দিন সাহেব ঃ

মাওলানার প্রথম পাঠ্য জীবন তাঁর আব্বাজান মুনশী দবির উদ্দিন সাহেবের নিকটে শুরু হয়। তিনি একজন মৎস্য ব্যবসায়ী ছিলেন। অত্যন্ত পরহেযগার ব্যক্তি ছিলেন। শৈশবে মাওলানাকে ক্রোড়েই ইসলামী শিক্ষার বীজ বপন করেন। পুত্রকে দীনি শিক্ষা প্রদান করার জন্য পিতার বিশেষ আগ্রহ ছিল; কিন্তু মক্তব-মাদ্রাসার অভাবে মাওলানা শৈশবে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাননি।[৫০]

২। পীর হযরত মওলানা আবদুর রহমান সাহেব ঃ

মাওলানা কুরআন শিক্ষার প্রথম দু'আ ও ইজাযত পান সৈয়দ পুরের দেশ বরেণ্য প্রবীণ আলিম মওলানা আবদুর রহমান সাহেবের নিকট হতে। মওলানা আবদুর রহমান পীর ও মুরশিদ ছিলেন। তাঁর হাতে বহু লোক বায়'আত গ্রহণ করে মুরীদ হন। তিনি বশির হাট ও সাতক্ষীরার বহু স্থানে ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে হিদায়েতের কাজ করেন। তিনি কলকাতার গোলতালাব এলাকায় প্রতি শুক্রবারে ওয়াজ করতেন। তাঁর সুমিষ্ট ওয়াজ শ্রবণের জন্য বহু দূর দূরান্ত থেকে লোকজন সমবেত হতো। শির্ক ও বিদ'আত দূরীকরণের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। মওলানা ইলমে জাহিরীতে যেমন পারদর্শী ছিলেন, তেমনি ছিলেন ইলমে বাতিনী ও মা'রিফাতের অধিকারী। তিনি তর্ক শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত কুতুব খানা বেলিয়া ঘাটা চিংড়ি ঘাটায় আজও কালের সাক্ষী। উত্তর চব্বিশ পরগণার বাদুরিয়া এলাকায় হানাফী ও মোহাম্মদীদিগের বাহাছ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিনি প্রধান তার্কিক নিযুক্ত হন। এ বাহাছে মোহাম্মদীগণ পরাজিত হন। বাহাছের বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশিত

৫০। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১৫ ; সম্পা. স,ই,বি,প, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রী. পৃ.১০২।

Dhaka University Institutional Repository

হয়। তাঁর লিখিত দু'টি বই 'মাতলুবোল মোমেনিন' ও 'আইনায়ে আসেকিন ফি হাক্কে সাদেকীন' মুসলমান সমাজে সমাদৃত হয়। তিনি সংস্কৃত ভাষারও সুপন্ডিত ছিলেন। অনেক সময় ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মত বিনিময় করতেন। তিনি অল্প বয়সে পৃষ্ঠবর্ণ রোগে আক্রান্ত হন। তাঁর পীড়ার শেষ সময় ভক্ত মুরীদগণ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন হুযুর আপনার পরে আমাদের সমাজ ও অঞ্চলের অবস্থা কি হবে ? তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন "তোমরা নিরাশ হয়ো না, আমি খোদা পাকের নিকট দোয়া করছি খোদা যেন আমাদের খান্দানে যোগ্য আলিম কামেল মানুষ পয়দা করেন"। তিনি আরো বলেন "আমি দিব্য চোখে দেখছি আমাদের সমাজ উজ্জ্বলকারী আলিম এ পৃথিবীতে আগমন করেছেন। এ প্রেক্ষিতে মাওলানা রুহুল আমীনের ভাষ্য "আমি তাঁর নেক দোয়ার প্রথম ফল স্বরূপ"।[৫১]

এর কিছু দিন পর তার রোগ যন্ত্রণা এমন ভাবে বেড়ে যায় এবং এ রোগেই তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বেলিয়া ঘাটা খোদাগঞ্জ নামক স্থানে বসবাস করেন। তাঁর মাযার শরীফ খোদাগঞ্জ মসজিদের পার্শ্বেই বিদ্যমান।

তিনি দু'বিবাহ করেছিলেন। তাঁর পুত্র ও কন্যা সন্তানদের মধ্যে কেউ জীবিত নেই। তিনি অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে শোক সাগরে ভাসিয়ে খোদাগঞ্জে চির নিদ্রায় শায়িত।

৩। মৌলবী আবদুল খালেক সাহেব ঃ

মৌলবী আবদুল খালেক ভারতের উত্তর চব্বিশ পরগণার বশির হাটের মীর বংশীয় এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় পরহেযগার ও ধর্মভীরু ছিলেন। সৈয়দপুর মক্তবে শিক্ষকতা করেন। তাঁর সময়ে সৈয়দপুর মক্তবে বেশ কিছু সংখ্যক মেধাবী ছাত্র অধ্যয়ন করতো, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাওলানা রুহুল আমীন। মৌঃ

---

[৫১] । আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল খালেক সাহেব তাঁর প্রিয় ছাত্র রুহুল আমীনকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনিই মাওলানা রুহুল আমীনকে কুরআন শরীফ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ান। তিনি ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর প্রিয় ছাত্র রুহুল আমীনকে দেখার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু সেই সময়ে রুহুল আমীন সাহেব ছিলেন কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত।

মাওলানা রুহুল আমীন তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহোদয়কে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। তখন কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসার হেড মওলানা জনাব আহমদ সাহেব তাকে বুঝালেন যে, "তুমি বাড়ী চলে গেলে তোমার সরকারী বৃত্তি নষ্ট হতে পারে তাই এ মুহূর্তে তোমার বাড়ী যাওয়া ঠিক হবে না"।[৫২] এ কারণে মাওলানার পক্ষে তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহোদয়কে দেখা সম্ভব হলো না। মৌলবী আবদুল খালেক সাহেবের ইন্তেকালের পর তিনি বাড়ী আসেন এবং তাঁর কবর যিয়ারত করেন।

৪। জনাব সূফী আবদুশ শাফী সাহেব ঃ

জনাব সূফী আবদুশ শাফী সাহেবের পূর্ব পুরুষগণের মধ্য হতে অনেকে বঙ্গদেশে হেদায়েতের উদ্দেশ্যে দিল্লী হতে প্রেরিত হয়ে খুলনা জেলার তৎকালীন মহকুমা সাতক্ষীরা (বর্তমানে জেলা) এলাকার মউতলা গ্রামে আসেন এবং তথা হতে তাঁর নানার বংশধরগণ বশির হাটে এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণের মধ্যে একজন দিল্লীর বাদশাহ্‌র নিয়োজিত কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) ছিলেন। এ বিষয়ে তাম্রলিপিতে সনদ ও প্রমাণ পাওয়া যায়।[৫৩]

তিনি অতিশয় পরহেযগার ও উচু দরজার ওলী ছিলেন। তিনি বহুদিন মক্কা ও মদীনা শরীফে অবস্থান করেন। অত্যন্ত খুশু' খুযুর (বিনয় ও নম্রতা) সাথে নামায আদায় করতেন। নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায পড়তেন এবং সিজদায় গিয়ে অনবরত কাঁদাকাটি করতেন। একদা

৫২। আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ১৭-১৮।
৫৩। আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ১৯-২০; কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৭।

Dhaka University Institutional Repository

রমযানের ২৭ তারিখের রাত্রিতে সূফী সাহেব নামায আদায় করে কাঁদছিলেন, মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব তখন উঠে অযু করে সূফী সাহেবের সংগে 'ইলেমের জন্য দু'আ করেন।[৫৪] সূফী সাহেব ইল্‌মে জাহিরী এবং বাতিনীতে সমান পারদর্শী ছিলেন। সূফী সাহেবের সৎগুন ও অত্যন্ত পরহেযগারী দেখে বশির হাটের বিখ্যাত দানবীর গোপাল খাঁ তাঁর নির্মিত বশির হাট পশ্চিম পাড়া সদর রাস্তার ধারে তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে রুহুল আমীনকে শিক্ষার ব্যবস্থা করেদেন। তিনি কিরাতের মাখরাজ সহ শরীয়তের অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা দেন। এছাড়া তাঁর আরবী, ফার্সী, বাংলা ও ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন।[৫৫]

সূফী সাহেব মাওলানাকে অত্যন্ত আদর স্নেহ করতেন। একদা মাওলানা সুফী সাহেবকে বলেছিলেন আপনি কলেরা, ওলা উঠা ও অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দূর করার জন্য যে দোয়াখানি করেন তা অতীব আশ্চার্য ফলদায়ক। আপনার পানি পড়া যে গ্রামে উপস্থিত হয় তথা হতে পীড়া অতি সহজেই দূরীভূত হয়, আপনি উহা আমাকে শিখিয়ে দেন। তদুত্তরে সুফী সাহেব বললেন বাবা খোদা তোমাকে একাজের জন্য প্রেরন করেননি। আল্লাহর এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তোমাকে সৃষ্টি করেছেন । ইহা খোদা তা'আলা আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন। সূফী সাহেব প্রথম জীবনে পীর কেরামত আলী জৈনপুরীর নিকট মুরীদ হয়েছিলেন। তাঁর ইন্তেকালের পর মুর্শিদাবাদের শাহ ফতেহ আলী সাহেবের নিকট মুরীদ হওয়ার জন্য প্রবল আকাংখা পোষন করেন, কিন্তু কয়েকবার তাঁর দরবারে গিয়ে সাক্ষাত না পেয়ে বর্ধমানের হাফেজ মাওলানা এমদাদ আলীর নিকট মুরীদ হয়েছিলেন।

মাওলানা এমদাদ আলীর মৃত্যুর পর ফুরফুরার পীর জনাব মাওলানা আবুবকর সিদ্দিকী (র.) সাহেবের নিকট মুরীদ হয়েছিলেন। এক দিবসে তিনি বলেন "বাবা মাওলানা আমার সমস্ত শরীরে আল্লাহ নামের যিক্‌র জারী জরে দাও।" জনাব মাওলানা তাওয়াজ্জোহ দেয়া

---

৫৪ । কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ. ৭; আল্লামা রুহল আমিন, পৃ. ২০।
৫৫ । আল্লামা রুহল আমিন, পৃ. ১৯।

Dhaka University Institutional Repository

মাত্রই তাঁর সমস্ত লোমকূপ হতে আল্লাহ আল্লাহ যিকর জারী হয়ে গেল। এভাবে মাওলানাকে বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে ইলমে মা'রিফাতের দীক্ষা দেন। সূফী সাহেব ৯৫/৯৬ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাযার শরীফ বশির হাটে অবস্থিত।

৫। মৌলবী ওয়াজেদ আলী সাহেব ঃ

মৌলবী ওয়াজেদ আলী বাংলাদেশের সিলেট জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি চাকুরী সূত্রে বশির হাটে অবস্থান করেন। বশির হাট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। বশির হাট থাকাকালে ভাসিলা গ্রামের এক উচ্চ বংশীয়া মুসলিম পরিবারে বিবাহ করেন।[৫৬] তার এক পুত্র মাওলানা মোহাম্মদ আলী বশির হাট কোর্টের উকিল ছিলেন।

তিনি বশিরহাটেই ইন্তেকাল করেন। মাওলানা রুহুল আমীন বশির হাটে থাকা কালীন জনাব মৌলবী ওয়াজেদ আলী সাহেবের নিকট আরবী ও ফার্সী ভাষার অনেক কিতাব পাঠ করেছিলেন।

৬। জনাব মাষ্টার কিবরিয়া সাহেব ঃ

মাষ্টার গোলাম কিবরিয়া এক উচ্চ বংশীয় শিক্ষিত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তদানীন্তন 'মোসলেম হিতৈষী' পত্রিকার সম্পাদক জনাব মুনশী আবদুর রহমান সাহেবের মাতুল ছিলেন। তার শিক্ষাগত যোগ্যতায় তিনি টাকী নারায়ণ পুরের বিখ্যাত বিখ্যাত জমিদার পরিবারের আরবী, ফার্সী ও বাংলার শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর দু'পুত্র সন্তান জনাব জহুরুল হক ও আফজালুল হক। জহুরুল হক একজন ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তার সাহেব "হজ্জ যাত্রীদের পথের আলো" নামক একখানা পুস্তক রচনা করেছিলেন। মাওলানা রুহুল আমীন গোলাম কিবরিয়া সাহেবের নিকট হতে আরবী, ফার্সী ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজী বিষয়ে অনেক পুস্তক অধ্যয়ন করেছিলেন।[৫৭]

---

[৫৬]। আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ২৩।
[৫৭]। পূ.গ্র. পৃ. ২৪।

Dhaka University Institutional Repository

৭। কারী আলহাজ মাওলানা বশিরুল্লাহ সাহেব ঃ

কারী বশিরুল্লাহ বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ এলাকাধীন দৌলতপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি হজ্জ পালন করে কয়েক বৎসর মক্কা ও মদীনায় অবস্থান করেছিলেন। তিনি আরবের বিখ্যাত কারীগণের নিকট মাখরাজ গুলো আয়ত্ব করে কুরআন মজীদ শিখেছিলেন। কয়েক বৎসর পর দেশে ফিরে আসেন এবং কলকাতার তালতলা নবাব সাহেবের মসজিদে ইমামতির দায়িত্বে নিযুক্ত হন। এ সময়ে তিনি মসজিদে থেকে নিকটস্থ এলাকার ছাত্রদের বিশুদ্ধ কিরাতের তা'লীম দেন। মাওলানা রুহুল আমীন যখন মাদ্রাসা-ই-আলীয়ার ২য় শ্রেণীর ছাত্র, তখন মাদ্রাসার শিক্ষক জনাব বেলায়েত হোসেনের অনুরোধে কারী বশিরুল্লাহ ছাত্রদেরকে তাঁর সুমধুর কণ্ঠে কিরাত শুনিয়ে মুগ্ধ করেন। এরপর থেকে মাওলানা রুহুল আমীন এবং তাঁর সহপাঠীদেরকে কারী সাহেব এসে কিরাত শুনিয়ে যেতেন। পরে মাওলানা রুহুল আমীন তালতলায় এসে ব্যক্তিগত ভাবে কারী সাহেবের নিকট হতে কুরআন শরীফের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত যত্নসহকারে পড়েন।[৫৮] মাওলানা কারী সাহেবকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কারী সাহেবও তাকে স্নেহ করতেন।

৮। মওলানা আবদুল ওয়াহেদ সাহেব ঃ

মওলানা আবদুল ওয়াহেদ সাহেব বাংলাদেশের যশোর জেলার বালিদিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। চাকুরী সূত্রে কলকাতা এসে আলীয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। মাওলানা রুহুল আমীনকে নিয়ে সূফী আবদুশ শাফী সাহেব কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি করে মওলানা আবদুল ওয়াহেদ সাহেবের তত্ত্বাবধানে রেখে আসেন।[৫৯] তিনি মাওলানাকে ১ম, ২য়, ৩য় জামাতে প্রাইভেট পড়ান। মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলে তিনি মাওলানাকে

---

[৫৮] । আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ২৪-২৫; কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ২২-২৩।
[৫৯] । আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ২৬।

Dhaka University Institutional Repository

বশিরহাটে আত্মীয় স্বজনের নিকট রেখে যান। তিন বৎসরকাল অভিভাবক রূপে মাওলানাকে দেখাশুনা করেন। পরে তিনি দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে দেশে চলে আসেন এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন।

এছাড়া মাওলানা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্য একজন ব্রাহ্মণ পন্ডিতের নিকট যেতেন। তার অনেক নাম নাজানা শিক্ষক রয়েছেন যাদের পরিচয় সংরক্ষণ করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাওলানার জীবন যাপন পদ্ধতি ও রাজনীতি

মাওলানার বাল্য জীবনের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তিনি খেলাধুলা হৈচৈ পছন্দ করতেন না। পাড়ার সাধারণ ছেলেদের সংগে না মিশে সেই সময় টুকু পড়া লেখায় ব্যয় করতেন। যৌবন কালে পোষাক পরিচ্ছদ ও আরাম আয়েশকে পরিহার করে চলতেন। বিলাসিতা তার জীবনকে স্পর্শ করেনি। পৃথিবীর ভোগ বিলাস, সুখ-সম্পদের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে রসুলের (স.)খাঁটি অনুসারী হিসেবে ধর্ম প্রচার ও সমাজ সংস্কার মূলক কাজে অধিক সময় ব্যয় করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল ও অটল থেকে দীনের দা'ওয়াতী কাজে ব্যস্ত ছিলেন।[৬০] খাওয়া-দাওয়া পোষাক পরিচ্ছদে পরহেযগারী, কৃচ্ছতা ও সরলতা পছন্দ করতেন। মাহফিলের দাওয়াতনামা আসলে সামান্য কথায় উত্তর দিতেন। সংক্ষিপ্ত জবাব লিখতেন এভাবে ঃ "জনাব আপনার দাওয়াত স্বীকার করিলাম। আমি গোশত্ খাইনা। আলু ভাজা ও ডাল ভাতের ব্যবস্থা আমার জন্য করিবেন। মনে রাখিবেন আমি লংকার ঝাল ও সুদের মাল পরহেজ করিয়া থাকি[৬১]। ইতি- রুহুল আমীন।

মাওলানার আচার ব্যবহার ঃ

মাওলানা সদা সর্বদা সাধারণের সহিত ভাল ব্যবহার করতেন। কারও সংগে রাগ করে কথা বলতেন না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করলে হাসি মুখে উত্তর দিতেন। তাঁর সফর সংগী, মোমিন আলি মিয়ার ব্যবহারে যখন একটু রুষ্ট হতেন, তখন শুধু বলতেন 'নাদান' অজ্ঞ। খুলনা জেলার দেবহাটা থানার কামটা নিবাসী মওলবী হাজী মোহাম্মদ খায়রুল্লাহ ত্রিশ বছর মাওলানার সফর সংগী ছিলেন। চব্বিশ গরগণার বশিরহাট মহকুমার

৬০। রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১১১।
৬১। পূ.গ্র. পৃ. ১১২; কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ. ১০৯।

Dhaka University Institutional Repository

মোয়াজ্জেমপুরের হাজী মোহাম্মদ সুলতান প্রায় বিশ বছর সফর সংগী ছিলেন। খুলনা জেলার (সাতক্ষীরা) কলারোয়ার মওলানা মোয়েজজদ্দীন হামিদীসহ অনেকেই দীর্ঘ সময়ে তাঁর সাথে থেকে তাঁর অমায়িক ব্যবহারের কথা বলেছেন[৬২]

মাওলানার স্পষ্টবাদিতা ঃ

মাওলানা একদিকে সরল সহজ মিষ্টভাষী, অন্যদিকে শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ দেখলে স্থির থাকতে পারতেন না। কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে যখনই ইসলামের পবিত্র অংগে আঘাত এসেছে, তখনই তিনি সিংহ বিক্রমে তার প্রতিবাদ করেছেন।

ভারতীয় আইন সভায় যখন শরীয়ত বিরোধী তালাকের বিল পাশ হয়েছিল তখন ফুরফুরার পীর সাহেব ও মাওলানা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তিনি "বিবাহ বিচ্ছেদ বিল" নামক একখানা অতি প্রয়োজনীয় কিতাব লিখে তদানীন্তন সরকারের ভ্রান্তি মোচনে চেষ্টা করেন।[৬৩]

মাওলানা আকরম খাঁ 'সমস্যা ও সমাধান' পুস্তকে সংগীত ও জীব জন্তুর ছবি ছাপানো জায়েয বলে অভিমত প্রকাশ করেন, মাওলানা কুরআন হাদীস হতে অসংখ্য যুক্তি প্রমাণ দিয়ে উক্ত বিষয়ের অসত্যতা প্রমাণ করেন। মওলানা আকরম খাঁ পর্দা প্রথা তুলে দেয়ার পক্ষে, জীবন বীমা জায়েয ও মি'রাজ অস্বীকার করছিলেন, তখন সেই বিষয়ে মাওলানা লেখনী ধারণ করে তার মুলোৎপাটন করেন। মযহাব বিদ্বেষীগণ হানাফী মযহাবের বিরুদ্ধে অযথা দুর্নাম ছড়াচ্ছিল তখন তিনি লেখনীর মাধ্যমে হানাফী মযহাবের সত্যতা প্রমাণ করেন[৬৪]।

এমনিভাবে নেড়ার ফকির, আজানগাছি ও কাদিয়ানী প্রভৃতি যে কোন দল হতে ইসলামের প্রতি আঘাত আসতো সেই দিকেই মাওলানা প্রতিবাদ

৬২। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ১০৪-১০৫।
৬৩। পূ.গ্র. পৃ. ১০৬।
৬৪। পূ.গ্র., পৃ. ১০৭।

Dhaka University Institutional Repository

করতেন। কি রাজনীতি কি অর্থনীতি প্রত্যেকটি ব্যাপারে কুরআন হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ কারীদের কুরআন ও হাদীসের আলোকে প্রতিবাদ করতেন।

মাওলানার চাল চলন ঃ

মাওলানা মোয়েজজদ্দীন হামিদী (অন্যতম জীবনী লেখক) ১৩২৪ ব. (১৯১৭ খ্রীঃ) হতে মাওলানা রুহুল আমীনের সাহচর্যে থাকেন[৬৫]। তিনি বলেছেন যে, মাওলানা কখনও ট্রেনে ও ষ্টীমারে ১ম অথবা ২য় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেননি, সদা সর্বদা ৩য় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতে ভালবাসতেন।

উপমহাদেশের ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই মহান নেতা এত সাধারণ জীবন যাপন করতেন যে, প্রায় সময়ই ট্রেনে চাদর বিছায়ে কিতাব পত্র পড়তেন ও লিখতেন।[৬৬]

অদম্য জ্ঞান পিপাসা ঃ

মাওলানা কখনও শুধু বসে সময় কাটাতেন না। হয় পড়তেন না হয় লিখতেন। হজ্জে রওয়ানা হবার প্রাক্কালে তাঁকে দেখা গিয়েছে অনবরত হাদীস মুখস্ত করছেন।[৬৭]

মাওলানার গুরুভক্তি ঃ

মওলানা তাঁর জীবনের সকল শিক্ষকবৃন্দকে অতি শ্রদ্ধা করতেন। একদা নোয়াখালী জেলায় ওয়াজ করতে গেলে তিনি সভা মঞ্চে না দাঁড়িয়ে নীচে দাঁড়িয়ে ওয়াজ করার সিদ্ধান্ত নেন। লোকেরা প্রশ্ন করলে তার উত্তরে তিনি বলেন আমার শিক্ষক মাটিতে বসা আছেন, তাই আমার মঞ্চে ওয়াজ করা সম্ভব নয়। অতপর তার সেই কিরাত শিক্ষার উস্তাদ কারী বশির উল্লাহকে

---

[৬৫] । পূগ্র. পৃ. ১০৮।
[৬৬] । পূ. গ্র. পৃ. ১০৩।
[৬৭] । পূগ্র. পৃ. ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

মঞ্চে চেয়ার দেয়ার পর তিনি ওয়াজ শুরু করেন।[৬৮] এবং সভায় দেয়া হাদিয়া তোহফার সবকিছুই তাঁর শিক্ষককে দিয়ে দেন।[৬৯]

মাওলানার পীর ভক্তি ঃ

মাওলানা তাঁর পীর মুজাদ্দিদে যামানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। পীরজাদাগণকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। এবং লোকদের বলতেন আমাকে আপনারা যেভাবে নেন আপত্তি নেই কিন্তু পীরযাদাগণের জন্য পালকী না হয় ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা করবেন।[৭০]

একদা কলকাতা মানিক তলায় শাহ সূফী ফতেহ আলী (রঃ) এর ঈসালে সওয়াবের মাহফিলে মওলানা আবদুল হাই (রঃ) সাহেব ওয়াজ প্রসংগে বলেছিলেন যে, মুজাদ্দিদে যামান পীর সাহেব (রঃ) তার মুরীদগণকে আদেশ করেছিলেন "বাবা আমি আবু বাকার, আমি যার তা'জিম করি, তোমরাও তার তাজিম করো।[৭১] এমনি ভাব ছিল পীর মুরীদের মধ্যে। এই শ্রদ্ধার কারণেই মাওলানা তাঁর পীরের বিস্তারিত জীবনী রচনা করেছেন। তার রচিত জীবনী গ্রন্থের মত আর কোন জীবনী গ্রন্থ রচিত হয়নি।[৭২]

রাজনীতিতে মাওলানার অবদান ঃ

মাওলানা রুহুল আমীন ছিলেন স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারক ও বাহক। তিনি তাঁর মুরশিদ মওলানা আবু বকর সিদ্দিকীর (রঃ) পথ ধরে মুসলিম লীগের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেন।[৭৩] অবিভক্ত বাংলায় যখন মুসলিমলীগ ও কংগ্রেস দু'দলের মধ্যে নির্বাচনের প্রবল প্রতিযোগিতা তখন মুসলিমলীগ নেতাগণ দেখলেন যে, বাংলার পীর আলিমগণকে দলে ভিড়াতে না পারলে নির্বাচনে জয় লাভ সম্ভব নয়। সে কারণে মুসলিম

---

[৬৮] । পূ.গ্র. পৃ. ১১০।
[৬৯] । পূ.গ্র, পৃ. ১১২।
[৭০] । পূ.গ্র. পৃ. ১১৪।
[৭১] । পূ.গ্র. পৃ. ১১১-১১২।
[৭২] । মাওলানা রুহুল আমীন কর্তৃক লিখিত জীবনী বই খানা হুবহু প্রকাশ করেছে বর্তমান ফুরফুরার গদ্দীনশীন পীর পরিচালিত দারুস সালাম এর ইশা'আতে ইসলাম সংস্থা।
[৭৩] । ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রী., পৃ.৩০৬।

Dhaka University Institutional Repository

লীগের বড় বড় নেতার মধ্যে জনাব এ,কে, ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও নাজিমুদ্দিন প্রমুখ ফুরফুরা শরীফের ঈসালে সওয়াব মাহফিলে উপস্থিত হয়ে ফুরফুরার পীরযাদাগণ ও মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের সংগে মত বিনিময় করে মুসলিম লীগকে সমর্থনের কথা বলেন।[৭৪]

পীরযাদাগণ ও মাওলানা রুহুল আমীন বললেন, আপনারা ওয়াদা করুন,যদি ক্ষমতা পান তাহলে এদেশে কুরআনের আইন চালু করবেন। তখন মুসলিম লীগ নেতাগণ ওয়াদা করলেন যে, আমরা নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারলে আইন করে সুদ, ঘুষ, মদ, যেনা, জুয়া বন্ধ করে দেব এবং কুরআনের আইন চালু করবো।[৭৫]

সেই ওয়াদা মুতাবিক ফুরফুরার ঈসালে সওয়াব মাহফিলে অবিভক্ত বাংলার কয়েক লক্ষ মুসলিম জনসাধারণ ও প্রায় পঞ্চাশ হাজার আলিমের উপস্থিতিতে ফুরফুরার হুযুরদের আদেশে মাওলানা রুহুল আমীন ও অন্যান্য আলিমগণ মুসলিম লীগের পক্ষে সমর্থন দেন ও মুসলিম লীগে যোগদান করলেন। পরবর্তী নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয়লাভ করার এটি একটি বড় কারণ।[৭৬]

জনসাধারণের মধ্যে বিশেষত আলিম সমাজে মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় করে তোলার ক্ষেত্রে আলিমদের মধ্যে মাওলানা আকরম খাঁর পর মওলানা রুহুল আমীন এর অবদানই সর্বাধিক বলে মনে হয়।[৭৭] মাওলানা ১৯৩৬ খ্রী. থেকে বক্তৃতা, ওয়াজ, সাংবাদিকতা ও লেখনীর মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগকে জনপ্রিয় করার প্রয়াস পান। মওলানা আকরম খাঁ যেমন তাঁর মোহাম্মদী ও দৈনিক আজাদ এর মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগের নীতি, পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি সক্রিয় সমর্থন দিয়েছিলেন, তেমনি মাওলানা

---

[৭৪] । রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১০২-১০৩।
[৭৫] । পূ.গ্র. পৃ. ১০৩।
[৭৬] । পূ.গ্র. পৃ. ১০৩।
[৭৭] । ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রী., পৃ.৩০৬।

Dhaka University Institutional Repository

রুহুল আমীনও তাঁর 'ছুন্নত অল জামায়াত' ও 'মোছলেম' পত্রিকায় ঐ রাজনৈতিক দলের পলিসি ও কার্যাবলীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন।[৭৮]

'ছুন্নত অল জামায়াত' প্রধানত ধর্মীয় পত্রিকা হলেও মাওলানা এর বিভিন্ন সম্পাদকীয় প্রবন্ধে সমকালীন রাজনীতি এবং মুসলিম লীগের সভা সমিতি ও কার্যাবলীর উপর আলোকপাত করার নীতি গ্রহণ করেন। অখন্ড জাতীয়তাবাদী জমিয়াত-এ-ওলামা-এ হিন্দ কংগ্রেস ও হিন্দু মহা সভার দিক থেকে মুসলিম লীগের প্রতি যে সব অভিযোগ উত্থাপন করা হতো মাওলানা এই পত্রিকায় সে সবের অসারতা ও অযৌক্তিতা প্রমাণের প্রয়াস পান। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আলিমদের 'হিন্দু মওলানা' বলে আখ্যায়িত করেন। মুসলিম লীগ ও কৃষক প্রজাপার্টির সহযোগে ১৯৩৭ খ্রী. বাংলায় যে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, তার প্রতি উক্ত পত্রিকাটি 'আমাদের মন্ত্রীসভা' ও 'মোসলেম রাজ' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে।[৭৯]

মুসলিম লীগের সম্প্রসারণ ও বিস্তৃতি কামনা করে মাওলানা বাংলায় লীগ গঠন শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে বলেন, "বাংলার পল্লীতে লীগ সংগঠন না করা পর্যন্ত বাংলার মুসলমান সমাজের মর্যাদা ও সম্মান যে রক্ষিত হইবে না সে কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি....। বাংলার মোসলমানকে আর ঘুমাইয়া থাকিলে চলিবেনা পল্লীতে পল্লীতে লীগ পতাকা উড্ডীন করিয়া সংহতি শক্তি ও মান ইজ্জত কায়েম করিতে হইবে"।[৮০]

অন্যত্র মাওলানা মুসলিম লীগের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, ১৯৪১ খ্রী. 'লীগের রজ্জুকে মজবুত করিয়া ধর' শীর্ষক আলোচনায় বলেন "বাংলার মোসলমানের এখন বাচিবার একমাত্র উপায় মুসলিমলীগ। তাহাদিগকে এই লীগের রজ্জু মজবুত করিয়া ধরিতে হইবে। প্রকৃত ঈমানদার মেসলমানের কাছে শয়তানের সংখ্যা গরিষ্ঠের কোনই মূল্য নাই। সুতরাং বাংলার মোসলমানের এখন শ্রেষ্ঠ কর্তব্য সর্ব প্রকার দলাদলি বিবাদ,

---

[৭৮] । পূ.গ্র. পৃ. ৩০৭।
[৭৯] । পূ.গ্র. পৃ. ৩০৭।
[৮০] । পূ.গ্র. পৃ. ৩০৮।

Dhaka University Institutional Repository

বিসম্বাদ ভুলিয়া লীগের পতাকা তলে সমবেত হইয়া লীগকে আরও শক্তিশালী করা" ।[৮১]

মাওলানা দুই দফা বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এক দফা ১৯৩৯ খ্রী. দ্বিতীয় দফা ১৯৪৩ খ্রী. ।[৮২]

মুসলিম লীগ নেতাগণ যে ওয়াদা দিয়ে বাংলার আলিমদের সমর্থন আদায় করেছিলেন পরবর্তীতে তা রক্ষা করতে পারলেননা। দেশে পুনরায় ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের বিস্তৃতি ঘটলো। মুসলিম লীগের এহেন কার্য কলাপ দেখে ১৯৪৩ খ্রী. ফুরফুরার ঈসালে সওয়াবে উপস্থিত বাংলার আলিমগণ ও ফুরফুরার পীরযাদাগণ লিখিত ও মৌখিক ভাবে মুসলিম লীগ হতে পদত্যাগ করেন।[৮৩]

এর কিছুদিন পর লীগ নেতাগণ ফুরফুরার পীরযাদাগণের সংগে আলাপ করে তাদের সমর্থন আদায় করেন। এক্ষেত্রে পীরযাদাগণ মাওলানার সংগে কোন পরামর্শ না করেই তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। সর্বসম্মতিক্রমে লীগ বয়কট করার পর কোন পরামর্শ ছাড়াই আবার সমর্থন দানের কারণে মাওলানার সংগে ফুরফুরা হুযুরদের রাজনৈতিক ব্যাপারে সাময়িক মত পার্থক্য দেখা যায়। পরবর্তীতে অবশ্য ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটে।[৮৪]

মাওলানার হজ্জ পালন ঃ

মাওলানার পীর আবু বকর সিদ্দিকী (র.) সাহেব ১৩১০ (ব.)[৮৫] মুতাবিক ১৯০৩ খ্রী. প্রথম বার হজ্জ পালন করেন। এরপর তিনি পুনরায় ১৩৩০ (ব.)[৮৬] মুতাবিক ১৯২৩ খ্রীঃ হজ্জ পালনের ইচ্ছা পোষন করেন এবং

---

[৮১] । পূ.গ্র. পৃ. ৩০৮ ।
[৮২] । পূ.গ্র. পৃ. ৩০৯ ।
[৮৩] । রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১০৩ ।
[৮৪] । পূ.গ্র. পৃ. ১০৪ ।
[৮৫] । আল্লামা রুহল আমিন, পৃ. ১৮৫ ।
[৮৬] । পূ.গ্র. পৃ. ১৮৫; রুহল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১০৩; কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ.৭০, রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য পৃ.৮৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

'মোসলেম হিতৈষী'[৮৭] পত্রিকায় সংবাদ প্রচার করেন। উক্ত সংবাদের প্রেক্ষিতে বাংলা আসামের বহু ভক্ত মুরীদগণ হজ্জে পীর সাহেবের সফর সংগী হবার আকুল আকাংখা প্রকাশ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন পীর সাহেবের বড় সাহেবযাদা মাওলানা আব্দুল হাই সিদ্দিকী, মাওলানা রুহুল আমীন, নোয়াখালীর মওলানা হাতেম আলী, হাজী আব্দুল মতিন ও হাজী আব্দুল মঈন প্রমুখ। এ সময়ে কোন কোন হাজী মাত্র দশ বার আনা পয়সা নিয়ে হজ্জ করতে এসেছিলেন। পীর সাহেব তাদের যাবতীয় সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন।[৮৮]

পীর সাহেব সকলের অনুরোধ রক্ষা করে ১৩৩০ (ব.) ১৫ চৈত্র (১৯২৩ খ্রী.) মংগলবার দুপুর ১২.১৬ মিঃ কলকাতা হাওড়া রেল ষ্টেশন হতে প্রায় ৮৩২ জন হাজী নিয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।[৮৯] ১৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার ১টায় সদলবলে বোমবাই শহরে পৌছে যান। সেখানে বোমবাই এর সুরতী মুসলমানগণ বাংলার পীর ও তাঁর সফর সংগীগণকে বিপুল অভ্যর্থনা ও সমাদর করে। তথায় থাকার ব্যবস্থা করেন। একটি দ্বিতল বাড়ীতে সকল হাজীগণের জায়গার সংকুলান না হওয়ায় মাওলানা রুহুল আমীন আরও কতিপয় মুরীদসহ অন্য একটি বাড়ীতে অবস্থান করেন। সমুদ্র জাহাজ না পাওয়ার কারণে তাদেরকে প্রায় একমাস বোমবাইতে অবস্থান করতে হয়।[৯০]

বোমবাইতে অবস্থান কালে তথাকার বড় মসজিদে পীর সাহেব ও মাওলানা জুম'আর নামায পড়তে যান। নামাযান্তে পীর সাহেব ঘোষণা করেন যে, ওয়াজ হবে। যথারীতি ওয়াজের ব্যবস্থা করা হলো। মাওলানা অনর্গল আরবী ভাষায় হাদীস বর্ণনা করে উর্দু ভাষায় অনুবাদ বুঝায়েদিচ্ছিলেন। শ্রোতাগণ মনমুগ্ধকর ওয়াজ শুনে অত্যন্ত খুশী হলেন। মসজিদের ইমাম

৮৭। মোসলেম হিতৈষীঃ সাপ্তাহিক পত্রিকা। ১৯১১ খ্রীঃ কলকাতা থেকে প্রকাশিত। সম্ভবতঃ ১৯১১ খ্রীঃ পর্যন্ত চালু ছিল। পৃষ্ঠপোষক ফুরফুরার পীর মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী সাহেব। মোসলেম হিতৈষী সরকার সমর্থক পত্রিকা। সম্পাদক শেখ আব্দুর রহীম। (মুস্তফা নূরউল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রী. পৃ.৪৩৪)।

৮৮। আল্লামা রুহল আমিন, পৃ. ১৮৫।

৮৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৫; কর্ম বীর রুহল আমিন, পৃ.৭১; রুহল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ.১০৪; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ৮৫।

৯০। আল্লামা রুহল আমিন, পৃ. ১৮৬; রুহল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১০৬।

Dhaka University Institutional Repository

সাহেব শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বললেন - "মিয়ারা তোমরা কুরআনের হাফিজ দেখেছ, কিন্তু হাদীসের হাফিজ দেখনি, এই দেখ ইনি হাদীসের হাফিজ"।[৯১]

শহরের বিভিন্ন মসজিদে ওয়াজের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান এলাকাবাসী কিন্তু জাহাজ ছাড়ার সময় হয়ে গেল তাই তিনি সময় দিতে পারলেন না। ১৩৩০ (ব.) ৯ই আষাঢ় রোববার বিকেল ৫.১৬ মিঃ 'আরবস্তান' নামক জাহাজে পীর সাহেব মুরীদগণসহ রওয়ানা হলেন। জাহাজটি জেদ্দা বন্দরে ২৫শে আষাঢ় মংগলবার ২.১৫ মিঃ পৌছিলে মাওলানা তার পীর সাহেবের সংগে মা হাওয়ার (আঃ) ৩২০ হাত লম্বা কবরের নিকট এসে যিয়ারত লাভ করেন।[৯২]

৩০শে আষাঢ় রোববার সকালে মাওলানা তাঁর পীর সাহেব সহ মক্কা শরীফে উপস্থিত হন। জাহাজে থাকা কালে ইয়ালামলাম পর্বতের নিকটে উপস্থিত হয়ে সকলেই ওমরা, হজ্জ ও বদলা হজ্জের যাবতীয় নিয়ত করে নিয়েছিলেন। অতপর পীর সাহেবের সংগে মাওলানা সমস্ত মুরীদগণকে নিয়ে মক্কা শরীফে হজ্জের যাবতীয় আহকাম পালন করে হজ্জ মুবারক সম্পাদন করেন।[৯৩]

৯১। আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ১৮৬; রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১০৬; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ৮৬; কর্ম বীর রুহুল আমিন, পৃ. ৭৩।

৯২। আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ১৮৭; কর্ম বীর রুহুল আমিন, পৃ.৭৮; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ.৯০।

৯৩। আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ১৮৮; রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১১২।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

তরীকত অন্বেষণ ও মুরশিদের সান্নিধ্য

কুরআন হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রের বাহ্যিক ইলেমে অগাধ জ্ঞান সঞ্চয় করার পর আধ্যাত্মিক জ্ঞান আহরণের অদম্য পীপাসা মাওলানার মনে জাগ্রত হলো। তাই তিনি সর্ব প্রথম ফুরফুরা শরীফের জনাব হযরত মওলানা গোলাম সালমানী[১৪] সাহেবের নিকট মুরীদ হন। তাঁর মৃত্যুর পর ফুরফুরা শরীফের আওলিয়া কুলশ্রেষ্ঠ, হাদিয়ে যামান মুহিয়ে সুন্নাহ জনাব হযরত মওলানা শাহ সূফী মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এর নিকট বায়আত গ্রহণ করেন। মাওলানার পীর সাহেবদ্বয় মুর্শিদাবাদের হযরত শাহ সূফী ফতেহ আলী (র.)[১৫] এর খলীফা ছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এর নিকট হতে তিনি অধিক ফায়য লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। ১৩২৩ ব. ৮ই চৈত্র, ১৯১৬ খ্রী. তারিখে মওলানা গোলাম সালমানী (র.) এর ঈসালে সওয়াবের মাহফিলে মাওলানা রুহুল আমীন ওয়াজ

১৪। মাওলানা গোলাম সালমানী ৫ শাউয়াল, ১২৭০হি. / ১৭ আষাঢ়, ১২৫১ (ব.)/ ১ জুলাই, ১৮৫১ খ্রী. হুগলী জেলার ফুরফুরায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা গোলাম রব্বানী। তাঁর পিতা আরবী ও ফার্সী ভাষার প্রখ্যাত আলিম ছিলেন। গোলাম সালমানী সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসীর একজন প্রখ্যাত খলীফা ছিলেন। ছোট বেলা হতেই তিনি খুব মেধাবী ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা ফুরফুরা ও হুগলীতে সমাপ্ত করেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি সেখান থেকে তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, আকাইদ, উসূলে ফিক্‌হ, মান্তিক হিকমত এবং বিশেষ ভাবে আরবী ফার্সী ও ইসলামের ইতিহাসে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে হুগলী মুহসিনিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। পরবর্তীতে মাদ্রাস-ই- আলীয়া, কলকাতার শিক্ষক হন। শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯১০ খ্রী. সরকার তাকে শামসুল উলামা উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ১৭ আষাঢ়, ১৩১৯ (ব.)/ ১৫ রজব, ১৩৩০ (হি.) মুতাবিক ১ জুলাই, ১৯১২ খ্রী. সোমবার হুগলী শহরে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মাযার ফুরফুরা শরীফে অবস্থিত। (মুহাম্মদ মুতিউর রহমান, আইনায়ে ওয়াইসী, পাটনা, ১৯৭৬ খ্রী. পৃ. ২৮৯-২৯১)

১৫। সূফী ফতেহ আলী চট্টগ্রামের আমীরা বাজার নামক স্থানে ১২৪৩ হি./১২৩২ ব. জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা ওয়ারেছ আলী। তিনি ১৮৩১ খ্রী. মে মাসে মুজাহিদে আ'জম হযরত মুজাদ্দিদ সৈয়দ আহমদ বেলরবী (র.) এর সংগে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বালাকোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে শহীদ হন। সূফী ফতেহ আলী মাত্র ১৩ বছর বয়সে মায়ের সংগে হজ্জে গমন করেন। পথিমধ্যে মা ইন্তেকাল করেন। অজানার পথে চলতে চলতে ফরফুরা শরীফে যান এবং সেখানেই পড়া লেখা করেন। পরিণত বয়সে ইলমে জাহিরী ও বাতিনীতে পারদর্শী হন। আরবী ও ফার্সী ভাষায় অসাধারণ পান্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি ৮ রবিউল আউয়াল, ১৩০৪ হি., ৬ ডিসেম্বর ১৮৮৬ খ্রী., ২০ অগ্রহায়ণ ১২৯৩ ব., ৬১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ৭৯-৮০)

Dhaka University Institutional Repository

করতেছিলেন এমন সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) পীর সাহেব বললেন "আমার খান্দানে ইল্‌মে লাদুন্নীর ফায়য আছে, আমি উহা মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবকে দিয়েছি"।[১৬] হযরত পীর সাহেব কেবলার নিকট পূর্ণ চার তরীকার কামালিয়াত লাভ করে তাঁরই নির্দেশে তিনি ইসলামের খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন।

তাঁর কুরআন হাদীস সম্বলিত সুগভীর জ্ঞান গর্ভ বক্তৃতা শ্রবণ করে জনগণ মুগ্ধ হতেন। এ উপমহাদেশে তাঁর মত কুরআন হাদীস তত্ত্ববিদ পন্ডিত আলিম অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করেছেন। এজন্যই ফুরফুরার পীর সাহেব তাঁকে "ইমাম ও আল্লামায়ে বাঙ্গালা"[১৭] মহাসম্মানীয় উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। একদা মাওলানা সাহেব তাঁর পীরের দরবারে চাকুরীর প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হলে হযরত পীর সাহেব বললেন "বাবা উপযুক্ত আলেমগণ ওয়ায়েজ না হওয়ায় অল্প শিক্ষিত লোকেরা উপদেষ্টা সেজে দেশ ও সমাজের আংশিক কল্যাণ সাধন করছেন বটে কিন্তু বহু সময় তাঁরা জাল হাদীসকে হযরতের হাদীস বলে প্রকাশ করে কখনও বা বিপরীত ফৎওয়া দিয়ে কখন আজগুবী অমূলক গল্প বর্ণনা করে কেহ বা রাগ রাগিনী সহকারে মসনবী ও গজল পাঠ করে, কেহ বা কাউয়ালী গেয়ে ওয়াজের মাহফিল সরগরম করে দেশে, সমাজে মহা অনর্থের সৃষ্টি করে তুলছে। বাবা! তুমি চাকুরীর আশা পরিত্যাগ করে দেশ ও সমাজ সেবায় আত্ম নিয়োগ কর"।[১৮] মাওলানা রুহুল আমীন ছিলেন ফুরফুরার হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলীফা। আলা হযরতের হাতে বয়আত গ্রহণ করে হাজার হাজার মানুষ ধন্য হয়েছেন। মুহাদ্দিস, মুফতী ও বিজ্ঞপন্ডিত আলিমগণও তাঁর দরবারে আধ্যাত্মিক সবকের জন্য হাজির হতেন। আলা হযরত নিজেই মাওলানাকে নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, কাদিরিয়া ও চিশতীয়া চার তরীকার শিক্ষা দিয়ে নিজের খলীফা মনোনীত করে বলেন[১৯] "বাবা, অনেক সময় দেখা যায় যে, পীর ইন্তেকালের পর তাঁর মুরীদগণ অনেক রকম নকল মিশ্রিত করে আসল জিনিষ নষ্ট করে

---

[১৬] । কর্ম বীর রুহুল আমিন, পৃ. ২৬।
[১৭] । পৃ. গ্র. পৃ. ২৭।
[১৮] । পৃ. গ্র. পৃ. ২৭।
[১৯] । পৃ.গ্র. পৃ. ২৯; রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

ফেলে, কেউ নিয়মের অতিরিক্ত উচ্চ শব্দে যেকের, নর্তন কুর্দ্দন, হাতে তালি দেয়ার রীতি গ্রহণ করে কেউ সংগীত, বাদ্য, কাওয়ালী গেয়ে থাকে, কেউ বেগানা স্ত্রীলোকদের হাতে ধরে মুরিদ করে এবং তার খেদমত লয়, কেউবা জাহেরী দোয়া অজিফাকে তরিকত বুঝে সারা জীবন এর জন্য সাধনা করে থাকে। কেহ মৌখিক যেকের দ্বারা কিছু আনন্দ অনুভব করে শরিয়তের আহকাম ও সুন্নত ও আদব ত্যাগ করে থাকে, কেউবা লেবাছ পোষাক চাল চলনে পরিবর্তন করে শরিয়তের বিপরীত করে থাকে, অনেকে ফকিরী দাবী করে, হারাম ও সন্দেহযুক্ত বিষয় ত্যাগ করেনা, আবার একদল লোক সুদখোর ও হারাম উপার্জনকারীর বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া শরিয়ত ও তরিকতের পরিপন্থী মনে করেনা। আবার কেহ শরীয়ত ও তরিকতকে অমূলক মনে করে থাকে। কাজেই তুমি এমন একটি বই রচনা করো যাতে তরিকত পরিপূর্ণ ভাবে বুঝা যায় এবং সমস্ত আহকাম নিয়ম কানুন আকায়িদের সবিস্তারে বর্ণনা থাকে। মাওলানা রুহুল আমীন তাঁর মুরশি দের শিক্ষা অনুযায়ী 'তরীকত দর্পন বা তাছাওয়ফ তত্ত্ব' নামে একখানা মূল্যবান কিতাব রচনা করে 'মালফুজাতে ছিদ্দিকীয়া' নামে অভিহিত করেন।[১০০] এ বইখানা নিয়ে নিজ মুরশিদের নিকট ছাপার অনুমতি চেয়ে নেন। বইখানা তরীকত জগতে খুবই উপাদেয়।

হযরত মাওলানা তরীকত অম্বেষণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় মনে করেন। কারণ হযরত ইমাম মালিক (রঃ) বর্ণনা করেন।

من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছে কিন্তু ইলমে তাসওউফ শিক্ষা করে নাই সে যেন কবীরা গুনাহ করল। আর যে ব্যক্তি ফিক্হ শাস্ত্র অধ্যয়ন না করে শুধু তাসাওউফ শিক্ষা করল সে ব্যক্তি কুফুরী করল।"

একজন কবিও এ বিষয়ে কবিতায় বর্ণনা করেছেন ঃ

علم با طن همچون مسکه علم ظاهر همچون شیر –
کئی بودبے شیر مسکه کئی بودبے شیر پیر

[১০০] । কর্ম বীর রুহল আমিন, পৃ. ৩০; রুহল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক জ্ঞান মাখন সদৃশ ও জাহিরী জ্ঞান দুধ সমতুল্য। দুধ ব্যতীত যেমন মাখন তৈরী করা যায় না, তেমনি কামিল পীরের সংসর্গ লাভ ব্যতীত মানুষ কখনও পূর্ণতায় পৌছতে পারে না।[১০১]

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে নফ্স নামক একটি জিনিস আছে যা প্রত্যেক মানুষকে পাপের পথে পরিচালিত করে,এটা তার স্বভাব।

কুরআনের বাণী ঃ ان النفس لا مارة بالسوء

অর্থাৎ মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম প্রবণ (১২ঃ৫৩)।

কুরআন অন্যত্র বলেছে ঃ فالهمها فجورها وتقوى ها –

অর্থাৎ অতঃপর (আল্লাহ) তাকে তার অসৎকর্ম ও তার সৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন (৯১ঃ৮)।

যেরূপ কয়লার স্বভাব মলিনত্ব, সে রূপ কুচিন্তা উদয় করা, অসৎ পথে পরিচালিত করা, নফ্সের চিরাচরিত রীতি। অঙ্গারের মলিনত্ব যেরূপ অগ্নি দ্বারা দূরীভূত হয়, সেরূপ কামিল পীরের সঙ্গলাভে নফ্সের স্বভাব পরিমার্জিত হয়। মওলানা রুমী নফ্সের অস্তিত্ব ও স্থায়িত্ব সম্মন্ধে বলেন, সমস্ত দেহ-প্রতিমার মাথা তোমার নফ্স। বাহ্য প্রতিমা ছোট সর্প ও তোমার নফ্স বৃহৎ অজগর।[১০২] মানব দেহে যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ,হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি স্বভাবগুলোর সমাবেশ রয়েছে তা নফসেরই প্রক্রিয়া। এর কারণেই চোখ হারামের প্রতি দৃষ্টি করে ও অন্তর কলুষ চিন্তা করে মহা গুনাহের সঞ্চয় করে থাকে। চোখের গুনাহ দ্বারাও মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে।

কুরআনের বাণী ঃ يعلم خا ئنة الا عين و ما تخفى الصدور

"তিনি চোখগুলোর বিশ্বাস ঘাতকতা ও অন্তর সমুহ যা গোপন করে, তা অবগত আছেন" (৪০ ঃ ১৯)। নফ্স মানুষের মধ্যে রিয়া আত্ম গরিমা সৃষ্টি করে সমস্ত জীবনের ইবাদত নষ্ট করে দেয়। এ নফস পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা

---

[১০১] । কর্ম বীর রুহুল আমিন, পৃ. ২৪; আল্লামা রুহুল আমিন,পৃ. ৩৫।
[১০২] । পৃ. গ্র. পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। আর পরিশুদ্ধির জন্য দরকার কামিল মুকাম্মিল পীরের শুভ দৃষ্টি। মাওলানা রুহুল আমীন নিজ পীরের আদব সম্মান করতে অতিশয় আগ্রহী ছিলেন। তিনি যেমন তাঁর পীরকে চরম ভক্তি করতেন, তাঁর পীরও তেমনি তাকে অতি স্নেহের চোখে দেখতেন।[১০৩]

সর্বশ্রেষ্ঠ নবী রাসুল হয়েও হযরত মুহাম্মদ (স.) সাহাবায়ে কেরামের সংগে অনেক ব্যাপারে পরামর্শ করতেন। হযরত ইমাম আবু হানীফা (র.)[১০৪] তাঁর শিক্ষকদের সংগে মত বিনিময় করতেন। তাঁদেরই শিক্ষা অনুযায়ী মাওলানা কোন জটিল মাসআলার সমাধানের জন্য পীরের নিকট যেতেন। আবার তাঁর পীরও কোন মাসআলায় মুরীদ মাওলানার কাছে মতামত নিতেন। প্রকৃত খোদা ভীরু ও শরীয়ত পন্থীদের এমনি আচরণ ছিল।

মওলানা শাহ আবদুল আযীয (র.)[১০৫] এর ভাষায় "যেরুপ মৃত জীবিতদের হাতে সমর্থিত হয়ে থাকে, খাটি মুরীদ সেরূপ পীরের ইচ্ছার অনুগত হয়ে থাকে"।[১০৬]

মওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র.)[১০৭] এর ভাষায় "মুরীদের অন্তরে পীরের এরুপ মহব্বত ও ভক্তি থাকা আবশ্যক যেন তিনি তাঁর চোখের পুতলী স্বরূপ হন"।

১০৩। পূ. গ্র. পৃ. ৩৩।

১০৪। আবূ হানীফা (র.) এর প্রকৃত নাম নুমান। তিনি ৮১ হি. ৭০০খ্রী. কুফায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইরাকের নেতৃস্থানীয় ফকীহ ছিলেন। তাঁর নামানুসারে হানাফী মযহাবের নামকরন হয়েছে। তিনি সমগ্র জীবন ফিক্‌হ চর্চায় অতিবাহিত করেন। তার মজলিসে বিপুল সংখ্যক শ্রোতার সমাগম হতো। তিনি কাপড়ের ব্যবসায় করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। খলীফা মনসুর তাঁকে কাযীর পদ প্রদানের প্রস্তাব করলে, তিনি দৃঢ়তার সাথে তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ অস্বীকৃতির দরুন তাঁকে দৈহিক শাস্তি ও কারা ভোগ করতে হয়। ইসলামী আকাইদের উপরও আবূ হানীফা (র.) যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ১৫০ হি. / ৭৬৭ খ্রী. কারাগারে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। (সম্পা.স. ই.বি. ১ম খন্ড. ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রী. পৃ. ৫৫-৫৬।)

১০৫। শাহ আবদুল আযীয (র.), জন্ম- ২৫ শে রমযান, ১১৫৭ হি./ ১১ অক্টোবর, ১৭৪৬ খ্রী.। বাল্যকালেই কুরআন মজীদ হিফজ করেন। এগার বছর বয়সে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু করেন। অল্প দিনেই আরবী ভাষায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ষোল বছর বয়সে তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, ইতিহাস, আকাইদ, কালাম ও অন্যান্য বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হন। তাঁর পিতা শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (র.) এর ইন্তেকালের পর অধ্যাপনার পৈত্রিক দায়িত্ব ও তাবলীগ, রচনা, সংকলন এবং মুরীদগণের সাধনা পরিচালনায় ব্যপৃত হন। আজীবন ইসলামের খেদমত করে ৭ শাওয়াল, ১২৩৯ হি./ ৫ জুন, ১৮২৪ খ্রী. ৮০ বছরাধিক বয়সে ইন্তেকাল করেন। পঞ্চাশ বার তাঁর জানাযার নামায আদায় করা হয়। (সম্পা. ই.বি. ১ম খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৪৭৭)

১০৬। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৩৪।

১০৭। শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র.) ১১১৪ হি./১৭০৩ খ্রী. দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আবুল ফাইয়্যাদ আহমদ কুতুবুদ্দীন। তিনি ছিলেন একজন

Dhaka University Institutional Repository

হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র.)[১০৮] বলেন, মুরীদ পীরকে যত অধিক পরিমাণ মহব্বত করবে, তত অধিক পীরের আধ্যাত্মিক জ্যোতি ফায়য তাঁর মধ্যে সংক্রামিত হবে।[১০৯]

মহানবীর বাণী ঃ المؤمن مرأة المؤمن –

একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের দর্পন স্বরূপ, দর্পনে যেমন নিজের প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়। দর্পন স্বরূপ পীরের ফায়য ঐ পরিমাণ মুরীদের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হবে যে পরিমাণ তাঁর মহব্বত থাকবে।

সৈয়দ আহমদ বেরলবী (র.)[১১০] তাঁর মালফুজাতে সিরাতুম মুসতাকীম কিতাবে লিখেছেন ঃ مُرشد بلاریب وسیلہ راہ خدائے تعالی است

পীর নিসন্দেহে খোদা প্রাপ্তির পথের ওসীলা।[১১১] কুরআনের বাণী ঃ

যুগস্রষ্টা চিন্তানায়ক। পাঁচ বছর বয়সে তিনি প্রাথমিক মকতবে ভর্তি হন। পনের বছর বয়সে তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এ সময়ে তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, উসূল, মানতিক, কালাম, তাসাওউফ, চিকিৎসাবিদ্যা, দর্শন ও জ্যামিতি ইত্যাদি শিক্ষা লাভ করেন। ১৭১৯ খ্রী. তাঁর পিতার ইন্তেকালের পর মাদ্রাসায় অধ্যাপনা শুরু করেন। মদীনায় তিনি এক বছর মুসলিম জাহানের বিশিষ্ট আলিম ও চিন্তানায়কদের সংগে মুসলিম জগতের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তাঁর প্রধান চিন্তা ছিল মুসলিমদেরকে আসন্ন ধ্বংসের হাত হতে কিভাবে রক্ষা করা যায়। তিনি বুঝলেন যে, মুসলিমদের পতনের কারণ ইসলামের মূল সত্য হতে তাদের বিচ্যুতি। এজন্য তিনি মুসলিমদেরকে ইসলামের মূল আহবানের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য বই-পুস্তক রচনা করেন এবং এর মাধ্যমে দাওয়াত দেন। শাহওয়ালী উল্লাহ ইসলামকে এক বিপ্লবী ধর্ম হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি প্রায় দু'শত গ্রন্থ রচনা করেন। এ যাবত ৩৪ টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা। তিনি আধ্যাত্মিক জগতেরও মহান সাধক ছিলেন। দীর্ঘকাল জাতীয় কল্যাণে রত থাকার পর ১৭৬২ খ্রী. দিল্লীতে অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও গ্রন্থ রচয়িতা শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইনতিকাল করেন। (সম্পা. স.ই.বি, ১ম খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রী. পৃ. ২৪৯-৫০)

১০৮। শায়খ আহমদ মুজাদ্দিদ আলফ-ই-সানী (র.) এর প্রকৃত নাম আবুল বারাকাত বদরুদ্দীন। তিনি খলীফা উমর ফারূক (রা.) এর বংশধর। ৯৭১ হি. ১৪ শাওয়াল, ১৫৬৪ খ্রী. ২৬ মে শুক্রবার ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের অন্তর্গত সারহিন্দ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে তিনি কুরআন কণ্ঠস্থ করেন। তিনি অনেক বিখ্যাত 'আলিমের নিকট হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি ইসলামী বিষয় অধ্যয়ন করেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হন। তিনি মুঘল বাদশাহ আকবরের প্রবর্তিত দীন-ই- ইলাহীর বিরুদ্ধচারন করেন। তাঁর নিষ্ঠা, নির্ভীক চরিত্র এবং অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ তাঁকে হিজরী ২য় সহস্রের 'মুজাদ্দিদ' (ধর্ম সংস্কারক) এর সম্মানীত আসনে অধিষ্ঠিত করে। তিনি অনেকগুলো ধর্মীয় পুস্তক রচনা করেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তাঁর মকতুবাত, মাবদা ও মা'আদ' এবং মা'আরিফে লাদুন্নিয়া। তিনি ৬৩ বছর বয়সে ১০৩৪ হি. ২৮ সফর, ১৬২৪ খ্রী. ৩০ নভেম্বর, বুধবার সারহিন্দে ইন্তেকাল করেন। (সম্পা.স.ই.বি,১মখন্ড,ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৯৭)।

১০৯। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৩৪-৩৫।

১১০। সৈয়দ আহমদ বেরলবী ১২০২ হি. /১৭৮১ খ্রী./১১৮৮ ব. ভারতের উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি পাঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহের সংগে বালাকোটের যুদ্ধে জিহাদ করতে করতে কোন এক পাহাড়ে গায়েব হয়ে যান। তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ছিলেন। তিনি ছিলেন কারামত বিশিষ্ট ওলীয়ে কামিল। তিনি হযরত আব্দুল আযীয় (রঃ) নিকট বয়'আত হন।

Dhaka University Institutional Repository

يا ايها الذين امنوا اتقو الله وابتغوا اليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون

অর্থ ঃ হে ঈমানদারগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর দিকে পৌছতে মাধ্যম অবলম্বন কর, এবং তার পথে চেষ্টা চরিত্র কর, তাহলে তোমরা নাজাত পাবে (৩ঃ৩৫)। তাফসীরে বলা হেয়েছে ঃ

لا يكون الو سيلة الا با لشيخ الكامل

শায়খে কামিল ব্যতীত ওসীলা হয়না[১১২]

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, কামিল পীরের সান্নিধ্য একান্তই প্রয়োজন। মাওলানা রুহুল আমীন তাই উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পীর আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) এর খেদমতে নিজেকে সমর্পন করেছিলেন। এমনকি প্রায় দেড়শত কিতাব রচনা করে তাঁর পীরের অনুমতি নিয়ে সেগুলো প্রকাশ করেছেন। এটা ছিল পীর ভক্তির অন্যতম নিদর্শন।

১১১। আল্লামা রুহল আমিন, পৃ. ৪১।

১১২। মুহাম্মদ লুৎফর রহমান, তোহফায়ে গাফুরিয়া বা কুন্নযে মারিফাত, মানিকগঞ্জ, তা.বি, পৃ. ১৫।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

তরীকত শিক্ষাদানে মাওলানার অবদান

মাওলানা রুহুল আমীন মুজাদ্দিদে যামান হুযুর এর সংগে জীবনের বিরাট অংশ ব্যয় করেন। পীর মুরিদীর চেয়ে তিনি লেখা-লেখি ও বক্তৃতার মধ্যেই সময় ব্যয় করেছেন বেশী। তাঁর পীর ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দিদে যামান এর বংশ পরিচয় এবং তাঁর শাজরা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।[১১৩]

১। আমিরুল মুমিনীন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ)

২। তাঁর পুত্র মখদুম মুহাম্মদ (রাঃ)

৩। " কাসিম (রাঃ)

৪। " খাজা হযরত আবদুর রহমান (রঃ)

৫। " খাজা হযরত আবদুর রাহীম (রঃ)

৬। " শেখ আহমদ মুহাদ্দিছ (রঃ)

৭। " শেখ আমজাদ (রঃ)

৮। " শাহ আসগার (রঃ)

৯। " শাহ আরিফ বিল্লাহ (রঃ)

১০। " শাহ জাহিদ (রঃ)

১১। " খাজা মুহম্মদীন (রঃ)

১২। " শাহ জাহান (রঃ)

১৩। " খাজা নাসিরুদ্দীন (রঃ)

১৪। " নূর মুহম্মদ (রঃ)

১৫। " মুহাম্মদ রুস্তম খোরাছানী (রঃ)

১৬। " জিয়াউদ্দিন জাহিদ (রঃ)

১১৩। আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ৪৭-৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৭। " মনসুর বাগদাদী (রঃ)

১৮। " মুহাম্মদ (রঃ)

১৯। " গিয়াছ উদ্দীন বাগদাদী (রঃ)

২০। " আশরাফ (রঃ)

২১। " শাহ কালীমুদ্দিন (রঃ)

২২। " ইসমাঈল বাগদাদী (রঃ)

২৩। " দাউদ (রঃ)

২৪। " মুহাম্মদ খিজির (রঃ)

২৫। কুতুবুল আকতাব হাজী মুস্তাফা মাদানী (রঃ)

২৬। তাহার পুত্র অজিহুদ্দীন মুজতাবা (রঃ)

২৭। " মুহাম্মদ মুনাক্কা (রঃ)

২৮। " মওলানা গোলাম ছামদানী (রঃ)

২৯। " মু'তাসিম বিল্লাহ (রঃ)

৩০। " মওলানা আবদুল মুক্তাদির (রঃ)

৩১। আমীরুশ শরীয়ত হাদিয়ে মিল্লাত ওয়াদ্দীন, মুজাদ্দিদে যামান, পীরে কামিল শাহ সূফী আলহাজ্জ হযরত মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী আল-কুরায়শী (রঃ)।[১১৮]

---

[১১৮]। মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী সূফী সাধক, শ্রেষ্ঠ আলিম, ইসলাম প্রচারক, সাংবাদিকতার পৃষ্ঠপোষক, শিক্ষানুরাগী ও রাজনীতিবিদ। ১৮৫৮ খ্রীঃ হুগলী জেলার ফুরফুরায় জন্ম। শৈশবে পিতৃ বিয়োগ হয়। মাতার যত্নে সীতাপুরে প্রামথিক শিক্ষা অর্জন ও পরে হুগলী মাদ্রাসা থেকে জামায়াত-এ-উলা (ফাযিল) পাশ করেন। তারপর অনানুষ্ঠানিকভাবে কলকাতায় সৈয়দ আহমদ শহীদের খলীফা মওলানা হাফেজ জামালুদ্দীনের নিকট হাদীস, তাফসীর ও ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন। আধ্যাত্মিক দীক্ষা গ্রহণ করেন সূফী ফতেহ আলী ওয়াইসীর নিকট। ইসলাম ধর্ম ও মহান আল্লাহর পবিত্র বাণী প্রচার করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। আজীবন তিনি ইসলাম প্রচার, মুসলিম সমাজ থেকে অনাচার ও কুসংস্কার দূরীকরণে এবং নানা প্রকার ইসলাম বিরোধী আক্রমনের প্রতিরোধ কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রী. ১৭ মার্চ শুক্রবার প্রায় একশ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। (মুহম্মদ আবদুল্লাহ, বংগীয় রাজনীতিতে উলামার ভূমিকা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রী., পৃ.৩০০; স.ই.বি.প, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রী., পৃ.২১-২৩; আল্লামা রুহল আমিন, পৃ.৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

শাজরা নামা

মাওলানার পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) তাঁকে চার তরীকার সবক দেন। নিম্নে মাওলানার চার তরীকার পীরগণের শাজরা উল্লেখ কর হলো ঃ

নকশ্‌বন্দীয়া ও মুজাদ্দেদীয়া তরীকতের পীরগণের শাজরা নামা ঃ

বশির হাটের পীর আল্লামা রুহুল আমীন সাহেব তিনি ফুরফুরা শরীফের কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে যামান, আমীরুশ শরীয়ত হযরত আবু বকর সিদ্দিকী সাহেব এর নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কুতবুল ইরশাদ মাওলানা শাহ সূফী ফতেহ আলী সাহেব এর নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কুতবুল আকতাব হযরত শাহ সুফী নূর মুহাম্মদ সাহেব এর নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুজাদ্দিদ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলবী সাহেব এর নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আযীয দেহলবী সাহেব এর নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী সাহেব এর নিকট বয়আত গ্রহন করেছিলেন।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ সাহেবের পীর শাহ আবদুর রহীম, তাঁর পীর সৈয়দ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী তাঁর পীর হযরত আদম বান্নুরী, তাঁর পীর ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়খ আহমদ সারহান্দী, তাঁর পীর হযরত খাজা বাকী বিল্লাহ, তাঁর পীর হযরত খাজা আমকানকি, তাঁর পীর মাওলানা দরবেশ, তাঁর পীর হযরত মাওলানা জাহিদ, তাঁর পীর খাজা ওবায়দুল্লাহ আহরার, তাঁর পীর মাওলানা ইয়াকুব চারখী, তাঁর পীর খাজা বাহাউদ্দিন নক্‌শাবন্দী, তাঁর পীর হযরত আমীর সৈয়দ কালাল, তাঁর পীর মাওলানা বাবা শাম্মছী, তাঁর পীর হযরত আলী রামেৎনি, তাঁর পীর মাহমুদ আবুল খায়ের ফাগনারী, তাঁর পীর মাওলানা আরিফ রেওগরী, তাঁর পীর হযরত আবদুল খালেক গেজদাওয়ানী, তাঁর পীর হযরত আবু ইউসুফ

Dhaka University Institutional Repository

হামদানী, তাঁর পীর হযরত আবু আলী ফারমাদী, তাঁর পীর হযরত আবুল হাসান খেরকানী, তাঁর পীর হযরত আবু ইয়াজীদ বোস্তামী, তাঁর পীর হযরত জা'ফর সাদিক, তাঁর পীর হযরত কাসিম, তাঁর পীর হযরত সালমান ফার্সী (র.), তাঁর পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)।[১১৭]

কাদিরীয়া তরীকার পীরগণের শাজরা নামা ঃ

বশিরহাটের পীর আল্লামা রুহুল আমীন সাহেব ফুরফুরা শরীফের কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে যামান, আমীরুশ শরীয়ত হযরত আবু বকর সিদ্দিকী সাহেব এর নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি কুতবুল ইরশাদ মাওলানা শাহ সুফী ফতেহ আলী সাহেব এর নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি কুতবুল আকতাব হযরত শাহ সুফী নূর মুহাম্মদ সাহেবের নিকট বয়'আত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি মুজাদ্দিদ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলবী সাহেবের নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হযরত মাওলানা শাহ অবদুল আযীয দেহবলী সাহেবের নিকট বয়'আত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি মাওলানা শাহ ওয়লীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহ সাহেবের পীর শাহ আবদুর রহীম, তাঁর পীর সৈয়দ আবদুল্লাহ আকবরাবাদী, তাঁর পীর হযরত আদম বান্নুরী, তাঁর পীর ইমাম রাব্বানী মুজাদ্দিদে-আলফে মানী শায়খ আহমদ সারহেন্দী, তাঁর পীর হযরত আবদুল আহাদ।

হযরত আবদুল আহাদের পীর হযরত শাহ কামাল, তাঁর পীর হযরত শাহ ফুযাইল, তাঁর পীর হযরত গাদা রহমান, তাঁর পীর হযরত শামসুদ্দীন আরিফ, তাঁর পীর হযরত শাহ গাদা রহমান আউয়াল, তাঁর পীর হযরত সৈয়দ শামসুদ্দীন সাহরায়ী, তাঁর পীর হযরত সৈয়দ আকিল, তাঁর পীর হযরত সৈয়দ বাহাউদ্দীন, তাঁর পীর হযরত সৈয়দ আবদুল আহবার, তাঁর পীর হযরত সৈয়দ শরফুদ্দীন কাত্তাল, তাঁর পীর হযরত সৈয়দ আবদুর রাজ্জাক, তাঁর পীর হযরত সৈয়দ মুহীউদ্দীন হযরত আবদুল কাদির জিলানী, তাঁর পীর হযরত সৈয়দ আবু সাঈদ মখযুমী, তাঁর পীর হযরত

[১১৭]। আল্লামা রুহল আমিন, পৃ.১০৪-১০৫; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য পৃ. ৬১-৬২।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আবুল হাসান কারাশী, তাঁর পীর হযরত সৈয়দ আবুল ফারাহ তরতুছী, তাঁর পীর হযরত শেখ আবদুল ওয়াহিদ তমিসী, তাঁর পীর শেখ আবদুল আযীয তমিসী, তাঁর পীর হযরত শেখ শিবলী, তাঁর পীর হযরত সৈয়দ জুনাইদ বাগদাদী, তাঁর পীর হযরত সাররী সাক্তী, তাঁর পীর হযরত মারুফ কারেখী, তাঁর পীর হযরত আলী ইব্ন মুসা, তাঁর পীর হযরত ইমাম মুসা কাজিম, তাঁর পীর হযরত ইমাম জাফর সাদিক, তাঁর পীর হযরত ইমাম মুহাম্মদ বাকের, তাঁর পীর হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন, তাঁর পীর হযরত ইমাম হুসাইন (রা.)।[১১৬]

চিশতিয়া তরীকার পীরগণের শাজরানামা ঃ

বশিরহাটের পীর আল্লামা রুহুল আমীন সাহেব তিনি ফুরফুরা শরীফের কুতবুল আলম মুজাদ্দিদে যামান, আমীরুশ শরীয়ত হযরত আবু বকর সিদ্দিকী সাহেবের নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি কুতবুল ইরশাদ মাওলানা শাহ সুফী ফতেহ আলী সাহেবের নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি কুতবুল আকতাব হযরত শাহ সূফী নূর মুহাম্মদ সাহেবের নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি মুজাদ্দিদ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলবী সাহেবের নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আযীয দেহলবী সাহেবের নিকট বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলবী সাহেবের নিকট বয়'আত গ্রহণ করেছিলেন। শাহ ওয়ালী উল্লাহর পীর শাহ আবদুর রহীম।

হযরত শাহ আবদুর রহীমের পীর সৈয়দ আজমতুল্লাহ আকবরাবাদী, তাঁর পীর শেখ আবদুল আযীয, তাঁর পীর হযরত কাজী খান ইউসুফ নাসিহী, তাঁর পীর হযরত হাসান ইব্ন তাহির, তাঁর পীর হযরত সৈয়দ রাজী হামিদ, শাহ, তাঁর পীর হযরত শেখ হুসামুদ্দীন মানিকপুরী, তাঁর পীর খাজা নূর কুতবুল আলম, তাঁর পীর হযরত আলাওল হক, তাঁর পীর হযরত আখি সিরাজউসমান আওদী, তাঁর পীর হযরত শেখ নিজামুদ্দীন আওলিয়া,

---

১১৬। আল্লাম রুহুল আমিন, পৃ.১০৫-১০৬; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ.৬৩।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পীর হযরত শায়খ ফরীদুদ্দীন গাঞ্জেসাকার, তাঁর পীর হযরত শেখ কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, তাঁর পীর হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী, তাঁর পীর হযরত খাজা ওসমান হারুনী। তাঁর পীর খাজা হাজী সফির জিন্দানী, তাঁর পীর খাজা মওদুদ চিশতী, তাঁর পীর খাজা মুহাম্মদ চিশতী, তাঁর পীর খাজা আহমদ চিশতী, তাঁর পীর হযরত খাজা ইউসুফ চিশতী, তাঁর পীর হযরত খাজা আবু ইসহাক শামী, তাঁর পীর মমশাদ ইবৃন দিনুরী, তাঁর পীর হযরত আবু হুরায়রা বাসারী, তাঁর পীর হযরত হুযাইফা মারয়াশী, তাঁর পীর হযরত ইবরাহীম ইবৃন আদহাম, তাঁর পীর হযরত ফুযাইল ইবৃনে ইয়াজ, তাঁর পীর হযরত আবদুল ওয়াহিদ, তাঁর পীর হযরত হাসান বাসারী, তাঁর পীর আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রা.)।[১১৭]

মাওলানার ভক্তবৃন্দ, মুরীদ ও সফরসঙ্গীগণের কতিপয়ের নামের তালিকাঃ[১১৮]

- বযলুর রহমান, দরগাপুরী
- হাজী খায়রুল্লাহ, দেবহাটা, সাতক্ষীরা।
- মওলানা তমিযুদ্দিন, রঘুনাথপুর, সাতক্ষীরা।
- মওলানা সূফী ফযলুল করীম, কালিয়ান, সাতক্ষীরা।
- আলহাজ্ব মওলানা বুরহান উদ্দীন, প্রতাপ নগর, সাতক্ষীরা।
- মওলানা মকবুল দেওয়ান।
- মওলানা ইব্রাহীম, মহব্বতপুরী, (বগুড়া)।
- মওলানা ইয়াদ আলী, কলুবাড়ী, চব্বিশ পরগণা।
- রিয়াজুদ্দীন, হাদল, পাবনা।
- মুমিন আলী মিয়া, সফর সঙ্গী, তালেবে ইলেম।
- হাজী মুহম্মদ সুলতান (হারোয়া, বশিরহাট)
- হাজী মসীহ উদ্দীন (বশির হাট)
- তারা গুনিয়া নিবাসী মুন্সী মুহাম্মদ আমানত উল্লাহ।
- মুন্সী হাফীজউদ্দীন (রাজবাড়ী)।

১১৭। আল্লামা রুহল আমিন, পৃ.১০৭-১০৮; রুহল আমিন জীবন ঃ আলেখ্য, পৃ.৬৩-৬৪।
১১৮। কর্ম বীর রুহল আমিন, পৃ.১০৪-১০৫, ১৪৮-১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খলীফা সাতক্ষীরা নিবাসী মাওলানা মোয়েজ্জদ্দীন হামিদী। মাওলানা জীবনের অধিকাংশ সময় ওয়াজ নসীহত ও লেখা-লেখীর মধ্যে ব্যয় করার কারণে পীর মুরীদির দিকে তেমন নজর দিতে পারেননি। ১৯৪৫ খ্রী. ইন্তেকালের পর তাঁর একমাত্র পুত্র মাওলানা আবদুল মাজেদ পারিবারিক ব্যস্ততা ও লাইব্রেরী সংরক্ষণেই সময় ব্যয় করেছেন। এজন্য বাংলাদেশে অন্যান্য সিলসিলার মত তাঁর ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি। মাওলানার অসংখ্য ভক্ত মুরীদ বাংলার আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে তাঁকে অতি অল্প লোকই চিনে। অথচ এ মহান ওলী ও সাধক তরীকতের জগতে রেখে গেছেন অপরিসীম অবদান।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মাওলানার গ্রন্থ রচনা

মাওলানা রুহুল আমীন একদিন বশির হাটের সন্নিকটে বাগুন্তি গ্রামে আসরের নামাযের সময় নফী ইছবাতের মুরাকাবা করছিলেন, একটু তন্দ্রা (ইস্তেগরাক) অবস্থায় তিনি দেখতে পেলেন, যেন ইমাম আজম আবু হানীফা (র.) তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনি শ্যামল বর্ণের লোক, ক্ষীণকায় বিশিষ্ট তাঁর হাত-পা গলদেশ ও কণ্ঠদেশ শিকল দ্বারা আবদ্ধ, আর চার দিক হতে তীর বল্লম তাঁর শরীরে পতিত হচ্ছে, তিনি অসহায় অবস্থায় সেই মর্মবেদনা ভোগ করছেন। মাওলানা এ অবস্থা দেখে চৈতন্য লাভ করে চিন্তায় মগ্ন হলেন যে, এর মর্ম কি হতে পারে ? তিনি বুঝতে পারলেন যে, মযহাব দ্রোহী ওয়াহাবী সম্প্রদায় বই পুস্তক পত্র পত্রিকা লিখে তাঁর অযথা দূর্নাম রটিয়ে তার মযহাব অনুসারী ব্যক্তিদিগকে ওয়াহাবী বানিয়ে দিচ্ছে। আল্লাহ কর্তৃক এই অবস্থা অবগত হয়ে মাওলানার নিকট উপস্থিত হয়ে কারামত রূপে ইহা প্রকাশ করে গেলেন।[১১৯] মাওলানা সাহেব তখন হতে ওয়াহাবীদের যাবতীয় আরবী, ফার্সী, উর্দু এবং বাংলা ভাষায় লিখিত কিতাবগুলো সংগ্রহ করে প্রতিবাদ লিখতে শুরু করেন। তিনি দিবারাত্র কলম চালিয়ে মাত্র দেড় মাসের মধ্যে আট খানা কিতাব রচনা করেন।

(১) প্রথম কিতাব 'মজহাব মীমাংসা'। এতে মযহাব মান্য করার কুরআন ও হাদীস সংক্রান্ত বহু দলিল পেশ করেছেন।

(২) দ্বিতীয় পর্যায়ে 'ছায়েকাতোল মোসলেমিন' এতে চার ইমাম হযরত ইমাম আজম আবু হানীফা (রঃ), ইমাম শাফিয়ী (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ) ও ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (রঃ) যে কত বড় মুহাদ্দিস,

---

[১১৯]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ.৭৯; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ.৬৫; কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ.৫০-৫১।

Dhaka University Institutional Repository

ফকিহ, ইমাম, মুজতাহিদ, সংসার ত্যাগী ও খোদাভীরু ছিলেন তা প্রকাশ করা হয়েছে। এবং মযহাব বিদ্বেষীদের মতগুলো বিস্তারিত ভাবে সন্নিবেশিত করে সেগুলোকে রদ করা হয়েছে।[১২০]

(৩) তৃতীয় কিতাব 'দাফেয়োল মোফছেদিন।' এতে ইমাম আজম আবু হানীফা (রঃ) এর উপর ওয়াহাবীরা যে দোষারোপ করেছে যুক্তির মাধ্যমে তার খন্ডন করা হয়েছে।

(৪) 'ফেরকাতোন নাজিন' এ বইতে হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর হাদীস অনুযায়ী উম্মতে মুহাম্মদী ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এক ফিরকা বেহেশতী অবশিষ্ট সব ফিরকা দোজখী। চার মযহাব অনুসারী গণই সেই বেহেশতী ফিরকা, এটাই তিনি সপ্রমাণ করেছেন।[১২১]

(৫) 'কেয়াছের অকাট্য দলীল' শরীয়তের ৪টি উৎসের মধ্যে কিয়াসের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এতে তা উল্লেখ করেছেন।

৬, ৭, ৮। নাছরোল মোজতাহেদীন ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ, এতে তিনি আমীন বলা, রাফেউল ইয়াদায়িন, ইমামের পিছনে সুরা ফাতিহা পাঠ ইত্যাদি প্রায় ৯০টি মাসআলার সমাধান করেছেন। মাওলানা যখন এই কিতাবগুলো লিখতেন তখন বহু জওয়াব তাঁর মস্তিষ্কে এসে আলোড়ন সৃষ্টি করতো। ইহা ইমাম আজম (রঃ) এর ফায়য মনে করা যায়। তিনি মোহাম্মদী মওলবী বাবর আলী সাহেবের "ছেয়ানতোল মোছলেমিন" কিতাবের প্রতিবাদকল্পে তিন খন্ডে 'কামেয়োল মোবতাদেয়িন' রচনা করেন। মোহাম্মদী মওলবী আবদুল বারী সাহেবের 'ছয়ফোল মোহাদ্দেসীন' কিতাবের প্রতিবাদে তরদীদোল মোবতেলীন, নবাবপুরের বাহাছ, লক্ষীপুরের বাহাছ ও কালীগঞ্জের বাহাছ রচনা করেন। তিনি ইসলাম দর্শন মাসিক পত্রিকাতে মৌলবী এফাজ উদ্দিন সাহেবের প্রবন্ধের প্রতিবাদে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে মোহাম্মদীদিগকে স্তম্ভিত করেছেন।[১২২]

---

[১২০]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ.৮০; কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ.৫১।
[১২১]। রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ.৬৬।
[১২২]। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ.৫২। রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ.৬৭; রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ.৮১।

Dhaka University Institutional Repository

রংপুরের মওলবী সৈয়দ আমানত আলী সাহেব "দাল্লিন জাল্লিন" এর কিতাব লিখে বংগ আসামের মুসলমানদিগকে জাল্লিন পড়তে উদ্বুদ্ধ করছিলেন সেই সময় তিনি 'দাল্লিন ও জাল্লিন' এর মীমাংসা লিখে দেশের লোকদিগকে ভ্রান্তি হতে রক্ষা করেন। যশোরের মওলবী ছেরাজ উদ্দিন সাহেব 'আখেরে জোহর' কিতাব লিখে লোকদিগকে আখিরী যোহর পড়া নিষেধ করতেছিলেন সেই সময় তিনি 'আখেরে জোহর' কিতাব লিখে এর আবশ্যকতা প্রমাণ করেন।[১২৩]

যখন বিদ'আতী ফকীরেরা নর্তন কুর্দন করা, পীরকে সেজদা করা, সংগীত বাদ্য, স্ত্রীলোকের হাত ধরে মুরীদ করা ও খেদমত নেয়া জায়েয বলে লোকদিগকে গোমরাহ করতে ছিলেন তখন রদ্দে বেদায়াত, বাগমারীর ধোকাভঞ্জন ও মাইজ ভাণ্ডারের বাহাছ ইত্যাদি কিতাব রচনা করে এসবের প্রতিবাদ করেন। চট্টগ্রামের মওলানা আব্দুল লতিফ সাহেব কট কবালার উপস্বত্ত ভোগ হালাল বলে ঘোষণা করেন। সেই সময় তিনি 'এবতালোল বাতেল' কিতাব লিখে উহার হারাম হওয়া প্রমাণ করেন।

যখন মওলানা কারামত আলী[১২৪] জৈনপুরী (র.) এর বংশধর জনৈক মওলানা ফুরফুরার পীর সাহেব ও তাঁর মুরীদগণকে কাফির ফৎওয়া দিয়েছিলেন তখন 'এহকাকোল হক' ও হাজিগঞ্জের বাহাছ প্রকাশ করে উহা বাতিল ফৎওয়া বলে প্রমাণ করেন।

যখন রংপুরের মওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলবী (র.) সাহেব ও তাঁর মুরীদ মাওলানা কারামত আলী জৈনপুরী

১২৩। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ.৫৩। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ.৮২।

১২৪। মাওলানা কারামাত আলী, ১৮০০ খ্রী. জৈনপুরে এক শায়খ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। মুসলিম আমলে এই পরিবারের সদস্যরা খতীব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সে যুগের বিভিন্ন বিখ্যাত উস্তাদ, বিশেষত দিল্লীর মুহাদ্দিস শাহ আব্দুল আযীযের নিকট হাদীস ও অন্যান্য মুসলিম বিজ্ঞান শিক্ষা করেন। কারামত আলীর জীবন ছিল দ্বিমুখী সংগ্রাম পূর্ণ। পূর্ব বঙ্গের মুসলিমদের আচার-ব্যবহারে যে সকল হিন্দুরীতি নীতি ও কুসংস্কার ঢুকে পড়ে, প্রথমত তিনি তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং লেখায় এগুলোর নিন্দা করেন। দ্বিতীয়ত তিনি নতুন সংস্কার বিরোধী দলগুলোকে প্রকৃত ইসলামের আওতায় পুনরায়নের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি আজীবন ইসলামের খেদমত করেছেন। নযর নিয়ায যা পেতেন তা দরিদ্রদের মধ্যে বিতরন করে দিতেন। বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন প্রায় ৪৬ টির মত তালিকা পাওয়া যায়। তিনি ৩ রবিউসসানী, ১২৯০ হি, ৩০ মে ১৮৭৩ খ্রী. ইন্তেকাল করেন। বাংলাদেশের রংপুরে তাঁকে দাফন করা হয়। (সম্পা. স,ই,বি, ১ম খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রী. পৃ. ৩০৪-৫)

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি আলিমগণকে ওয়াহাবী কাফির ইত্যাদি লিখে ফৎওয়া দিচ্ছিলেন তখন তিনি কারামত আহমাদিয়া ও রদ্দে হাফওয়াতে সাহাবিয়া ছেপে এর মুলোৎপাটন করেন।[১২৫]

যখন দেশে একজন মৌলবী মীলাদ ও কেয়াম নিয়ে হৈচৈ করছিল তখন তিনি সিরাজগঞ্জের বাহাছ, গৌরীপুরের বাহাছ, কিশোরগঞ্জের বাহাছ ও মীলাদে মোস্তফা লিখে উহা মোস্তাহাব হওয়া প্রমাণ করেন।

কুরআন বিশুদ্ধ না পড়ার দোষে বংগদেশের লোকের নামায নষ্ট হচ্ছিল তখন তিনি 'কেরাত শিক্ষা' বইটি লিখে প্রচারের ব্যবস্থা করেন।

দুদুমিয়ার বংশধরগণ[১২৬] কিতাব লিখে এদেশে জুম'আ পড়া নিষেধ করতে ছিলেন এবং এর সমর্থনে হিন্দুস্থানের কোন কোন ফৎওয়া প্রচার করতেছিলেন সেই সময় মাওলানা গ্রামে জুম'আ এবং গ্রামে জুম'আ সম্মন্ধে মক্কা শরীফ ও হিন্দুস্থানের ফৎওয়া প্রচার করেন। ভণ্ডপীরগণ পীরের সিজদা ও সিজদা বনাম কদম বুসী জায়েয করে দিয়ে দেশে অশান্তি ঘটাচ্ছিলেন তখন তিনি 'কদম বুছীর' ফৎওয়া প্রচার করে এই ভ্রান্তি দুর করেন।[১২৭]

মওলানা আকরম খাঁ[১২৮] সংগীত-বাদ্য হালাল বলে আধুনিক শিক্ষিতদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। সে সময় আলিমগণ সাধারণের বিদ্রুপ বানে

১২৫। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৮২ ; কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৫৩।

১২৬। মুহসিন উদ্দীন (দুদু মিয়া), ১৮১৯ খ্রী. জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্য কালে তিনি পিতার নিকট আরবী ও ফার্সী ভাষা শিক্ষা করেন। সুশিক্ষার জন্য মাত্র ১২ বছর বয়সেই তাঁকে মক্কা শরীফে পাঠান হয়। মক্কতে ৫ বছর কাল শিক্ষা লাভ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি পিতার ধর্মমত প্রচার কার্যে আত্ম নিয়োগ করেন। ১৮৪০ খ্রী. তার পিতার মৃত্যুর পর ফারাইযীগণ তাঁকে তাদের 'উস্তাদ' বা নেতা মনোনীত করেন। কর্ম জীবনে দুদু মিয়া সমাজ সংগঠন কার্যে বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেন। তিনি ১৮৬২ খ্রী. ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ইন্তিকাল করেন। (সম্পা. স,ই,বি, ২য় খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রী. পৃ. ৩০-৩১)

১২৭। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৮৩ ; কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৫৪ ; রুহুল আমিন : জীবন আলেখ্য, পৃ. ৬৮।

১২৮। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ মুসলিম বাংলার সাংবাদিকতার জনক, আজাদী আন্দোলনের নকীব, প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ, শ্রেষ্ঠ আলিম, ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক, ধর্ম প্রচারক, বাগ্মী ও একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি জুন ১৮৬৯ খ্রী. ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৫ ব. চব্বিশ পরগণা জেলার হাকীমপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আলিম ও মুজাহিদ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। স্থানীয় প্রথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। কলকাতা মাদ্রাসা হতে এফ.এম. পরীক্ষা পাশ করেন। মাসিক মোহাম্মদী ও দৈনিক আজাদ পত্রিকার মাধ্যমে মুসলিম জাগরণে অগ্রসেনানীর ভুমিকা পালন করেন। ইসলামী চিন্তাবিদ, সমাজ সংস্কারক, নির্ভীক সাংবাদিক ও সুসাহিত্যিক রূপে মাওলানা ছিলেন উপমহাদেশে প্রখ্যাত ও শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি ১৯৬৮ খ্রী. ইন্তেকাল করেন । [সম্পাদনা

Dhaka University Institutional Repository

জর্জরিত হচ্ছিলেন, তখন তিনি ইসলাম ও সংগীত ১ম ও ২য় ভাগ এবং কালনা জাবারীপাড়ার বাহাছ লিখে উহা হারাম প্রমাণ করেন।[১২৯]

যখন কাদিয়ানীরা বহু সংখ্যক কিতাব লিখে মির্যা গোলাম আহমদের মিথ্যা দাবী ছড়িয়ে দেশের ইংরেজী শিক্ষিত লোক দিগকে ভ্রান্ত করতে ছিলেন, তখন তিনি 'কাদিয়ানী রদ' নামক গ্রন্থ ৬ খন্ডে ছাপিয়ে প্রচার করেন এবং তাদের ভ্রান্তি বিমোচন করেন। বাংলার অল্প শিক্ষিত মোল্লা ও মওলবীগণ বিয়েশাদী পড়াতে ও জানাযার নামায পড়াতে যথেষ্ট ভুল করছিলেন সেই সময় তিনি 'নেকাহ ও জানাজা তত্ত্ব' লিখে দেশের কল্যাণ সাধন করেন। মুসলমানগন সামান্য সামান্য কথা বলে কাফেরী পাপে নিমগ্ন হচ্ছে দেখে তিনি 'কালেমাতোল কোফর' লিখে মুসলমানদিগকে সাবধান করে দেন।[১৩০]

অনেক ওয়ায়েজ ও বক্তা অমূলক, আজগবী কাহিনী ও জাল হাদীস দ্বারা ওয়াজ নসীহত করে দেশের অভ্যন্তরে ফিৎনার সৃষ্টি করতেছিলেন, তিনি এ সময় ওয়াজ শিক্ষা ১ম হতে ৮ম ভাগ প্রকাশ করে আলিম ও বক্তাদিগকে কুরআন হাদীস দ্বারা ওয়াজ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

যখন মুসলমানগণ আপদ-বিপদ, পীড়া-ব্যাধিতে কাফেরী ও শিরেকী মন্ত্র পাঠ করে কবিরাজ এবং ওঝাদের শরণাপন্ন হয়ে অমুল্যরত্ন ঈমান নষ্ট করতেছিল অন্যদিকে অল্প শিক্ষিত মোল্লাগণ নকশে সোলায়মানী ইত্যাদি বাজারী তাবিজাতের কিতাবগুলো হতে তাবিজ লিখতেছিলেন এবং যাদু তেলেসমাতি ও শিরেকী কালাম ব্যবহার করতে ছিলেন সেই সময় তিনি ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের ও অন্যান্য বুযুর্গগণের নির্দেশিত পরীক্ষিত তাবিজগুলো লিখে ৬ খন্ডে প্রকাশ করেন ও দেশের শিরকমূলক কর্মের মূলে কুঠারাঘাত করেন। বংগ আসামের মুসলমানগণ সর্পাঘাতে শিরেকী মন্ত্র পাঠ কারীদিগের শরণাপন্ন হয়ে ঈমান হারাতে বসে ছিলেন ঠিক সেই সময় তিনি নিজের রচিত অধিকাংশ বইতে সর্পদংশনের ঔষধ ও কুরআনের দোয়া লিখে জাতির বিরাট উপকার করেছেন।[১৩১] অনেকে প্রচুর

পরিষদ, সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট, ১ম খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রী. পৃ. ৩-৬।

১২৯। রুহল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৮৩ ; রুহুল আমিন ঃ জীবনী, পৃ. ৬৯।

১৩০। কর্মবীর মওলানা রুহল আমিন, পৃ. ৫৫ ; রুহুল আমিন ঃ জীবনী, পৃ. ৬৯।

১৩১। রুহল আমিনঃ জীবন আলেখ্য, পৃ.৭০ ; রুহল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৮৫।

Dhaka University Institutional Repository

টাকা ব্যয় করে হজ্জ করে থাকেন কিন্তু হজ্জের ফরয ওয়াজিব আদায় না করায় হজ্জ নষ্ট হয়ে যায়, অনেকে যাকাত ফিৎরা কুরবানীর আহকাম সংক্রান্ত মাসআলা না জানায় গুনাহগার হয়ে থাকেন, এ জন্য তিনি 'হজ্জের মাছায়েল', যাকাত ফেৎরার মাসআলা এবং জবেহ ও কুরবানীর মসয়ালা লিখে প্রভুত কল্যাণ সাধন করেন।

অনেক জটিল মাসআলা নিয়ে বাদানুবাদ চলছিল এবং সেগুলো অমীমাংসিত অবস্থায় ছিল, তিনি সেগুলোর মীমাংসা কল্পে জরুরী মাসআলা ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ, জরুরী ফৎওয়া ১ম ভাগ, মাছায়েল খন্ড ১ম হতে ৩য় ভাগ পর্যন্ত, অতি জরুরী মাসআলা এবং ফতওয়ায়ে আমিনিয়া ১ম হতে ৭ম খন্ড প্রকাশ করেন। এতে মুসলমানদের প্রভুত উপকার সাধিত হয়। তাঁর লেখা অপ্রকাশিত ফাতওয়ায়ে আমিনিয়া ৮ খন্ড ১৪০২ সালের তদীয় নাতী শরফুল আমিন কর্তৃক প্রকাশিত হয়।[১৩২]

যশোর খড়কির মৌলবী আবদুল করীম সাহেবের পুত্র জনাব মুহাম্মদ আবু নঈমের চেষ্টায় তার অনুসারী গণের দ্বারা ধোকাভঞ্জন নামক একখানা পুস্তকে অনেক গুলো বিদ'আত মূলক মত প্রচারিত হয়। তিনি এর প্রতিবাদ কল্পে মাসিক 'শরিয়ত' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে আকায়েদ দর্পণ নামে সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করে ধোকা ভঞ্জনের অসারতা প্রমাণ করেন।[১৩৩]

মওলানা আকরম খাঁ তাঁর মাসিক পত্রিকায় চিত্রকলা অংকিত করা জায়েয হওয়া সম্পর্কিত প্রবন্ধ লিখে উপমহাদেশের মুসলমানদিগকে ভ্রান্ত করতেছিলেন, এ সময় মাওলানা তাঁর সপ্তাহিক হানাফীতে ইসলাম ও চিত্রকলা প্রবন্ধ লিখে উহার দাঁতভাঙ্গা উত্তর দেন[১৩৪]।

তরীকত পন্থী গণ যিকর মুরাকাবার নিয়ম এবং নিয়ত নিয়ে অনেকে বিব্রত হতে থাকেন। সে অভাব মোচন কল্পে 'তিনি তাছাওয়ফ তত্ত্ব বা তরিকত দর্পণ' প্রকাশ করেন। বংগবাসী মুসলমানগণ খুৎবার অর্থ বুঝেন না সে অভাব পুরণের জন্য তিনি খুৎবার বংগানুবাদ প্রকাশ করেছেন।

---

[১৩২]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৮৬ ; রুহুল আমিনঃ জীবন আলেখ্য, পৃ.৭০।
[১৩৩]। রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ.৭১।
[১৩৪]। পূ.গ্র.পৃ.৭১; রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ.৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

খৃষ্টান পাদ্রীরা যে সময়ে হযরত নবী (স.) কে গুনাহগার, কুরআন বিকৃত বাইবেল অবিকৃত ও মনছুখ নয় বলে বিজ্ঞাপন প্রচার করতে ছিল, সেই সময় তিনি মাসিক পত্রিকা 'ইসলাম দর্শনে' চারটি প্রবন্ধ লিখে হযরত রাসুলুল্লাহ (স.) ও অন্যান্য নবী মাসুম, কুরআন অবিকৃত, বাইবেল ও ইঞ্জিল বিকৃত এ বিষয় গুলো প্রমাণ করেন।[১৩৫]

নতুন নতুন বিজ্ঞানের ঘাত প্রতিঘাতে ইসলামী আকায়েদ যখন জর্জরিত তখন তিনি 'ইসলাম ও বিজ্ঞান' কিতাব লিখে ইসলামের আকায়েদকে দৃঢ় করেন। খৃষ্টান পণ্ডীত রডওয়েল, পামার ও সেল ব্যক্তিবর্গ ইংরেজীতে কুরআন অনুবাদ করেন, কাদীয়ানী মওলানা মোহাম্মদ আলী, ডক্টর আবদুল হাকিম ও মির্যা বশির উদ্দিন ইংরেজীতে এর অনুবাদ করেন, মওলবী আব্বাস আলী ও মাওলানা আকরাম খাঁ, বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করেন এবং বাবু গিরিশচন্দ্র সেন বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ গ্রন্থগুলোতে অনেক স্থানে ভুল-ভ্রান্তি পরিদৃষ্ট হয়। তাছাড়া বিশেষ এক পরিকল্পনার মাধ্যমে অমুসলিম প্রাচ্যবিদগণ রাসুলুল্লাহ (সঃ) ও ইসলামের বিরুপ সমালোচনা করে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন এবং প্রাচ্যে সেগুলোর প্রচারের ব্যবস্থা হয়। ফলে অল্প শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ইসলাম ও মহানবী (সঃ) সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে ফুরফুরার পীর সাহেব মুরীদগণ সহ হজ্জে যাচ্ছিলেন। তাঁর মুরীদ ইন্সপেক্টর আবদুল লতিফ স্বপ্নযোগে হযরত রাসুলুল্লাহ (সঃ) এর যিয়ারত লাভের সৌভাগ্য অর্জণ করেন। হযরত (সঃ) তাঁকে বলেছিলেন[১৩৬] ফুরফুরার পীর সাহেব দেশে ফিরে আসলে আমার পক্ষ থেকে জানিয়ে দিবে যে, তিনি যে সমস্ত কিতাব রচনা করতে আদেশ দিয়েছিলেন, আমি উহাতে সন্তুষ্ট আছি, কিন্ত যদি কুরআন শরীফ অনুবাদ করিয়ে খৃষ্টান ও কাদিয়ানী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের ভ্রান্ত মত খন্ডন করা না হয়, তবে আমি তাঁর কোন কিতাব মঞ্জুর করবোনা। ইন্সপেক্টর সাহেব হযরত (সঃ) এর এই স্বপ্নের সংবাদ ফুরফুরার হযরতকে জানালে, তিনি শ্রদ্ধেয় মাওলানা কে কুরআনের অনুবাদ ও তাফসীর লেখার গুরুদায়িত্ব অর্পণ

---

[১৩৫]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৮৭ ; রুহুল আমিনঃ জীবন আলেখ্য, পৃ.৭১।
[১৩৬]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৮৮ ; রুহুল আমিনঃ জীবন আলেখ্য, পৃ.৭২।

Dhaka University Institutional Repository

করেন। বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মাওলানা কুরআন মজীদের ১ম তিন পারা ও শেষ পারার অনুবাদ ও তাফসীর প্রকাশ করেন। যদি তিনি এই মহান কার্যটি সম্পূর্ণ করতে পারতেন তবে মুসলমানদের জন্য এটি বিরাট সম্পদ হিসেবে পৃথিবীতে স্থায়ী হয়ে থাকতো।[১৩৭]

বাগ্মীতা মাওলানাকে রাজনীতি, সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত করেছে, কিন্তু সাহিত্যে এটা দূর্বলতার কারণও হয়েছে। মাওলানা প্রচারক জীবনে এবং সাংবাদিকতা ও বিতর্কে সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন কিন্তু বাগ্মীতা প্রসূত ব্যস্ততা তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যকে প্রায়ই শিল্পোত্তীর্ণ হতে দেয়নি। এতদসত্তেও তাঁর সাহিত্যে শিল্পকলার মাধুর্যপূর্ণ ও চমৎকার বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

মাওলানা রচিত কিতাব সমুহের তালিকা ঃ

১। কোরআন শরীফ - আলিফ লাম-মিম (১ম পারা) তফসীর
২। কোরআন শরীফ - ছাইয়াকুল (২য় পারা) তফসীর
৩। কোরআন শরীফ - তিলকার রসুল (৩য় পারা) তফসীর
৪। কোরআন শরীফ - আমপারা (৩০ পারা) তফসীর
৫। কামেয়োল মোবতাদেয়িন ১ম ভাগ
৬। কামেয়োল মোবতাদেয়িন ২য় ভাগ
৭। কামেয়োল মোবতাদেয়িন ৩য় ভাগ
৮। কারামতে আহমদীয়া
৯। কেরাত শিক্ষা
১০। কলেমাতোল কোফর
১১। কেয়াছের অকাট্য দলীল
১২। কাদিয়ানী রদ ১ম ভাগ
১৩। কাদিয়ানী রদ ২য় ভাগ
১৪। কাদিয়ানী রদ ৩য় ভাগ
১৫। কাদিয়ানী রদ ৪র্থ ভাগ

---

[১৩৭]। রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ.৭৩; রুহল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ.৮৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। কাদিয়ানী রদ ৫ম ভাগ

১৭। কাদিয়ানী রদ ৬ষ্ঠ ভাগ

১৮। খতম ও জিয়ারতের মীমাংসা

১৯। খাঁ সাহেবের তফছিরের প্রতিবাদ

২০। খাঁ সাহেবের মোস্তফা চরিতের প্রতিবাদ

২১। খোন্দকারের ধোকাভঞ্জন

২২। গ্রামে জুমা

২৩। গ্রামে জুমা সম্বন্ধে মক্কাশরীফ ও হিন্দুস্থানের ফৎওয়া

২৪। গ্রামে জোমা বা হিন্দুস্থানের একটি ফৎওয়া

২৫। জাকাত ও ফেতরার বিস্তারিত মাছায়েল

২৬। জরুরী ফৎওয়া ১ম ভাগ

২৭। জবহ ও কোরবানীর মাছায়েল

২৮। জরুরী মাসায়েল ১ম ভাগ

২৯। জরুরী মাসায়েল ২য় ভাগ

৩০। জরুরী মাসায়েল ৩য় ভাগ

৩১। জুমা বিরোধীদের আপত্তি খণ্ডন

৩২। তরদিদোল মোবতেলীন ১ম ভাগ

৩৩। তাছাওফ তত্ত্ব বা তরিকত দর্পণ

৩৪। তাবিজাত ১ম ভাগ

৩৫। তাবিজাত ২য় ভাগ

৩৬। তাবিজাত ৩য় ভাগ

৩৭। তাবিজাত ৪র্থ ভাগ

৩৮। তাবিজাত ৫ম ভাগ

৩৯। তাবিজাত ৬ষ্ঠ ভাগ

৪০। দাল্লীন ও জাল্লীনের মীমাংসা

৪১। দাফেয়োল মোফছেদিন

৪২। দাফন ও কাফনের মাছায়েল

৪৩। নামাজ শিক্ষা

৪৪। নাছরোল মোজতাহেদিন বা মাছায়েল খণ্ড ১ম ভাগ

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। নাছরোল মোজতাহেদিন বা মাছায়েল খণ্ড ২য় ভাগ

৪৬। নাছরোল মোজতাহেদিন বা মাছায়েল খণ্ড ৩য় ভাগ

৪৭। নেকাহ ও জানাজা তত্ত্ব ও তরিকার পীরগণের শেজরা

৪৮। পীরি মুরিদী তত্ত্ব ১ম ভাগ

৪৯। ফেরকাতোন নাজিন

৫০। ফুরফুরা পীর ছাহেব কেবলার বিস্তারিত জীবনী

৫১। ফাতওয়ায় আমিনিয়া ১ম ভাগ

৫২। ফাতওয়ায় আমিনিয়া ২য় ভাগ

৫৩। ফাতওয়ায় আমিনিয়া ৩য় ভাগ

৫৪। ফাতওয়ায় আমিনিয়া ৪র্থ ভাগ

৫৫। ফাতওয়ায় আমিনিয়া ৫ম ভাগ

৫৬। ফাতওয়ায় আমিনিয়া ৬ষ্ঠ ভাগ

৫৭। ফাতওয়ায় আমিনিয়া ৭ম ভাগ

৫৮। ফাতওয়ায় আমিনিয়া ৮ম ভাগ

৫৯। বোরহানোল মোকাল্লেদিন বা মজহাব মীমাংসা

৬০। বঙ্গ আসামের পীর আওলিয়া কাহিনী ১ম ভাগ

৬১। বঙ্গানুবাদ খোৎবা

৬২। বীমা সম্বন্ধে আজাদের বাতীল ফৎওয়া

৬৩। বাগমারী ফকিরের ধোকাভঞ্জন

৬৪। বঙ্গানুবাদ মেশকাত মাছাবিহ ১ম ভাগ

৬৫। বঙ্গানুবাদ মেশকাত মাছাবিহ ২য় ভাগ

৬৬। বঙ্গানুবাদ মেশকাত মাছাবিহ ৩য় ভাগ

৬৭। মিলাদে মোস্তফা ১ম ভাগ

৬৮। মোলাখ্যাছের অনুবাদ

৬৯। মছজেদ স্থানান্তরিত করার রদ

৭০। মাওলানার ফৎওয়া

৭১। মাহাতাবে জালালাত

৭২। মছলা ভাণ্ডার

৭৩। মোছলেম বিবাহ বিচ্ছেদ আইনের প্রতিবাদ

Dhaka University Institutional Repository

৭৪। রদ্দে শিয়া ১ম ভাগ

৭৫। রদ্দে আজানগাছি

৭৬। রদ্দে বেদায়াত ১ম ভাগ

৭৭। রদ্দে বেদায়াত ২য় ভাগ

৭৮। রদ্দে বেদায়াত ৩য় ভাগ

৭৯। রদ্দে বেদায়াত ৪র্থ ভাগ

৮০। সত্য প্রচার নামক বিজ্ঞাপনের অসারতা

৮১। সায়েকাতোল মোসলেমিন

৮২। হজরত বড় পীর ছাহেবের জীবনী

৮৩। হজ্জের মাসায়েল

৮৪। হানাফী ফেকহ তত্ত্ব ১ম ভাগ

৮৫। হানাফী ফেকহ তত্ত্ব ২য় ভাগ

৮৬। হানাফী ফেকহ তত্ত্ব ৩য় ভাগ

৮৭। অলিউল্লাহগণের অলৌকিক জীবনী ১ম ভাগ

৮৮। অপবাদ খণ্ডন

৮৯। অতি জরুরী মাসায়েল

৯০। অজিফা ও তরিকার পীরগণের শেজরা।

৯১। আলকাবোল মোসলেমীন।

৯২। আখেরী জোহর

৯৩। ইসলাম ও পর্দ্দা

৯৪। ইসলাম ও মোহামেডান 'ল

৯৫। ইসলাম ও সঙ্গীত ১ম ভাগ

৯৬। ইসলাম ও সঙ্গীত ২য় ভাগ

৯৭। ইসলাম ও বিজ্ঞান

৯৮। ইবতালোল বাতেল

৯৯। ঈদ ও নারী

১০০। এজহারোল হক (কদমবুছির ফতোয়া)

১০১। এহকাকোল হক

১০২। একটি ফৎওয়ার রদ

Dhaka University Institutional Repository

১০৩। ওয়াজ শিক্ষা ১ম ভাগ

১০৪। ওয়াজ শিক্ষা ২য় ভাগ

১০৫। ওয়াজ শিক্ষা ৩য় ভাগ

১০৬। ওয়াজ শিক্ষা ৪র্থ ভাগ

১০৭। ওয়াজ শিক্ষা ৫ম ভাগ

১০৮। ওয়াজ শিক্ষা ৬ষ্ঠ ভাগ

১০৯। ওয়াজ শিক্ষা ৭ম ভাগ

১১০। ওয়াজ শিক্ষা ৮ম ভাগ

Dhaka University Institutional Repository

বাহাছের কিতাব ঃ

১১১। কিশোরগঞ্জের বাহাছ (মীলাদ কিয়াম), ময়মনসিংহ

১১২। কালিগঞ্জের বাহাছ (মযহাব), সাতক্ষীরা

১১৩। কালনা জাবারীপাড়ার বাহাছ (হিন্দুস্থানের সুদ), বর্ধমান

১১৪। কিশোরগঞ্জের বাহাছ (আযানগাছী), ময়মনসিংহ

১১৫। নবাবপুরের বাহাছ (মযহাব), হুগলী

১১৬। গৌরীপুরের বাহাছ (কিয়াম), ধুবড়ী - আসাম

১১৭। বাচামারার বাহাছ (সুদখোরের যিয়াফত), মানিকগঞ্জ।

১১৮। বাইটকামারীর বাহাছ

১১৯। মাইজভান্ডারীর বাহাছ (পীর সিজদা), নদীয়া

১২০। মোয়াজ্জমপুরের বাহাছ (মযহাব), চব্বিশ পরগণা

১২১। লক্ষ্মীপুরের বাহাছ (মযহাব), যশোহর।

১২২। সিরাজগঞ্জের বাহাছ (আখিরী যোহর, মীলাদ), সিরাজগঞ্জ।

১২৩। হাজীগঞ্জের বাহাছ (শাজরাতে কালেমা), ত্রিপুরা।[১৩৮]

অপ্রকাশিত কিতাবসমূহ ঃ

যে কিতাবগুলোর পাণ্ডুলিপি লিখে রেখে গেছেন এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন, যা পুস্তকাকারে ছাপা হয়নি।

১। কোরআন শরীফ-লান-তানা (৪র্থ পারা) তফসীর।

২। আকায়েদ দর্পণ

৩। হযরত একরামোল হক (রহ.) এর জীবনী (মুর্শিদাবাদ)

৪। জরুরী ফৎওয়া ২য় ভাগ

---

[১৩৮]। কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ.১১৫-১২০; আল্লাম রুহল আমিন, পৃ.১৫৪-১৫৮।

Dhaka University Institutional Repository

৫। জরুরী ফৎওয়া ৩য় ভাগ

৬। মিলাদে মোস্তফা ২য় ভাগ

৭। অলিউল্লাহগণের অলৌকিক জীবনী ২য় ভাগ

৮। বঙ্গ আসামের পীর আওলিয়া কাহিনী ২য় ভাগ

৯। মাওলানার জীবনী

১০। রদ্দে শিয়া ২য় ভাগ

১১। রোজার বিস্তারিত মাছায়েল

১২। নেকাহ ও তালাকের বিস্তারিত মাছায়েল ১ম ভাগ

১৩। নেকাহ ও তালাকের বিস্তারিত মাছায়েল ২য় ভাগ

১৪। স্বপ্নের তাবির ১ম ভাগ

১৫। স্বপ্নের তাবির ২য় ভাগ

১৬। রদ্দে খ্রীষ্টান

১৭। নবীগণের পবিত্রতা

১৮। কোরআনের তহরিফ না হওয়া

১৯। তওরাত ও ইঞ্জিলের তহরিফ হওয়া

২০। তওরাত ও ইঞ্জিলের মনছুখ হওয়া

২১। কারামতে আহমদীয়া ২য় ভাগ

(হজরত মোজাদ্দেদ সৈয়দ আহমদ-বেরেলবী রহঃ এর জীবনী)

Dhaka University Institutional Repository

অপ্রকাশিত বাহাছের কিতাব -

২২। গোসাইবাড়ীর বাহাছ (মযহাব), বগুড়া

২৩। চাঁদপুরের বাহাছ (কটকাবলা), ত্রিপুরা

২৪। পাবনাপুরের বাহাছ (মযহাব), রংপুর

২৫। ফরিদপুরের বাহাছ (কাদিয়ানী), পাবনা

২৬। বর্ধমানের পোরশার বাহাছ, বর্ধমান

২৭। হরিহরপুরের বাহাছ (আখিরী যোহর), মুর্শিদাবাদ

২৮। যাদবপুরের বাহাছ

২৯। ঝাউডাঙ্গার বাহাছ

৩০। হানাইলের বাহাছ

৩১। ষাট গুম্বজের বাহাছ

৩২। বশিরহাটের বাহাছ (সঙ্গীত বাদ্য)

৩৩। বশিরহাটের বাহাছ (শিয়া)

৩৪। হাসনাবাদের বাহাছ

৩৫। মেঘার আইটের বাহাছ

৩৬। বাজিতপুরের বাহাছ

৩৭। গোবিন্দপুরের বাহাছ

৩৮। জামতৈলের বাহাছ[১৩৯]

---

[১৩৯]। আল্লামা রুহুল আমিন , পৃ.১৫৮-১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রন্থ পরিচিতি

১। দাফেয়োল-মোফছেদিন ঃ

বাংলা ভাষায় ১২৭ পৃষ্ঠার একটি বই। ১৩৩২ সালে (১৯২৫ খ্রীঃ) ২য় সংস্করণ মোহাম্মদী প্রেস, কলিকাতা-১৬০ নং বেলিয়া ঘাটা মেইন রোড হতে মোহাম্মদ ফাজেল দ্বারা মুদ্রিত। ২য় সংস্করণ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয়।

বইটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হযরত ইমাম আ'জম আবু হানীফাকে (রঃ) নিয়ে। বইটির প্রথম পর্যায়ে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সম্পর্কে মোহাম্মদী আলিমগণের পক্ষ হতে ১৯টি অপবাদ দেয়া হয়েছে যেমন তিনি মরজিয়া ছিলেন, কাফির ও জিন্দিক ছিলেন, তিনি হাদীসে ভুল করেছেন। তিনি মাত্র ১৭টি হাদীস জানতেন, তিনি কিয়াসকে প্রাধান্য দিতেন এমনি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাঁর উপর অপবাদ দেওয়া হয়েছে। মাওলানা রুহুল আমীন (র.) এই অপবাদগুলোর উত্তর ও ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২১টি মসআলার অবতারণা করে তার উত্তর দিয়েছেন কিতাবের হাওয়ালা সহ উদ্ধৃতি দিয়ে।[১৪০]

২। হযরত বড় পীর ছাহেবের জীবনী ঃ

১২২ পৃষ্ঠার বইটি কয়েকটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বংশ পরিচয়, জীবনী, তাঁর শিষ্যগণ সম্পর্কিত, চরিত্র ও আচরণ, সন্তান সন্ততি ও কারামাত। ৬৪টি কারামাত উদ্ধৃত করেছেন। বইটির ৩য় সংস্করণ ১৩৯৫ ব. (১৯৮৮ খ্রীঃ) বশিরহাট বঙ্গনূর প্রেস হতে মোহাম্মদ

১৪০। উক্ত বই এর পৃ. ২০, ১২৫।

Dhaka University Institutional Repository

নুরুল আমিন কর্তৃক মুদ্রিত। মাওলানা এই গুরুত্বপূর্ণ জীবনী বইটি লিখতে বাহজাতোল আসবার, কালায়েদোল জওয়াহের, নাফ হাতোল উনছ ও আখবারোল আখইয়ার গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করেছেন। নিজে কোন কিছুই সংযোজন করেননি।

৩। জবহ ও কোরবানীর মাছায়েল ঃ

বাংলা ভাষায় রচিত ৯১ পৃষ্ঠার বইটিতে যবেহ ও কুরবানীর বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বশিরহাট "বঙ্গনুর প্রেস" হতে ১৪০১ ব. (১৯৯৫ খ্রীঃ) ২য় সংস্করণ মোহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বিশুদ্ধ ভাবে যাতে যবেহ ও কুরবানীর কার্য সম্পাদন করতে পারে মুসলমানগণ সেই দিক বিবেচনা করে মাওলানা বইটিতে প্রশ্নোত্তর পর্যায়ে বিভিন্ন মসআলার সমাধান দিয়েছেন।

৪। অতি জরুরী মছলা-মাছায়েল ঃ

বাংলা ভাষায় রচিত ৮০ পৃষ্ঠার বইটির ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ ব. (১৯৪০ খ্রীঃ)। ২য় সংস্করণ ১৩৯৫ ব. (১৯৮৮ খ্রীঃ) মোছাম্মত খাতেমুন্নেছা বিবি কর্তৃক প্রকাশিত এবং পরবর্তীতে তদীয়পুত্র মোহাম্মদ মনোয়ার আলি কর্তৃক প্রকাশিত। রঘুনাথপুর (স্কুল বাড়ী) আমিনিয়া আর্ট প্রেস হতে মুদ্রিত। এ পুস্তকে ১৭টি মাসআলার সমাধান দেওয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে বীমা, টকি, থিয়েটার, গ্রামোফোন, কুরআনের অবমাননা সংক্রান্ত, দাড়ি রাখা সংক্রান্ত এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের সমাধান দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫। **জাকাত ও ফেতরার বিস্তারিত মাছায়েল ঃ**

৮৮ পৃষ্ঠার এ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৯৬ ব. (১৯৮৯ খ্রীঃ)। বশিরহাট "বঙ্গনুর প্রেস" হতে মোহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক মুদ্রিত। এ পুস্তকে জাকাত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে প্রশ্নোত্তর আকারে। জাকাত কি, কারা পাবে। জাকাতের নেসাব ইত্যাদি। তেমনি ভাবে ফেতরার পরিমাণ এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

৬। **দফন ও কাফনের বিস্তারিত মছলা ঃ**

৬০ পৃষ্ঠার বইটি ১৪০২ ব. (১৯৯৬ খ্রীঃ) ৩য় সস্করণ মোহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক বসির হাট "বঙ্গনুর প্রেস" হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এ পুস্তকে গোসল দেয়ার বিবরণ, কাফনের মসআলা, জানাযা নামায, লাশ বহন করা, মৃত আত্মীয়গণকে সান্তনা দেয়া এবং শহীদের বিবরণ প্রভৃতি এ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

৭। **একটি ফৎওয়ার রদ ঃ**

বাংলা ভাষায় ১৭ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্তৃক বশিরহাট "বঙ্গনুর প্রেস" হতে ১৪০২ ব. দ্বিতীয় সংস্ককরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মসজিদ স্থানান্তর সম্পর্কিত একটি ফৎওয়ার বিষয়ে ঢাকা, দেওবন্দ, থানা ভবন, সাহরানপুর প্রভৃতি জায়গার মুফতী সাহেবানদের মতামত নিয়ে মাওলানা বিস্তারিত ভাবে মাসআলাটি রদ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮। বীমা সম্পর্কে আজাদের বাতীল ফৎওয়া ঃ

বাংলা ভাষায় ২৮ পৃষ্ঠার এ পুস্তিকা মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্তৃক বশিরহাট "নবনুর প্রেস" হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ২য় সংস্করণ ১৪০২ ব. প্রকাশিত। আজাদ পত্রিকায় জীবন বীমা, বিবাহবীমা, নৌবীমা ইত্যাদি হালাল হওয়ার ফৎওয়া দেয়া হয়। এসব বিষয়ে ফৎওয়া দেন মওলানা আকরম খাঁ। আজাদ পত্রিকায় এই ফৎওয়া প্রকাশিত হয়। বীমা হারাম এবং সুদেরই নামান্তর এ বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও অসংখ্য ফিক্‌হের কিতাবের হাওয়ালা দিয়ে মাওলানা রুহুল আমীন যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

৯। নামাজ শিক্ষা ঃ

বাংলা ভাষায় রচিত ১৫০ পৃষ্ঠার এ বইটির পঞ্চদশ সংস্করণ এ যাবত প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশকাল ১৪০০ ব.। মোছাম্মত শাহর বানু কর্তৃক প্রকাশিত ও নাগ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৫/১ বুদ্ধু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯ হতে মুদ্রিত। সর্ব সাধারণের বোধগম্য করে নামায শিক্ষার এ বইটি রচিত। এতে কালেমা, ঈমান, নামাযের পূর্বে পরিচ্ছন্নতা, ওযু গোসল প্রভৃতি সম্পর্কে বর্ণনা, ১০টি সূরা অর্থ সহ বর্ণনা, বিভিন্ন সুন্নাত ও নফল নামাযের পদ্ধতি, রোযা, জানাযা, আকীকা, প্রভৃতি বিষয়ে সবিস্তারে বর্ণনা সম্বলিত একটি অনবদ্য গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। বর্তমান যুগের নামায শিক্ষা জাতীয় যে কোন বই হতে এটি শ্রেষ্ঠ।

১০। বঙ্গ ও আসামের পীর আওলিয়া কাহিনী (১ম ভাগ) ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৩। মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্তৃক বশিরহাট 'নবনুর প্রেস' হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪০২ ব.। এ বইতে উপ-মহাদেশের আওলিয়া কিরামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তাদের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এতে মোট ৯টি অধ্যায়ে এলাকা ভিত্তিক বিশিষ্ট আওলিয়া কিরামের আলোচনা রয়েছে। ১ম অধ্যায়ে নোয়াখালী, ২য় অধ্যায়ে ত্রিপুরা, ৩য় অধ্যায়ে চট্রগ্রাম, ৪র্থ অধ্যায়ে শ্রীহট্র (সিলেট), ৫ম অধ্যায়ে ঢাকা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ময়মনসিংহ, ৭ম অধ্যায়ে দিনাজপুর, ৮ম অধ্যায়ে রংপুর এবং ৯ম অধ্যায়ে মালদহ।

১১। ইসলাম ও পর্দা ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০। মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্তৃক বশিরহাট 'নবনুর প্রেস' হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৪০২ ব. তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইসলামে যে পর্দা প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে এটা উৎকৃষ্ট প্রথা। পাশ্চাত্য পর্দা হীনতার কুফল আজ সবার কাছে উন্মুক্ত। আজ পর্দা হীনতার কারণেই ব্যভিচার, অনাচার, ভ্রুনহত্যা এবং অসামাজিক কার্যকলাপ এত ব্যাপক হয়েছে। মাওলানা রুহুল আমীন তাঁর এ নাতিদীর্ঘ রচনায় কুরআনের আয়াত দ্বারা ৭টি পর্যায়ে বলিষ্ট যুক্তি দিয়ে বিষয়টি বুঝাতে চেষ্টা করছেন যে, পর্দা ইসলামে অতি আবশ্যকীয়। এরই সংগে হাদীস হতে ৭টি পর্যায়ে যুক্তির নিরিখে আলোচনা করেছেন। তিনি পর্দা সম্পর্কে কয়েকটি আবশ্যকীয় নিয়ম উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও প্রচলিত পর্দার প্রথম ও সূচনা, হযরত নবী (সঃ) এর বিবিগণের পর্দা, সেই পাক যামানার পর্দার সীমা ইত্যাদি কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিকোন থেকে অতি সুন্দর যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

১২। ওয়াজ শিক্ষা ১ম ভাগ ঃ

ওয়াজ শিক্ষা ১ম ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৫। প্রকাশ কাল জানা যায়নি। তৎকালীন যুগে বড় আলিম কম ছিল। সাধারণ মানুষকে দীনী দাওয়াত দেয়ার জন্য অল্পপড়া কিছু ব্যক্তিবর্গ ওয়াজ নসীহত করতেন। অল্প শিক্ষিত লোকগুলো যেন সহীহ কথা বলতে পারেন এ লক্ষ্যে তিনি ওয়াজ শিক্ষা বই রচনা করেন। ১ম ভাগে তিনি

Dhaka University Institutional Repository

শুরুতেই আলিম ব্যক্তির পাঁচটি গুণের কথা উল্লেখ করেছেন যে, তাফসীর, হাদীস, ফিক্‌হ, তরীকত, আকাইদ, নহু-ছরফ ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী হবেন। ওয়াজ শিক্ষা ১ম ভাগে পাঁচটি ওয়াজের অবতারণা করেছেন। ১ম ওয়াজ ইলেমের বিবরণ, ২য় ওয়াজ কুরআন পাঠের ফযীলত, ৩য় ওয়াজ ঈমান, ৪র্থ ওয়াজ নামায সম্পর্কে, মাওলানা কুরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত সুন্দর ভাবে বইটি সাজিয়েছেন।

১৩। ওয়াজ শিক্ষা ২য় ভাগ ঃ

ওয়াজ শিক্ষা ২য় ভাগের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮। ১৩৪৪ ব. (১৯৩৬ খ্রীঃ) এর ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৪/৩ হায়াত খাঁ লেন, মাজেদিয়া প্রেস হতে মুন্‌শী মোহাম্মদ আবদুর রহিম দ্বারা মুদ্রিত। ২য় ভাগে তিনি ৮টি ওয়াজ দিয়ে বইটি সাজিয়েছেন। ১ম ওয়াজ রোযা সম্পর্কিত, ২য় ওয়াজ হজ্জের বিবরণ, ৩য় ওয়াজ মসজিদ ও জামা'আতের ফযীলত, ৪র্থ ওয়াজ জুম'আর বিবরণ, ৫ম ওয়াজ তওবা ও ইস্তিগফারের বিবরণ, ষষ্ঠ ওয়াজ যিক্‌রের বিবরণ, ৭ম ওয়াজ হালাল রুযির বিবরণ, ৮ম ওয়াজ হারাম রুযির বিবরণ।

১৪। ওয়াজ শিক্ষা ৩য় ভাগ ঃ

১৩৩৫ ব. (১৯২৮ খ্রীঃ) বইটির ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৪৭নং রিপন স্ট্রীট হানাফী মেশিন প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ শুকর আলী দ্বারা মুদ্রিত। বই এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৮। এ বইতে আটটি ওয়াজের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। ১ম ওয়াজ - পিতা মাতার হক, ২য় ওয়াজ - আত্মীয়দিগের হক, ৩য় ওয়াজ - প্রতিবেশীর হক, ৪র্থ ওয়াজ - বিদেশী অতিথিদের হক, ৫ম ওয়াজ - মুসলমানদিগের হক, ষষ্ঠ ওয়াজ - সৎসঙ্গ এবং অসৎসঙ্গ, ৭ম ওয়াজ - সদুপদেশ প্রদান ও অসৎকার্যে বাধা প্রদান, ৮ম ওয়াজ - লোকের হক নষ্ট ও অত্যাচারের বিবরণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫। ওয়াজ শিক্ষা ৪র্থ ভাগ ঃ

১৩৪৬ ব. এ বই এর ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৪৭নং রিপন স্ট্রীট মাজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ আবদুর রশীদ দ্বারা মুদ্রিত। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮২। এ বইতে ৯টি ওয়াজের উপাস্থাপনা করা হয়েছে। ১ম ওয়াজ - সৎ স্বভাব, ২য় ওয়াজ - রাগ সংবরণ করা, ৩য় ওয়াজ - কোমলতা ও নরম কথা বলা, ৪র্থ ওয়াজ - লজ্জা ও শরম করা, ৫ম ওয়াজ - ধীরতা ও স্থিরতা, ষষ্ঠ ওয়াজ - অহংকার ও আত্ম গরিমা সম্পর্কে ৭ম ওয়াজ - হিংসার অপকারিতা, ৮ম ওয়াজ - দয়ার বিবরণ, ৯ম ওয়াজ - সবর করার বিবরণ।

১৬। ওয়াজ শিক্ষা ৫ম ভাগ ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৫। প্রকাশ কাল জানা যায়নি। এ বইতে ৮টি ওয়াজ সন্বিবেশিত করা হয়েছে। ১ম ওয়াজ - রসনার ব্যবহার, ২য় ওয়াজ - কটু কথা, ৩য় ওয়াজ - মিথ্যা কথা বলা, ৪র্থ ওয়াজ - পরনিন্দা করা, ৫ম ওয়াজ - চোখলখরী, ষষ্ঠ ওয়াজ - ওয়াদা পূর্ণ করা সম্পর্কে, ৭ম ওয়াজ - ব্যাঙ্গোক্তি ও ঘৃণা করা সম্পর্কে, ৮ম ওয়াজ - জিহবার অন্যান্য দোষ ত্রুটি সম্পর্কে অর্থাৎ জিহবার নিয়ন্ত্রণ।

১৭। মজমুয়া-ফাতাওয়ায় আমিনিয়া প্রথম ভাগ ঃ

এই ফতওয়ার কিতাব খানা ১০০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ১৪০২ ব. বইটির ৫ম সংস্করণ বের হয়। সাতক্ষীরা "মডার্ন আর্ট প্রেস" হতে মোহাম্মদ সিরাজুল আমিন কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত। ১ম ভাগে ২৫২টি বিভিন্ন বিষয়ের উপরে মসলার উত্তর দেয়া হয়েছে। এতে প্রশ্নোত্তর আকারে সামাধান দেয়া হয়েছে। মাওলানা তাঁর আজীবনের সাধনায় যত কিতাব সংগ্রহ করেছিলেন তার ভিত্তিতে কুরআন হাদীসের মর্ম সংগ্রহ করে সারাটি জীবন মানুষের আত্মিক

Dhaka University Institutional Repository

উন্নয়নে চেষ্টা করেছেন। কি বাড়ীতে কি সফরে যখন যে অবস্থায় থেকেছেন মানুষ তাঁর কাছে ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। তিনিও তার সমাধান দিয়েছেন, সেই সমাধানগুলোই এ বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

১৮। মজমুয়া ফাতাওয়ায় আমিনিয়া তৃতীয় ভাগ ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৬। ১৩৯৪ ব. ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক বশিরহাট 'বঙ্গনুর প্রেস' হতে প্রকাশিত ও মুদ্রিত। এই খন্ডে ৪২৭টি সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে প্রশ্নোত্তর আকারে।

১৯। মজমুয়া ফাতাওয়ায় - আমিনিয়া ৪র্থ ভাগ ঃ

ফতওয়ায় আমিনিয়া ৪র্থ ভাগ ১১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ১৪০২ ব. ৩য় সংস্করণ বশির হাট বঙ্গনুর প্রেস হতে মোহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্নোত্তর আকারে ৩৯৪টি ছোট বড় মাসআলার সমাধান দেয়া হয়েছে এ কিতাবে।

২০। মজমুয়া ফাতাওয়ায় আমিনিয়া ৬ষ্ঠ ভাগ ঃ

ফতওয়ায় আমিনিয়া ৬ষ্ঠ ভাগ ১২৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। বইটির ২য় সংস্করণ ১৩৯৭ ব. বশির হাট বঙ্গনুর প্রেস হতে মুদ্রিত ও মোহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক প্রকাশিত। মাওলানা এ বইতে বিভিন্ন বিষয়ে ১৩৮টি মাসআলার সামাধান করেছেন। প্রশ্নোত্তর সম্মলিত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলাগুলো সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

২১। মজমুয়া ফাতাওয়ায় আমিনিয়া সপ্তম ভাগ ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৯। ১৩৯৮ ব. ২য় সংস্করণ বের হয়। মোহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক বশিরহাট "বঙ্গনুর প্রেস" হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ৭ম খন্ড ইমাম আ'জম আবু হানীফা (রঃ) এর জাহিরে রেওয়াতের বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। মাওলানা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ইমাম আবু হানীফা (রঃ) কোন কোন সময় তাঁর শাগরিদদের মতকে প্রাধান্য দিতেন। এজন্য বুঝতে হবে তাঁর শিষ্যদের মতও তাঁরই মতের শামিল।

২২। মজমুয়া ফাতাওয়া আমিনিয়া অষ্টম ভাগ ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬। ১৪০২ ব. ১ম সংস্করণ বের হয়। মোহাম্মদ নূরুল আমিন কর্তৃক বশিরহাট নবনূর প্রেস হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এ বইতে মাওলানা ঈদের বার তকবীরের সমস্ত হাদীস যঈফ তা প্রমাণ করেছেন। বিশ রাকাত তারাবীহ এর দলিল, মৃতদের পক্ষে জীবিতগণের সওয়াব রেছানী ফলদায়ক হওয়ার দলিল, পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কাফনের মসআলা এবং জানাযা নামাযে চার তকবীর পড়া ও পাঁচ তকবীর মনসুখ হবার দলিল বর্ণনা করেছেন। মূলত আহলে হাদীস দাবীদারগণের বিভিন্ন মসআলার উত্তর দেয়া হয়েছে এবং হানাফী মযহাবের স্বপক্ষে নীতিমালার দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে।

২৩। নাছরোল-মোজতাহেদিন বা মাছায়েল খন্ড (দ্বিতীয় ভাগ) ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫২। প্রকাশ কাল জানা যায়নি। এ বইটিতে মোহাম্মদিদের বিভিন্ন মসলা সম্পর্কে প্রশ্ন এবং হানাফীদিগের পক্ষ থেকে উত্তর, এই ধারাবাহিকতায় সাজানো হয়েছে। ফজর, মাগরিব বা অন্যান্য ওয়াক্তিয়া নামাযে দো'য়া কুনুত মানসুখ হওয়ার দলিল। কুনুত পড়ার সময় রফউল ইয়াদাইন করা, দু'ঈদের নামাযে ছয়

Dhaka University Institutional Repository

তকবীর পড়ার দলিল, ঈদের বার তকবিরের সমস্ত হাদীস যইফ, উটের মাংস ভক্ষণ করে ওযু ভঙ্গ না হবার দলিল, দু'ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্ত পড়া সম্পর্কিত, বিশ রাকায়াত তারাবী পড়ার দলিল, মৃতদের পক্ষে জীবিতদের সওয়াব রেছানী ফলদায়ক ও জায়েয হওয়া সংক্রান্ত, মসজিদে নামায মকরুহ সম্পর্কিত, অনুপস্থিত লাশের জানাযা পড়া নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত বিষয়ে মোহাম্মদীদিগের প্রশ্ন এবং হানাফী ফিক্হবিদদের পক্ষ থেকে জবাব।

২৪। তাবিজাত ১ম ভাগ ঃ

তাবিজাত ১ম ভাগ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২। ১৩৯৮ ব. একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক বশিরহাট বঙ্গনুর প্রেস হতে মুদ্রিত। এদেশের অনেক লোক সর্প দংশন, জ্বিন দৈত্যের উপদ্রব, কলেরা, বসন্ত, জাদুর ক্রিয়া, মৃত বৎসা, স্বপ্নদোষ, স্বপ্নে ভয় পাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে তদবীর করতে শিরক ও কাফেরী মূলক মন্ত্র পাঠ বা মন্ত্র পাঠকারীদের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে যাতে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য মাওলানা কয়েক খন্ডে তাবিজের কিতাব লিখে প্রকাশ করেছেন। ফুরফুরার পীর সাহেব, শাহ ওয়ালী উল্লাহ, শাহ আবদুল আযিয, জালাল উদ্দিন সুয়ুতী ও শাহ আবদুর রহিম প্রভৃতি বড় বড় পীর বুজর্গের পরীক্ষিত তাবিজগুলো সংগ্রহ করে এ বইতে সন্নিবেশিত করা হয়ছে। সর্বমোট ৬৯টি তাবিজের সংগ্রহ এ বইতে আছে।

২৫। তাবিজাত ৩য় ভাগ ঃ

তাবিজাতের এ বইটিতে পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২। ১৪০১ ব. এর নবম সংস্করণ বের হয়। মোঃ নুরুল আমিন কর্তৃক 'বঙ্গনুর প্রেস' হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বইটিতে ৭৭টি তদবীর সন্নিবেশীত করা হয়েছে। কুষ্ঠরোগের তদবীর, ধবলের তদবীর, দাদের তদবীর,

Dhaka University Institutional Repository

চুলকানির তদবীর, বাঁজা স্ত্রী লোকের সন্তান হওয়ার তদবীর, স্ত্রীলোকের গর্ভ নষ্ট না হওয়ার তদবীর, জিনের তদবীর, জাদু রফার তদবীর, মৃগীরোগের তদবীর নিকাহ হওয়ার তদবীর, প্রভৃতি তদবীর সমূহ খুবই ফলদায়ক।

২৬। তাবিজাত ৪র্থ ভাগ ঃ

এ বই এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮। ১৩৯৫ ব. ৭ম সংস্করণ বের হয়। মোহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক বশিরহাট "বঙ্গনুর প্রেস" হতে মুদ্রিত। বইটিতে ৭৫টি দু'আ ও তদবীরের সন্নিবেশ করা হয়েছে। পাগলের তদবীর, বসন্তের তদবীর, চক্ষুরোগের তদবীর, অশ্বরোগের তদবীরসহ বিভিন্ন বিষয়ে তদবীর দু'আ ও নফল নামাযের নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে।

২৭। তাবিজাত ৫ম ভাগ ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬। ১৩৪৪ ব. ৩য় সস্করণ ৪/১১ হায়াত খান লেন, 'মাজদিয়া প্রেস' হতে মুন্‌শী মোহাম্মদ আবদুর রহিম দ্বারা মুদ্রিত। এই কিতাবে ১৭টি বিভিন্ন বিষয়ের তদবীর রয়েছে। যথা জাদু, কর্ম আদায়, বদ নজর, দৃষ্টি শক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বহু সংখ্যক তদবীর লিপিবদ্ধ করেছেন। সাধারণ মানুষ দোয়া কালামের প্রতিবেশী ভক্তি করে এবং তাবিজ তুমার পছন্দ করে। তাই তিনি এ বিষয়গুলো কয়েক খন্ডে বিভক্ত করেছেন।

২৮। ফেরকাতোন নাজিন বা সত্য ফেরকা নির্বাচন ঃ

ফেরকাতুন নাজিন বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০২। মোহাম্মদ রুহুল আমীন কর্তৃক প্রকাশিত। বইটির ২য় সংস্করন কলকাতা ৫ নং কলিন লেন, বঙ্গনূর প্রেস হতে শেখ হাবিবুর রহমান কর্তৃক মুদ্রিত। সত্য ফেরকা নির্বাচন সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিলাদি উপস্থাপন করে

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা বইটি রচনা করেছেন।এ বইটির আবেদন তৎকালীন ও বর্তমান সময়ে গুরুত্বের দাবীদার। বর্তমান সময়ে ইসলামের মধ্যে দল উপদল মতভেদ এত বেশী যে সত্যিকার কোন দল মুক্তিপ্রাপ্ত বা সত্যপন্থী তা নির্ণয় করা বড় কঠিন। কুরআন ও হাদীসের আলোকে এবং সাহাবাদের ইজমা (সম্মিলিত মতামত) সামনে রেখে মাওলানা সত্য ফেরকা নির্বাচনের দিক বর্ণনা করেছেন। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতই যে সেই সত্য বা নাজি ফেরকা তা তিনি বলিষ্ঠ যুক্তি সহকারে বর্ণনা করেছেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকীদা বর্ণনা করেছেন অতপর অন্যান্য ফিরকাদের আকিদা। তিনি মু'তাযিলাদের[১৪১] মত, খারিজীদিগের মত, মুশাবিবহা মুজাচ্ছিমাদিগের মত, জাহমিয়াদিগের মত ও শিয়া, রাফিজিদিগের মত উল্লেখ করেছেন এবং মযহাব বিদ্বেষীদের জবাব প্রদান করেছেন। বিশেষ ভাবে মযহাব বিদ্বেষীগণের প্রশ্ন এক মযহাব সত্য ও চার মযহাব ইসলাম বহির্ভূত দোজখের পথ। এই প্রশ্নের উত্তরে মাওলানা হযরত নবী(সঃ) এর বিভিন্ন প্রকার কার্য ও মত হওয়ার প্রমাণ, সাহাবাগণের ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও মতের কারণ, মুহাদ্দিসগণের বিশেষত সিহাহ লিখকগনের মতভেদ এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও মযহাব বিদ্বেষীগণের মধ্যে মতভেদ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখসহ প্রমাণ করেছেন যে, উল্লেখিত মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তারা একই জামায়াত ভুক্ত ছিলেন। এ জন্য চার মযহাব মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তারা সত্য ফিরকা। সবশেষে মোহাম্মাদীদিগের প্রশ্নের রদ করে বইটির সমাপ্তি টেনেছেন।

---

[১৪১]। মু'তাযিলা ঃ যে ধর্মতাত্ত্বিক দল ইসলামী ধর্ম বিশ্বাস ব্যাপারে যুক্তিমূলক মতবাদকে সর্ব প্রধান সূত্র হিসেবে গ্রহণ করে তার নাম মু'তাযিলা। যারা "মানযিলাতুল-বায়নাল-মানযিলাতাইনে"- এর নীতি বিশ্বাস (ঈমান) ও অবিশ্বাসের (কুফর) মধ্যেবর্তী এক তৃতীয় অবস্থা স্বীকার করে, তারাই হলো মু'তাযিলা। এটাই তাদের মূলনীতি। এদের নেতা ওয়াসিল ইবন 'আতা ও আমর ইবন উবায়দ। (সম্পা. স.ই.বি, ২য় খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রী., পৃ. ২০৮)

Dhaka University Institutional Repository

২৯। কারামাতে - আহমদিয়া বা একখানা বিজ্ঞাপন রদ ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০৪। প্রকাশ কাল জানা যায়নি। বইটির মূল বিষয়বস্ত ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত সৈয়দ আহমদ (রঃ) কে নিয়ে। মাওলানা বই এর শুরুতে মেশকাতের নিম্নোক্ত হাদীসটি অবতারণা করেছেন।[১৪২]

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عزوجل يبعث
لهٰذه الامة على رأس كل مأة سنة من يجدد لها دينها (رواه ابوداود)

অর্থ ঃ রাসুল (সঃ) ইরশাদ করেন - "নিশ্চয়ই মহিমান্বিত আল্লাহ এ উম্মতের জন্য প্রত্যেক শতাব্দীর প্রথম ভাগে বা শেষ ভাগে এরুপ লোক সৃষ্টি করবেন যিনি (বা যাঁরা) তাদের জন্য তাদের দীনকে সঞ্জীবিত করবেন।" উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী মেশকাতে লিখেছেন যে, প্রত্যেক শতাব্দীর প্রথমে কিংবা শেষ ভাগে যখন ইলম ও সুন্নতের অনুসরণ কমে যাবে এবং অজ্ঞতা ও বিদ'আত বৃদ্ধি হবে তখন এরূপ লোক পয়দা হবেন, তাঁরা বিদ'আত হতে সুন্নতকে পৃথক করে প্রকাশ করবেন, ইলমের উন্নতি সাধন ও আলিমদের সমাদর করবেন, বিদ'আত ধ্বংস ও বিদ'আত প্রচারকগণকে পরাজিত করবেন। তিনি আরও বলেন মুজাদ্দিদ এক ব্যক্তি হওয়া জরুরী নয়, ববং তাঁরা একদল হবেন যাঁদের প্রত্যেকে কোন শহরে মৌখিক বক্তৃতা দ্বারা বা লেখনী দ্বারা শরীয়তের ইলমের কোন এক বিষয়ের বা কয়েকটি বিষয়ের সংস্কার সাধন করবেন। মওলানা আবদুল হাই লাখনবী মজমুয়া ফাতাওয়ায়ে জালালুদ্দিন ও ইবনুল আছীর হতে উপরোক্ত মতের সমর্থনে উল্লেখ করেছেন যে, প্রত্যেক শতাব্দীতে একজন মুজাদ্দিদ হওয়া জরুরী নহে, বরং একাধিক মুজাদ্দিদ হতে পারেন, আর এই দীনের সংস্কারক মুজাদ্দিদ কেবল ফকীহগণ হবেন তা নয় বরং মুহাদ্দিসগণ, শরীয়তের হাফিজগণ, কারীগণ, উপদেশকগণ এবং তরিকতপন্থী পীরদরবেশগণ মুজাদ্দিদ হতে পারেন কারণ তাদের দ্বারাও দীনের

[১৪২]। উক্ত বই পৃ.১।

Dhaka University Institutional Repository

বহু উন্নতি সাধন হয়ে থাকে। ইমাম ইব্‌ন হাজর আসকালানী হতে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রথম শতাব্দীতে খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয। দ্বিতীয় শতাব্দীত ইমাম শাফিয়ী, তৃতীয় শতাব্দীতে কাযী আবুল আব্বাস ইবন ছোরায়েজ, আবুল হাসান আসয়ারী ও মুহাম্মদ ইবন জরীর তাবারী, ৪র্থ শতাব্দীতে আবু বকর বাকেল্লানী ও আবু তাইয়েব ছোলুকী ৫ম শতাব্দীতে ইমাম গাজ্জালী, ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী, ৭ম শতাব্দীতে তকি উদ্দীন দাকিকল, ৮ম শতাব্দীতে জয়নুদ্দীন ইরাকী, শামসুদ্দীন জাজরী ও সিরাজ উদ্দীন বলকিনি, ৯ম শতাব্দীতে জালালুদ্দীন সুয়ুতী ও শামসুদ্দীন ছাখাবী মুজাদ্দিদ ছিলেন। ১০ম শতাব্দীতে শেহাবুদ্দীন রমালী ও মোল্লা আলী কারী মুজাদ্দেদ ছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে মুজাদ্দিদ ইমামে রাব্বানী আহমদ ছারহান্দি (র.), দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ শাহ ওলী উল্লাহ ও তাঁর দলভুক্ত লোকেরা ছিলেন, আর ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলবী (র.) ও তাঁর দলভুক্ত লোকেরা ছিলেন।

অতপর মাওলানা রুহুল আমীন হযরত সৈয়দ আহমদ (রঃ) এর মুজাদ্দিদ হওয়ার দলীল বিভিন্ন কিতাবের হাওয়ালায় উল্লেখ করেছেন। মুজাদ্দিদের আর্বিভাব অধ্যায়, মুজাদ্দিদ সাহেবের প্রতি ওয়াহাবী হওয়ার মিথ্যা অপবাদ খন্ডন, সৈয়দ মুজাদ্দিদ সাহেবের ইলমের অবস্থা, সৈয়দ সাহেবের খলীফাগণের তালিকা, সৈয়দ আহমদ (র.) এর ইল্‌মে লাদুন্নির অবস্থা, হযরত মুজাদ্দিদ সাহেবের কারামত বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। বই এর শেষে 'এজহারোল হক' নামে মৌলবী সাহাবুদ্দিন কর্তৃক লিখিত এক পুস্তিকার প্রতিবাদ করা হয়েছে।

উক্ত পুস্তিকায় একজন চিস্তিয়া ফকীর কর্তৃক লিখিত সৈয়দ আহমদ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে। মাওলানা উদ্ধৃতিসহ তার জবাব পেশ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৩০। কাদিয়ানি রদ প্রথম ভাগ ঃ

কাদিয়ানি রদ প্রথম ভাগ ৪৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। বইটির ১ম সংস্করণ ১৩৩৫ ব. (১৯২৮ খ্রীঃ) মোহাম্মদ রুহুল আমীন কর্তৃক প্রকাশিত এবং ৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, হানাফী মেশিন প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ শুকুর আলি দ্বারা মুদ্রিত।

এ পুস্তকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী। পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত কাদিয়ান নামক গ্রামে মির্যা গোলাম আহমদের বাড়ী। মির্যা মাহদী হবার দাবী করেন। তিনি মনে করেন নবুয়তের সিলসিলা এখনও শেষ হয়নি। তার পূর্বে আরও বিশ জন[১৪৩] উক্ত দাবী করেছেন। তার পূর্বে উক্ত মাহদী দাবীকারীগণের অন্যতম হলেন (১) জৈনপুরের সৈয়দ মোহাম্মদ। তিনি দশম শতাব্দীতে মাহদী হওয়ার দাবী করেন। (২) মোহাম্মদ ইবন তুমারাত মগরেবের শেষ সীমায় ছুছ নামক পর্বতের অধিবাসী। তিনি বড় আলিম, ফকীহ, হাদীসের হাফিজ, উসুলে ফিক্হ ও আকায়েদ তত্ত্ববিদ, আরবী সাহিত্যিক, পরহেযগার ও দরবেশ ছিলেন। তিনি মাহদিয়া নামক স্থানে উপস্থিত হলে তার ভক্তবৃন্দ তাকে মাহদী বলে উল্লেখ করেন। তার নির্দেশে প্রায় ৭০ হাজার লোককে হত্যা করা হয়। তিনি ৫৫৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।[১৪৪] (৩) ওবায়দুল্লাহ আলাবী ২৯৬ হি. মাহ্দী দাবী করেন। ২৯৭ হি. আফ্রিকায় তথাকার বাদশাহ হয়ে জোরের সাথে মাহ্দী দাবী করেন এবং ২৪ বৎসরের কিছু বেশী সময় বাদশাহী করেন। ৩২২ হিজরীতে ইন্তেকাল করে।[১৪৫] (৪) ছালেহ বিন তরিফ। তিনি নবুয়ত ও বড় মাহদী দাবী করেন।[১৪৬] মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব প্রতিশ্রুত মাহ্দী হতে পারেন কিনা এই বিষয়ে ২৪টি হাদীস ও বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মির্যা কখনও মাহদী হতে পারেন না।

১৪৩। উক্ত বই এর পৃ. ১-২।
১৪৪। কামিল, ইবনুল আছির।
১৪৫। ইবন খলদুন ৪র্থ খন্ড ও ইবনুল আছির ৮ম খন্ড।
১৪৬। ইবন খলদুন।

Dhaka University Institutional Repository

৩১। কাদিয়ানি রদ দ্বিতীয় ভাগ ঃ

কাদিয়ানি রদ দ্বিতীয় ভাগ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬। ১৩৩৫ ব. (১৯২৮ খ্রীঃ) বইটির ১ম সংস্করণ মোহাম্মদ রুহুল আমীন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, হানাফী মেশিন প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ শুকুর আলি দ্বারা মুদ্রিত। এ খন্ডে মির্যা মসীহ দাবী খন্ডন সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি সাহেব প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ হতে পারেন কিনা ? এই প্রশ্নের সমাধানে ১৪টি হাদীস ও বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি সহ মির্যা যে মসীহ হতে পারেন না সেই বিষয়ে জবাব দিয়েছেন। ১ম হাদীসে মরিয়ম পুত্র মসীহ, ঈসা নবী উল্লাহ, রুহুল্লাহ শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। মির্যা সাহেবের মাতার নাম মরিয়ম ছিলনা। তাই কি করে তিনি নবী ও রুহুল্লাহ হতে পারেন ?

হাদীসে আছে মসীহ (আঃ) এর যামানায় ইসলাম ব্যতীত সমস্ত ধর্ম লুপ্ত প্রায় হবে। কিন্তু মির্যা সাহেবের যামানায় ইহুদী, খৃষ্টান, পারসিক, বৌদ্ধ, হিন্দু প্রভৃতি ধর্মের প্রচলন ছিল। বরং মির্যা সাহেবের মুষ্টিমেয় সম্প্রদায় ব্যতীত পৃথিবীর ৪০ কোটি মুসলমানকে তিনি কাফির ফৎওয়া দিয়েছেন। হাদীসে আছে হযরত মসীহ (আঃ) এর কবর মদীনা শরীফে হযরত নবী (স.) এর কবরের নিকট হবে। তিনি ১৯০৬ খ্রী. ১৪ জানুয়ারী একটি ম্যাগাজিনে লিখেছিলেন "আমি মক্কা শরীফে কিংবা মদীনাতে মরিব"। কিন্তু তিনি লাহোরে মারা যান এবং কাদিয়ানে প্রোথিত হন। সুতরাং তার দাবী মিথ্যা। মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি যে মাহদী নন এতদ বিষয়ে এই খন্ডে প্রশ্ন উত্তর আকারে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

৩২। কাদিয়ানি রদ তৃতীয় ভাগ ঃ

কাদিয়ানি রদ ৩য় ভাগ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। বইটি ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, হানাফী প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ শুকুর আলি দ্বারা মুদ্রিত

Dhaka University Institutional Repository

এবং ১৩৩৫ ব. (১৯২৮ খ্রীঃ) ১ম সংস্ককরণ প্রকাশিত। এ কিতাবে মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি মছিলে মসীহ হওয়ার ধারনাকে খন্ডন করা হয়েছে। মির্যা সাহেবের 'এজালাতোল আওহাম' নামক কিতাবে ১৬৯/২২৭ পৃষ্ঠায় সুরা আল ইমরানের একটি আয়াত

يٰعيسىٰ انى متو فيك ورافعك الىّ

অর্থ ঃ 'হে ঈসা ! আমি তোমাকে নিয়ে নেবো এবং তোমাকে নিজের দিকে তুলে নিবো'। (৩ঃ৫৫)

উল্লেখ করে বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) মারা গিয়েছেন।[১৪৭] এরই উত্তরে মাওলানা রুহুল আমীন বিভিন্ন উলামা, তাফসীর বিদ ও হাদীস বিশারদগণের মতামত উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) মৃত্য বরণ করেন নাই।

এছাড়া মির্জা আরও দাবী করেন যে, তিনি মছিলে মছিহ অর্থাৎ ঈসা (আঃ) এর এক রুহ ও এক ওজুদ। এ ক্ষেত্রে মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব মির্যায়ীদিগের নিকট ১০টি প্রশ্ন রেখে প্রমাণ করেছেন যে, মির্যা কখনও মছিলে মসীহ হতে পারেনা।

৩৩। কাদিয়ানি রদ চতুর্থ ভাগ ঃ মির্যার আকায়েদ

কাদিয়ানি রদ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮। ১৩৩৬ ব. (১৯২৯ খ্রীঃ) বইটির ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, হানাফী মেশিন প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ শুকুর আলি দ্বারা মুদ্রিত। এই খন্ডে মাওলানা মির্যার আকায়েদ সম্বন্ধে আলোকপাত করেছেন। মির্যা সাহেব খোদার সন্তান সন্ততি থাকার দাবী করেছেন। তিনি 'হাকিকাতোল অহির' ৮৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ انت منى بمنزلة ولدى –

অর্থ ঃ 'তুমি আমার নিকট আমার সন্তানের তুল্য' তিনি দাফেয়োল বালায় লিখেছেন ঃ انت منى بمنزلة او لادى

[১৪৭]। উক্ত বই এর পৃ.১-২।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ ঃ 'তুমি আমার নিকট আমার সন্তানদিগের তুল্য' তিনি আলবোশরা কিতাবে ১ম খন্ডের ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন ঃ اسمع ولدى

অর্থ ঃ 'তুমি শুন, হে আমার পুত্র'। তিনি য়ুহুদী খৃষ্টানদিগের ন্যায় নিজেদিগকে ও ঈসা (আঃ)কে খোদার পুত্র বলে অভিহিত করেন এবং সেই বাতিল আকিদার প্রচার করেন। অথচ আল্লাহ কুরআনে বলেছেন -

لم يتخذ ولدا سبحانه -

অর্থ ঃ ''তিনি (আল্লাহ) পুত্র বানান নাই তিনি পাক''। সুরা ইখলাছে বলা হয়েছে - لم يلد ولم يولد

অর্থ ঃ ''তিনি (কাহাকেও) জন্মদান করেন নাই এবং কাহারও জাত নহেন (১১২ঃ৩)।[১৪৮] মির্যার প্রতিটি আকায়েদ যে ভ্রান্ত তা তুলে ধরে মাওলানা কুরআন হাদীসের যুক্তির আলোকে খন্ডন করেছেন।

৩৪। কাদিয়ানি রদ ৫ম ভাগ (মির্যার গুপ্ত রহস্য) ঃ

কাদিয়ানি রদ ৫ম ভাগ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১৮। ১৩৩৬ ব. (১৯৯২ খ্রী.) এর ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, হানাফী মেশিন প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ শুকুর আলি দ্বারা মুদ্রিত। লেখক প্রথম অধ্যায়ে বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।[১৪৯]

عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذ بون قريب من ثلثين كلهم يزعم انه رسول الله (متفق عليه)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত মহানবী (সঃ) ইরশাদ করেন ''কিয়ামত হবে না যতক্ষণ না প্রায় ৩০ জন মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক প্রেরীত হয়। তাদের প্রত্যেকে দাবী করবে সে আল্লাহর

[১৪৮]। উক্ত বই এর পৃ.১-২।
[১৪৯]। উক্ত বই এর পৃ.১-২।

Dhaka University Institutional Repository

রাসুল।" এ প্রেক্ষিতে লেখক কতগুলো জাল নবুয়তের দাবী কারীদিগের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করেছেন।

(১) মোছায়লাম কাজ্জাব, (২) আছওয়াদ আনছি, (৩) ইবনে ছইয়াদ (৪) তোলায়খা (৫) ছাজাহ (৬) মিথ্যাবাদী মোসতাব (৭) কবি মোতানাববী (৮) বাহবুজ (৯) ইয়াহহিয়া ইবনে জেকরাদ্দছে কেরামতি (১০) হোছাইন (১১) ঈসা ইবনে মেওযরাহছে (১২) আবু তাহের কেরামতি (১৩) গাজারি এ ভাবে ২৮ নম্বর মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি।[১৫০] উক্ত কিতাব ২য় অধ্যায়ে মির্যার ১৫টি উন্নত প্রদর্শনীর বিবরণ দেয়া হয়েছে। তিনি মুজাদ্দিদ, মুহাদ্দিস, প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্দী ইমামোজ্জামান, মির্যার খোদার পুত্র হওয়ার দাবী, মির্যার হায়েজ ও বাচ্চা হওয়ার বিবরণ, মির্যার আল্লাহর বীর্য হওয়ার বিবরণ (নাউযুবিল্লা), মির্যার গর্ভস্থিতি হওয়া, মির্যার প্রসব বেদনা, মির্যার খোদা হওয়ার দাবী এবং খোদার পিতা হওয়ার দাবী প্রভৃতি বাতিল দাবীগুলোর অসারতা প্রমাণ করেছেন।

৩৫। কাদিয়ানি রদ ৬ষ্ঠ ভাগ (মির্যার অহি ও এলহামের অসারতা) ঃ

কাদিয়ানি রদ ৬ষ্ঠ ভাগ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০। ১৩৪৪ ব. (১৯৩৭ খ্রী.) বইটির ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৪/১ হায়াৎ খাঁ লেন, মাজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ আবদুর রহিম দ্বারা মুদ্রিত।

এ গ্রন্থে মাওলানা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানির মুজাদ্দিদ হওয়া, ইসলাম প্রচারক ও সংস্কারক এবং খোদা তা'য়ালার খলীফা হওয়া প্রতিনিধি হওয়ার দাবীর অসারতা প্রমাণ করেছেন।

১৫০। উক্ত বই এর পৃ.৪-১১।

Dhaka University Institutional Repository

৩৬। সঠিক বঙ্গানুবাদ মেশকাত-মাছাবিহ (২য় ভাগ) ঃ

মেশকাত মাছাবিহ ২য় ভাগ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৭। প্রকাশ কাল জানা যায়নি। মাওলানা সহীহ শুদ্ধভাবে মেশকাত শরীফের অনুবাদ কার্য সম্পাদনে হাত দিয়েছিলেন। মোট তিন খন্ড অনুবাদ করেছেন। ২য় ভাগের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ১ম অধ্যায়ে কিতাব ও সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি হাদীসের আরবী এবারত উল্লেখ না করে শুধু অনুবাদ করেছেন। সরল বাংলায় অনুবাদ করার পর টীকা ব্যবহার করেছেন। টীকার মধ্যেই হাদীসের ব্যাখ্যা পর্যালোচনা মূলক মতামত প্রকাশ করেছেন।

৩৭। বঙ্গানুবাদ মেশকাত মাছাবিহ (৩য় ভাগ) ঃ

মেশকাত মাছাবিহ ৩য় খন্ড বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮। ১৩৪৮ ব. (১৯৪১ খ্রীঃ) ১ম সংস্করণ বের হয়। ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, মাজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ আবদুর রহিম দ্বারা মুদ্রিত। মাওলানা একই পদ্ধতিতে হাদীসের বিশুদ্ধ সরল অনুবাদ এবং টীকার সংযোজনের মাধ্যমে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন।

৩৮। জরুরী ফৎওয়া ১ম ভাগ ঃ

জরুরী ফৎওয়া বই খানা ৮৯ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এর ৩য় সংস্করণ ১৩৯৪ ব. প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক বশির হাট বঙ্গনূর প্রেস হতে মুদ্রিত। হযরত নবী করিম (সঃ) এর পোষাক পরিচ্ছেদ ব্যবহার এবং স্ত্রীলোকের পর্দা সংক্রান্ত যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ মসলার সমাধান দেয়া হয়েছে এ কিতাবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯। বেহেশত দোজখের বর্ণনা ও কেয়ামতের সংবাদ (২য় ভাগ)ঃ

কেয়ামতের সংবাদ পুস্তিকা খানা ২১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ১৩৯৫ ব. বইটির ২য় সংস্করণ মোহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক বশির হাট বঙ্গনুর প্রেস হতে মুদ্রিত। এতে লেখক বেহেশত ও দোজখের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন এবং কিয়ামতের আলামত বর্ণনা করেছেন।

৪০। গ্রামে জুমা সম্মন্ধে মক্কা শরীফ ও হিন্দুস্থানের ফৎওয়া ঃ

গ্রামে জুমা সম্বন্ধে মক্কা শরীফ ও হিন্দুস্থানের ফৎওয়া বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১। ১৩৩৪ ব. (১৯২৭ খ্রীঃ) এর ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, হানাফী মেশিন প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ শুকুর আলি দ্বারা মুদ্রিত। এ বইতে লেখক গ্রামে জুমা সহীহ কিনা এ বিষয়ে মক্কা শরীফ ও হিন্দুস্থানের ফৎওয়া উপস্থাপন করেছেন। উপমহাদেশে শহর বন্দর ছাড়াও 'কসবা' নামে প্রচলিত বস্তি রয়েছে যেখানে শত শত মানুষ বসবাস করে। এই সমস্ত এলাকায় জুমা জায়েয কিনা মাওলানা গুরুত্বপূর্ণ মসলার সমাধান দিয়েছেন যে, আমাদের দেশে শহর, বন্দর এবং এই 'কসবা' গুলোতে জুমা সহীহ হবে। উল্লেখ্য ঐ সময়ে কারও কারও মতে জুমা সহীহ নয় বলে ফৎওয়া দেয়া হয়েছিল।

৪১। গ্রামে জুমা বা হিন্দুস্থানের একটি ফাতাওয়ার রদ ঃ

গ্রামে জুমা বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২। ১৩৪৭ ব. (১৩৪০ খ্রীঃ) ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, মাজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ আবদুর রহিম দ্বারা মুদ্রিত। এ কিতাবে জুম'আ শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে শহরের ব্যাখ্যা কিরুপভাবে হবে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। গ্রামে জুম'আ জায়েয হওয়া সম্বন্ধে হানাফী ও শাফিয়ীদিগের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। শাফিয়ীদের মতে গ্রামে অথবা শহর হোক জুমআ

Dhaka University Institutional Repository

জায়েজ হওয়ার জন্য ৪০জন লোকের জামায়াত হওয়া শর্ত। আর হানাফীদিগের মতে জুম'আ সহীহ হওয়ার জন্য শহর হওয়া শর্ত, গ্রামে জুম'আ জায়েয নয়। এ বিষয়ে বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

৪২। কোরআন শরিফ সঠিক বঙ্গানুবাদ পারা আম ঃ

কুরআন শরীফ আম পারা পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৬০। ১৩৩৫ ব. (১৯২৮ খ্রী.) বইটির ৪র্থ সংস্করণ ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, হানাফী মেশিন প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ শুকুর আলি দ্বারা মুদ্রিত। মাওলানা আলিফ লাম পারা হতে তিলকার রসুল এবং শেষে আম পারার অনুবাদ ও তাফসীর করেছেন। তার লেখার পদ্ধতি প্রথমে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে অনুবাদ করেছেন তার টীকার সংযোজন করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন, শানে নযুল বর্ণনাসহ প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেছেন। অনুবাদ ও টীকার পরে প্রশ্নোত্তর আকারে বিভিন্ন বিষয়ের সমাধান দিয়েছেন।

৪৩। বঙ্গানুবাদ খোৎবা ঃ

বঙ্গানুবাদ খোৎবা বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৭। ১৩৩৬ ব. (১৯২৯ খ্রীঃ) ২য় সংস্করণ, ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, হানাফী মেশিন প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ শুকুর আলি দ্বারা মুদ্রিত। মাওলানা অন্যান্য বই রচনার পাশাপাশি খুৎবাও রচনা করেছেন। এ কিতাবে মোট ১১টি খুৎবা সন্নিবেশ করা হয়েছে। জুম'আ, দুই ঈদ ও নিকাহের খুৎবা। কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি সহ খুৎবা তৈরী করেছেন। এবং আরবীর নীচে সরল বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করেছেন। গতানুগতিক খুৎবার চেয়ে মাওলানার খুৎবার একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪৪। হজ্জের মাসায়েল ঃ

হজ্জের মাসায়েল বই খানা ১৬৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ১৩৪৬ ব. (১৯৩৯ খ্রীঃ) ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, মাজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ আবদুর রহিম দ্বারা মুদ্রিত। এ বইতে হজ্জের যাবতীয় নিয়ম কানুন সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। হজ্জের প্রকারভেদ, আদায়ের শর্ত, ইহরাম বাধার নিয়ম, তাওয়াফ করার নিয়ম, আরাফাতে অবস্থান, মিনায় অবস্থান, কুরবানী ইত্যাদি বিষয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৪৫। জরুরী মাসায়েল ২য় ভাগ ঃ

জরুরী মাসায়েল ২য় ভাগ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৬। ১৪০২ ব. ৫ম সংস্করণ বের হয়। মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্তৃক বশিরহাট "নবনুর প্রেস" হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সাধারণত যে বিষয়গুলো লোকের প্রয়োজন এমনি মাসআলাগুলোর সমাধান দিয়েছেন। মাওলানা এ অংশে শির্ক ও বিদআত মুক্ত আলিমে হক্কানীর সান্নিধ্য দরকার এজন্য তিনি পীরের প্রকৃত লক্ষণ বর্ণনা করেছেন, যিকর কালে নর্তন কুর্দন অবৈধ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এছাড়া গীত বাদ্য হারাম, বর পণ ও কনে পণ হারাম সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করেছেন।

৪৬। জরুরী মাসায়েল ৩য় ভাগ ঃ

জরুরী মাসায়েল ৩য় ভাগ বইটিতে পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৬। ১৩৮৫ ব. বইটির ৩য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ কর্তৃক বশির হাট বঙ্গনুর প্রেস হতে মুদ্রিত। এ বইতে মোট ১৬টি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১ম মাসআলা - আল্লাহ তায়ালার স্বরুপ ও মুতাশাবাহ আয়াত ও হাদীসগুলোর বিবরণ।

২য় মাসআলা - আয়ু কম বেশী হয় কিনা ?

৩য় মাসআলা - মসজিদে যেরার ও হারাম টাকায় নির্মিত মসজিদের বিবরণ।

মাওলানা এমনি ভাবে ১৬টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তাঁর এ কিতাবে।

৪৭। মওলানার ফৎওয়া বা জটিল মসলার মীমাংসা ঃ

মওলানার ফৎওয়া নামক বইটি ৪০ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এর ২য় সংস্করণ ১৩৩৩ ব. (১৯২৬ খ্রীঃ) মোহাম্মদ শুকুর আলি কর্তৃক প্রকাশিত। মাওলানা এ বইতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নোত্তর আকারে ২০০টি জটিল মাসআলার সমাধান দিয়েছেন।

৪৮। মোলাখ্যাছের অনুবাদ ঃ

মূলত এটি একটি অনুবাদ গ্রন্থ। এটা 'কারামাতোল হারামাই নিশ শরীফাইনে' গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এজন্য এটাকে মোলাখ্যাছ বলা হয়েছে। এর মূল লেখক মওলানা কারামত আলী জৈনপুরী। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬। ১৩৯৫ ব. ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক বশির হাট বঙ্গনুর প্রেস হতে মুদ্রিত। মীলাদ ও কিয়াম সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে বইটি লিখিত। মীলাদ ও কিয়াম একটি মুস্তাহাব, জনহিতকর ও কল্যাণকর কাজ এটা বিদ'আত নয়। সেই কথা মাওলানা যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করেছেন। যুগে যুগে ইমামগণ এবং বিভিন্ন বুযর্গ ব্যক্তিগণ মীলাদ ও কিয়ামকে মুস্তাহাব মনে করেন। এটা মূলত রাসুল (সঃ) এর জন্য একটা সম্মান জনক কাজ করা। আর রাসুলকে (সঃ) সম্মান করার জন্য নির্দেশ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪৯। হানাফী ফেকহ-তত্ত্ব বা মসলা ভান্ডার (২য় খন্ড) ঃ

'হানাফী ফেকহ-তত্ত্ব' বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। ১৩৮৬ ব. ৩য় সংস্করণ মোহাম্মদ আবদুল মাজেদ কর্তৃক বঙ্গনুর প্রেস হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। লেখক এ কিতাবে প্রশ্নোত্তর আকারে ৬টি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। বিষয়গুলো হচ্ছে- মোজা মাছেহ করার বিবরণ, জখম ও পট্টীর উপর মাছেহ করার বিবরণ, হায়েজ ও নেফাছের বিবরণ, নাপাক বস্তুগুলির বিবরণ, নাপাক বস্তু পাক করার বিবরণ এবং ইস্তেনজা করার বিবরণ।

৫০। কেরাত শিক্ষা ১ম ভাগ ঃ

কেরাত শিক্ষা ১ম ভাগ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০২। ১৩৪৫ ব. (১৯৩৮ খ্রী.) বইটির ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৪/৩ হায়াত খান লেন, মাজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ আবদুর রহিম দ্বারা মুদ্রিত। লেখক বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াতের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় নীতিমালা উল্লেখ করে গ্রন্থটি রচনা করেছেন।

৫১। তাছাওয়াফ - তত্ত্ব তরিকত দর্পণ (মলফুজাতে ছিদ্দিকিয়া) ঃ

ইলমে তাসাওউফের ক্ষেত্রে বইটি প্রসিদ্ধ। বইটির পৃষ্টা সংখ্যা ২৮৮। ১৯৯৩ খ্রী. এপ্রিলে ৩য় মুদ্রণ। নব প্রকাশ ভবন, ৩৮/৪, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০ হতে সিরাজুল হক দ্বারা প্রকাশিত। একমাত্র এ বইটি বাংলাদেশ হতে প্রকাশিত হয়। বইটি মোট ৭টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত।

১ম পরিচ্ছেদে শরীয়ত, তরীকত, হকীকত ও মা'রিফাতের বর্ণনা। এছাড়া মুরাকাবা, যিকর, তাওয়াজেজাহ প্রভৃতি। ২য় পরিচ্ছেদে মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) এর মকতুবাতের বিভিন্ন উদ্ধৃতি পেশ করা হয়। ৩য় পরিচ্ছেদে রিয়াকারী পীরের ৩টি ঘটনা উল্লেখ করেন। কৃপণতা বর্জন, লোভ সংবরণ, ক্রোধ সংবরণ, নিষ্ঠুরতা

Dhaka University Institutional Repository

বর্জন, জিহব্বার সদ্ব্যবহার, মিথ্যা, পরনিন্দা, চোগোলখুরী, তোষামদ, কাউকে বিদ্রুপ করা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ৪র্থ পরিচ্ছেদে কর্কশ কথা, তরীকতের পীর অন্বেষণ, বয়'আত ইত্যাদি বিষয়ে অলোচনা। ৫ম পরিচ্ছেদে নকশ বন্দীয়া মুজাদ্দেদিয়া তরীকার নিয়মাবলীসহ দায়েরা, বেলায়েত, কামালিয়াত, মাকামাতে সালেহীন, মাকামাতে শুহাদা, মাকামাতে সিদ্দিকীন, কাশ্‌ফ ও ইলমে লাদুন্নীর ফায়য প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা। ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে কাদিরীয়া তরীকার যিকর, যোহদ, তসলীম, সবর, কানায়াত, রেযা ও মাকামের বর্ণনা।

৫২। অজিফা ও তরিকার পীরগণের শেজরা ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬। ১৪০২ ব. ৩য় সংস্করণ বের হয়। বশিরহাট নবনূর প্রেস হতে মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এ ছোট পুস্তিকাতে তরীকত পন্থীকে প্রথমে সুন্নতঅল জামায়াত ভুক্ত আলিমগণের মতানুযায়ী আকিদা সহীহ করে নেয়ার তাকিদ রয়েছে। এতে নকশ্‌বন্দীয়া মুজাদ্দেদিয়া তরীকার নিয়মাবলী, সওয়াবরেছানির নিয়ম, যিকরের নিয়ম, রুহের যিকেরের নিয়ত, বায়ুলতিফার যিকেরের নিয়ত, সুলতানুল আযকার, নফী ইছবাতের নিয়ত, কাদেরিয়া তরীকার নিয়মাবলী ও চিশতিয়া তরীকার নিয়মাবলী বর্ণনা করা হয়েছে।

এছাড়া নকশবন্দীয়া মুজাদ্দেদিয়া তরীকার পীরগণের শাজরা, কাদেরিয়া তরীকার পীরগণের শাজরা, চিশতিয়া তরীকার পীরগণের শাজরা ও ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব কেবলার নসবনামা ইত্যাদি স্ববিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫৩। ঈদ ও নারী ঃ

ঈদ ও নারী বই এর পৃষ্ঠা সংখ্যা পরিশিষ্টসহ ৫৪। ১৩৪২ ব. এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৪/১ হায়াৎ খা লেন, মাজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ আবদুর রহিম দ্বারা মুদ্রিত। এ বই এর প্রতি পাদ্য বিষয় মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় প্রকাশিত বিষয়ের প্রতিবাদ। খাঁ সাহেব তার পত্রিকায় নারীদের ঈদগাহে যাবার ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন এবং যাওয়া ওয়াজিব বলেছেন সেটা হানাফী সহ চার মযহাবের বিপরীত মত।

তিনি মোস্তফা চরিতে মিরাজ ও সিনাচাক সম্পর্কে সত্য মতকে বাতিল বলেছেন। এজন্য এতদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাওলানা তাঁর এ পুস্তকে আকরাম খাঁ সাহেবের লেখার প্রতিবাদ করেছেন।

৫৪। দাল্লীন ও জাল্লীনের মিমাংসা ঃ

দাল্লিন ও জাল্লিন মিমাংসা বইটির পৃষ্টা সংখ্যা ৮৩। ১৩৪৫ ব. ৪/১ হায়াৎ খাঁ লেন, মাজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ আবদুর রহিম কর্তৃক মুদ্রিত। এ গ্রন্থে মাওলানা কুরআনের বাণী ঃ

ورتل القران ترتيلا

অর্থ ঃ 'কুরআনকে তাজবীদ অনুযায়ী তিলাওয়াত কর' (৭৩ ঃ ৪)। এ আয়াতের সূত্র ধরে তাজবীদসহ কুরআন পড়তে উৎসাহ দিয়েছেন। তৎসহ আরবী ভাষার মোট ৩০টি অক্ষরের মধ্যে দোয়াদ ও জোয়া এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে পড়তে বলেছেন। আহলে হাদীসের অনুসারী লোকেরা সুরা ফাতিহার শেষে জাল্লীন পড়ে থাকে।

কিন্ত যেহেতু দোয়াদ একটি পৃথক অক্ষর তাই দোয়াদ পড়তে হবে। এ বিষয়ে মৌলবী জহুরুল হক সাহেব ও মৌলবী আমানত আলী সাহেবের সংগে দ্বিমত পোষন করেন। তারা দু'জন বলেন যে, যেহেতু আলিমগণ দোয়াদ এভাবে উচ্চারণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মৌলবী জহুরুল হক সাহেব তার নিজ রচিত পুস্তকে লিখেছেন যে, এতদঅঞ্চলের জনগণ যেরুপ দোয়াদ উচ্চারণ করেন উহা মোটেই দাল ভিন্ন আর কিছু নয়। তাই কুরআন পড়তে দোয়াদকে ঐভাবে পড়লে নামায বাতিল হবে।

মৌলবী আমানত আলী সাহেব 'রেছালায়ে দাল্লীন ও জাল্লীন' গ্রন্থে লিখেছেন, কাজী খান, শামী, আলমগীরী ও অন্যান্য কিতাবে আছে দোয়াদকে জোয়া জাল ও যে পড়লে নামায জায়েয হবে।

মাওলানা রুহুল আমীন মহানবী (সঃ) এর বাণীর সূত্র ধরে উত্তর দিয়েছেন ঃ

- إقرا القران بلحون العرب

"তোমরা আরবী ইলহানে কুরআন পাঠ কর" এ হাদীস অনুযায়ী দোয়াদ ও জোয়া এর উচ্চারণ আরবের ক্বারীগণ হতে অনুসরণ করতে হয়। আরবীয় ক্বারীগণের মধ্যে উচ্চারণে এ দু'টি অক্ষরের যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। তাই দোয়াদ অক্ষরকে জোয়া এর মত উচ্চারণ করে মাগজুব ও জাল্লীন পড়া জায়েজ হবে না।[১৫১] এ বিষয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে মাওলানা বহুযুক্তি ও উদাহরণ উপস্থাপন করে বইটির সমাপ্তি টেনেছেন।

৫৫। ফুরফুরা শরীফের পীর মোজাদ্দেদে জামান আমীর শরীয়ত হযরত মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) এর বিস্তারিত জীবনীঃ

মুজাদ্দিদে জামান আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ) এর বিস্তারিত জীবনী বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০৮। ১৩৪৬ বংগাব্দে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটির সার্বিক আংগিক ঠিক রেখে ১৯৯৭ খ্রী. ইশায়াতে ইসলাম কুতুব খানা মার্কাজে ইশায়াতে ইসলাম দারুস সালাম, মীরপুর হতে পুনঃমুদ্রণ হয়। বইটিতে ৩৭টি বিষয়ে হযরত পীর সাহেবের জীবনীর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তন্মধ্যে

[১৫১] । উক্ত বই এর পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

হযরতের বংশ পরিচয় জন্ম ও শিক্ষা তরীকতের শিক্ষা লাভ ও তরীকতের দীক্ষা প্রদান, ওয়াজ ও কারামত জনহীতকর কাজ ও বহু সংখ্যক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, ইবাদত বন্দেগী, স্বভাব চরিত্র, সালাত, তাঁর ইন্তেকালে পত্র পত্রিকার অভিমত। মাওলানা রুহুল আমীন যত বই লিখেছেন প্রত্যেকটি বইতে তার এই পীর সাহেবের অনুমোদন নিয়ে প্রকাশ করেছেন। তার মত মহান সাধকের বিস্তারিত জীবনী লিখে উপমহাদেশের লক্ষ লক্ষ মুজাদ্দিদ ভক্তদের জন্য বড় খেদমত করেছেন। বইটি বহু দিন পর হলেও মাওলানার লিখা হুবহু ঠিক রেখে প্রকাশ করা হয়েছে।

৫৬। কলেমাতোল কোফর ঃ

কালেমাতুল কুফর বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২। চব্বিশপরগণা বশির হাট নিবাসী মোহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক বংগনুর প্রেস হতে ১৩৯৩ ব. নতুন সংস্করণ মুদ্রিত হয়।

মাওলানা এ গ্রন্থের শুরুতে শামী কিতাবের ১ম খন্ড ৪৪ পৃষ্ঠার একটি ইবারত তুলে ধরেছেন সেখানে উদ্ধৃত আছে 'তিবইনুল মাহারেম' কিতাবের বর্ণনা "পাঁচটি ফরয সংক্রান্ত ইল্‌ম হারাম ও কাফেরী মূলক শব্দগুলোর ইলম শিক্ষা করা যে ফরয এতে সন্দেহ নেই। আমি শপথ করে বলছি, এ যামানায় হারাম ও কাফেরী মূলক কথাগুলোর ইল্‌ম শিক্ষা করা অত্যন্ত জরুরী, কেননা তুমি অধিকাংশ নিরক্ষর লোকদিগ হতে শ্রবণ করবে যে তারা এমন কথা বলে যাতে কাফির হয়ে যায় অথচ এটা তারা অবগত নয়।

উক্ত গ্রন্থে ধারাবাহিক ভাবে বিষয় ভিত্তিক কতিপয় মসআলার অবতারণা করে দেখানো হয়েছে যে, এগুলো কুফরী কথা।

১ম পর্যায়ে আল্লাহর যাত ও ছিফাত সংক্রান্ত আলোচনা, ২য় পর্যায়ে নবী রাসুল ও ফিরিশতা সম্পর্কে, ৩য় পর্যায়ে কুরআন সম্পর্কে, ৪র্থ পর্যায়ে যিকির সম্পর্কে, ৫ম পর্যায়ে নামায, রোযা, যাকাত সংক্রান্ত

382724

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

মসআলা সম্পর্কে, ৬ষ্ঠ পর্যায়ে ইলম ও আমল সম্পর্কে, ৭ম পর্যায়ে হালাল ও হারাম সম্পর্কে, কিয়ামত ও আখিরাত সংক্রান্ত, ৮ম পর্যায়ে মৃত্যু সম্পর্কে কতিপয় মসআলা সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। কোন কথা বললে মানুষ কাফির হয়ে যায় সেই উদাহরণগুলো তিনি উপস্থাপন করেছেন।

৫৭। ইসলাম ও সংগীত (প্রথম ভাগ) ঃ

ইসলাম ও সংগীত প্রথম ভাগ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৫। ১৩৩৫ ব. (১৯২৮ খ্রীঃ) ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট হানাফি মেশিন প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ শুকুর আলী দ্বারা মুদ্রিত বই এর শুরুতে মোহাম্মদী সম্পাদক মাওলানা আকরম খাঁ রচিত 'সমস্যা ও সমাধান' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ করা হয়েছে। মাসিক মোহাম্মদী ১ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩৫/১৯২৮ খ্রীঃ 'সমস্যা, ও সমাধান' প্রবন্ধে মাওলানা আকরাম খাঁ লিখেছেন - সাধারণতঃ লোকদের বিশ্বাস এই যে, এছলাম ধর্মে সকল প্রকারের সমস্ত সংগীতকেই নিষিদ্ধ বলিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশের আলেম সমাজ সাধারণভাবে সংগীতের বিরুদ্ধে যে সব কঠোর অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতেও জনসাধারণের উপরোক্ত বিশ্বাসের যথেষ্ট পোষকতা হইয়া আসিতেছে। আমরা দাবী করিয়া বলিতেছি - ত্রিশ পারা কোরআনের মধ্যে একটি আয়াতও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাহাতে সংগীতকে নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে, রছুলে করিম সংগীত মাত্রকেই নিষিদ্ধ বা নাজায়েজ বলিয়া আদেশ প্রদান করিয়াছেন - এরুপ একটিও ছহি হাদীস আজ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। আমরা অকাট্যরুপে প্রমাণ করিয়া দেখাইব যে -

(১) হযরত রছুলে করিম (সঃ) স্বয়ং সংগীত শ্রবণ করিয়াছেন ও তাহার অনুমতি এমনকি আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

(২) এমাম আবু হানিফা, এমাম মালেক, এমাম শাফেয়ী, এমাম আহমেদ-বিন-হাম্বল প্রভৃতি এমামগণ সংগীতকে জায়েজ বলিয়া

Dhaka University Institutional Repository

মনে করিতেন এবং নিজেরাও সংগীত শ্রবণ করিতেন। এমাম মালেক তো নিজেই একজন সংগীত শাস্ত্র বিশারদ পন্ডিত ছিলেন।[১৫২]

এ গ্রন্থে সংগীত সম্পর্কে তিনটি আয়াতের পর্যালোচনা করা হয়েছে (১ম আয়াত) কুরআনের বাণী -

ومن الناس من يشترى لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا

অর্থ ঃ লোকদিগের মধ্যে কতক এরূপ আছে যে, লাহওয়াল হাদীস অবলম্বন করেন। এহেতু যে, লোকদিগকে বিনা জ্ঞানে খোদার পথ হতে ভ্রষ্ট করে এবং উহা হাসি-ঠাট্টা রূপে ব্যবহার করে (৩১ ঃ ৬)।

উক্ত আয়াতে لهو الحديث এর ব্যাখ্যা নিয়ে মাওলানা আলোকপাত করেছেন।[১৫৩] তিনি প্রমাণ করেছেন যে, لهو الحديث এর অর্থ সংগীত। সুতরাং তার মতে সংগীত যে হারাম এতে কোন সন্দেহ নেই। এ পর্যায়ে তিনি তফসীরে ইবন কাছীর ৮ম খণ্ড, ৩-৪ পৃ., তফসীরে ইবন জরীর ২১ খণ্ড, ৩১ পৃ. তফসীরে রুহুল মা'আনী ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৪৬৩ পৃ. ও তফসীরে দুররুল মনসুর ৫ম খণ্ড, ১৫৯-১৬০ পৃ. উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) ও হযরত ইবন আব্বাস (রা.) বহু সংখ্যক তাবে'য়ীর মত এর সমর্থনে রয়েছে। তাঁরা সকলেই "লাহ্ওয়াল হাদীস" এর অর্থ সঙ্গীত বলেই প্রকাশ করেছেন।

قال الحسن البصرى نزلت هٰذه الاية فى الغناء والمزا مير

হাসান বসরী বলেছেন - এ আয়াতটি সঙ্গীত ও বাদ্য সমূহ সম্বন্ধে নাযিল হয়েছিল।

১৫২। মুস্তফা নূর উল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রী., পৃ. ৯৯-১০০।

১৫৩। রুহুল আমিন, ইসলাম ও সংগীত ১ম ভাগ, পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া মাওলানা রুহুল আমীন কর্তৃক গীত বাদ্য হারাম হইবার প্রমাণ শীর্ষক একটি নিবন্ধ ইসলাম নূর ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ফাল্গুণ ১৩৩২ (বঃ)/১৯২৬ খ্রীঃ তারিখে প্রকাশিত হয়।

"খোদাতায়ালা হতভাগ্যদলের বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, তাহারা কোরান শ্রবণ হইতে বিমূখ হইয়া গীত বাদ্য শ্রবণে তৎপর হয়।

এইরুপ কোন হাদীসে প্রমান নাই যে, হযরত নবীয়ে করিম (দঃ) এর সময় বা খলিফা এবং ছাহাবাগণের সময়ে কোন প্রকার গীত বাদ্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কোন কোন মারফত পন্থী সেতার, বেহালা, একতারা, বেণু, বাঁশী প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র সমূহ হালাল করার মানসে কতকগুলি পুস্তক প্রণনয়ন করিয়ছেন এবং তাহারা উক্ত গ্রন্থ সমুহে খোদাতালা, রসুল, সাহাবাগণ ও ধর্মপ্রাণ বিদ্যানগণের প্রতি আশ্চার্য্যজনক মিথ্যারোপ করিয়াছে - ঐ লোকগুলি তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে, যাহাদের সহিত শয়তান ক্রীড়া করিয়াছে এবং তাহাদিগকে দুষ্ট রিপুর কামনা দূরাদৃষ্টের নিম্নস্তরে নিক্ষেপ করিয়াছে, এইরুপ মতাবলম্বী ব্যক্তিরা সত্য পথ ভ্রষ্ট হইয়াছে, কারণ উহার মধ্যে ও তাসাওয়াফের মধ্যে সহস্র সহস্র ব্যবধান রহিয়াছে। যদি কোন মহৎপ্রাণ ব্যক্তি উক্ত বিষয়গুলির মধ্যে কোনটি হালাল বলিয়াছেন বলিয়া তুমি প্রমান পাও, তবে তুমি ইহার দ্বারা প্রতারিত হইও না, কেননা উহা চারি এমাম বা অন্যান্য মহাত্মাদের মতের বিপরীত।[১৫৯]

৫৮। ইসলাম ও সঙ্গীত ২য় ভাগ ঃ

ইসলাম ও সংগীত ২য় ভাগ বই এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৯। বইটি ১৩৪৭ ব. ৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট, মাজেদিয়া প্রেস হতে মোহাম্মদ আবদুর রহিম দ্বারা ২য় সংস্করণ মুদ্রিত যয়। এ বইটিতে মাওলানা

---

[১৫৯]। মুস্তফা নুর উল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রী., পৃ. ৯৮-৯৯।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রীড়া কৌতুক যে হারাম তাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কুরআনের বাণী ঃ

افمن هٰذا الحديث تعجبون وتضحكون و لاتبكون وانتم سامدون

অর্থঃ তোমরা কি এ কথায় (কুরআনের) উপর আশ্চর্যান্বিত হচ্ছো ও হাস্য করছো এবং ক্রন্দন করছো না। অথচ তোমরা সংগীত করছো।[১৫৫] (৫৩ ঃ ৫৯ -৬১)

উক্ত আয়াতের নাযিলের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে মাওলানা কুরআন হাদীস ও যুক্তি তর্কের মাধ্যমে বুঝাতে চেয়েছেন যে, সংগীত/ক্রীড়া কৌতুক ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। সঙ্গীত সংক্রান্ত তৃতীয় আয়াতের উদ্ধৃতি -

واستفزز من استطعت منهم بصوتك

অর্থ ঃ এবং তুমি তাদের মধ্য হতে যাকে পার নিজের শব্দ দ্বারা পদস্খলিত কর। (১৭ ঃ ৬৫)

শয়তান যে সময় বলেছিল যে, আমি আদম সন্তানদিগকে ভ্রান্ত করতে সাধ্য সাধনা করব সে সময় আল্লাহ উপরোক্ত কথা বলেছিলেন। এর পর আল্লাহ বলেন ঃ যে ব্যাক্তিগণ তোমার অনুসরণ করবে, আমি তাদিগকে তোমার সঙ্গে দোযখে নিক্ষেপ করবো। মাওলানা এ আয়াতের প্রেক্ষিতে শয়তানের শব্দের অর্থ তার আহ্বান বুঝাইয়াছেন, আর শয়তানের আহ্বানে অতি নিম্ন শ্রেণী অসাড় কথা নামে অবহিত, উচ্চ শ্রেণী সঙ্গীত ও বাদ্য নামে অবিহিত। মুজাহিদ (র.) বলেন, "সঙ্গীত, সঙ্গীত যন্ত্র সমূহ, ক্রীড়া ও বাতিল কার্য শয়তানের শব্দ"। তফসীরে জালালাইন ২২৩ পৃ. বর্ণিত- (بصوتك) بد عائك با لغناء والمزامير وكل داع الى المعصية

সঙ্গীত, সঙ্গীত যন্ত্রগুলো এবং গুনাহ কার্যের প্রত্যেক আহ্বান কারীকে শয়তানের আহ্বান ও শব্দ বলা হয়েছে। এমনিভাবে তফসীরে ইব্ন জারীর ১৫ খণ্ড, ৭৬ পৃ., তফসীরে দুররে মনসুর ৫ম

[১৫৫] । উক্ত বই এর পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

খণ্ড, ১৯২ পৃ., রুহুল মা'আনী ৪ র্থ খণ্ড, ৫৮৯ পৃ., তফসীরে বাহ্‌রে মুহীত ১৭ খণ্ড, ৫৮ পৃ., তফসীরে আজীজ, ১ম খণ্ড, ৫০৩ পৃ., তফসীরে মাদারিক ১ম খণ্ড, ৪৮৯ পৃ. এবং তফসীরে কবীর ৫ম খণ্ড, ৪২৮ পৃ. তে প্রায় একই রকমের মর্ম বর্ণিত হয়েছে। শয়তানের শব্দের অর্থ আল্লাহ তা'আলার অবাধ্যতার দিকে আহ্বান। কারো মতে, শয়তানের শব্দের অর্থ সঙ্গীত, ক্রীড়া ও কৌতুক।

৫৯। ইসলাম ও মোহামেডান-ল ঃ

ইসলাম ও মোহামেডান-ল বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮৬। ১৩৪৫ ব. (১৯৩৮ খ্রীঃ) ৪/১ হায়াৎ খাঁ লেন মাজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ আবদুর রহিম দ্বারা ১ম সংস্করণ মুদ্রিত। বইটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় মাওলানা আকরম খাঁ কর্তৃক লিখিত মাসিক মোহাম্মদীর ৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত এছলাম ও মহামেডান-ল শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ। মাওলানা আকরম খাঁর মত কুরআন ও হাদীস হতে স্পষ্ট ও পরোক্ষভাবে যে বিধি ব্যবস্থাগুলোর মুনজরী পাওয়া যায় তাই শরীয়ত। কুরআন ও হাদীসের প্রমাণ যে আদেশ নিষেধের পিছনে নেই তা মোহাম্মদীয়া আইন হতে পারেনা।

এ বিষয়ের উপরেই আলোচনা হয়েছে এ কিতাবে। মাওলানা কুরআন ও হাদীসের আলোকে যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন শুধু কুরআন ও হাদীস ইসলামের দলিল নয়। ইজমা ও কিয়াস শরীয়তের আরও দু'টো উৎস। এগুলো মোহাম্মদীয়া আইন। এছাড়াও ফারায়েয ও এক মজলিসে তিন তালাকের ব্যবস্থা সম্বন্ধে খাঁ সাহেবের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

৬০। রদ্দে-শিয়া প্রথম ভাগ ঃ

রদ্দে-শিয়া প্রথম ভাগ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২০। ৪/১ হায়াৎ খাঁ লেন মাজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ আবদুর রহিম দ্বারা

Dhaka University Institutional Repository

মুদ্রিত। ১৩৪৩ ব. (১৯৩৭ খ্রীঃ) ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে শী'আ মতবাদের খন্ডন ও তিন খলীফার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। য়ুহুদী গোত্রের নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা অত্যন্ত কুট কৌশল অবলম্বন করে। মুসলমানদের সংগে মিলে থেকে শী'আ মতবাদের প্রবক্তা হন। শী'আদের ১ম মত - চার/পাঁচ জন ব্যতীত সকল সাহাবা কাফির ও বেদীন হয়ে গিয়েছেন।

২য় মত - কুরআন শরীফে পাঁচ প্রকার পরিবর্তন হয়েছে। ৩য় মত নবী (সঃ) এর পরে ১২ জন ইমাম হয়েছেন। তারা রসুলের ন্যায় বেগুনাহ, তাদের আদেশ পালন করা ফরয, তারা ইচ্ছে মত হালাল হারাম করতে পারেন। এতে নবী (সঃ) এর শেষ নবী হওয়া বাতিল এবং তার শিক্ষা দীক্ষা সমস্ত নষ্ট করে দেয়ার ষড়যন্ত্র। এতে প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি বুঝতে পারেন যে, শী'আমতের প্রবর্তক আল্লাহর শত্রু, কুরআনের শত্রু, ও ইসলামের শত্রু। এ বইতে শী'আ মতবাদের সমস্ত যুক্তি খন্ডন করা হয়েছে।

৬১। রদ্দে-হাফাওয়াতে শেহাবিয়া (রদ্দে বেদয়াত-৪র্থ ভাগ) ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১০। প্রকাশকাল জানা যায়নি। বইটিতে মৌলবী শেহাব উদ্দিন সাহেবের কুরআন হাদীসের অপব্যাখ্যার জবাব দেয়া হয়েছে।

তিনি তহকিকাতে শেহাবিয়ার ৪০ পৃষ্ঠায় লিখেছেন কুরআনের একটি বাণী ঃ

ولم يكن له ولى من الذل .

অর্থ ঃ আর খোদাতায়ালা কোন জাহেলকে বন্ধুরুপে গ্রহণ করেন নাই (১৭ঃ১১১)। যেহেতু মৌলবী সাহেব এস্থলে কুরআনের অর্থ তাহরিফ করেছেন। কেননা মওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (রঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন ইহা নহে যে, দূর্বলতার জন্য তাঁহার (উক্ত খোদার) কোন সহায়তাকারী হইবে।[১৫৬]

---

[১৫৬]। উক্ত বই এর পৃ. ১-৩।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা শাহ আব্দুল কাদের ও মওলানা আশরাফ আলী (র.) একই রকম অর্থ করেছেন। মৌলবী শেহাব উদ্দিন হাদীসের ক্ষেত্রে এরুপ ভিন্ন অর্থ করেছেন। মওলানা তার জ্ঞানগর্ভ আলোচনার মধ্য দিয়ে মৌলবী শেহাব উদ্দিনের জবাব প্রদান করেছেন।

৬২। খাঁ সাহেবের তফসীরের প্রতিবাদ প্রথম ভাগ ঃ

খাঁ সাহেবের লিখিত তাফসীরুল কুরআন এর প্রতিবাদ ১ম ভাগ বইটি ১৩৪৮ ব. ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট মাজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ আবদুর রহিম দ্বারা মুদ্রিত। বহটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৪। এ কিতাবে মূলত মওলানা আকরম খাঁ লিখিত তাফসীরের ভুল-ভ্রান্তি উল্লেখ করে মাওলানা তার প্রতিবাদ করেছেন।

৬৩। আফতাবে হেদায়েত ফিরদ্দে মাহাতাবে জালালত (বংগ ভাষা সম্বন্ধে) শাহ সাহেবের ধোকা ভঞ্জণ ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮১। ১৩২৯ ব. (১৯২২ খ্রীঃ) কলিকাতা ৫নং কলিন লেন বংগনুর প্রেস হতে শেখ হাবিবুর রহমান কর্তৃক ১ম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। মূলত বইটিতে লেখক ভ্রান্ত ও অতিরঞ্জিত ২২টি ভ্রম করেছেন এবং বানোয়াট উদ্ধৃতি জ্ঞাপন করেছেন। মাওলানা সেগুলো সবিস্তারে প্রশ্নোত্তর আকারে সাজিয়ে জবাব দিয়েছেন।

৬৪। ইসলাম ও বিজ্ঞান ঃ

ইসলাম ও বিজ্ঞান বই এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০। ১৩৯৪ ব. বইটি ২য় সংস্করণ হয়। বশির হাট কোহিনূর প্রেস হতে মোহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এতে বিজ্ঞানী ও জ্যোতির্বিদগণের মতামতের সংগে কুরআনিক মতাদর্শের সাদৃশ্য ও

Dhaka University Institutional Repository

বৈসাদৃশ্য তুলে ধরা হয়েছে। কেননা বর্তমান যুগে অনেকেই বলে থাকেন, যে ধর্ম সম্পূর্ণরুপে দর্শন ও বিজ্ঞানের অনুমোদিত নয় তা কখনই সত্য ধর্ম বলে পরিগণিত হতে পারে না। এ যুক্তি কোন কোন স্থলে প্রযোজ্য হলেও যেখানে ধর্মের সংগে দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়। সে খানে ধর্মের বিরুদ্ধে দর্শন ও বিজ্ঞানের উপর কখনই সম্পূর্ণরুপে নির্ভর করা যেতে পারেনা। কারণ দর্শন ও বিজ্ঞান অনেক বিষয়ে আনুমানিক সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে উহাকে অকাট্য সত্য বলে বিশ্বাস করা যায় না। দার্শনিক ও বিজ্ঞানীগণ অনেক ক্ষেত্রে মাত্র একটি বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রকাশ করে থাকেন। তাদের সিদ্ধান্ত আসমানী বা ধর্ম-বিধির ন্যায় অভ্রান্ত সত্য হলে এতে কখনই মতদ্বৈত হতনা। মাওলানা কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, যেখানে কুরআন হাদীসের সংগে বিজ্ঞানের বিরোধ সেখানে কুরআন হাদীসই অনুসরণ যোগ্য, সে ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও দর্শন পরিত্যাজ্য।

৬৫। বোরহানোল মোকল্লেদীন বা মজহাব মিমাংসা ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২১৬। প্রকাশকাল জানা যায়নি। এতে মযহাব সংক্রান্ত বিষয়, তকলীদ বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি মযহাবের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে, ইমামগণ শরীয়তের দলিল সমূহ হইতে যে মসলা সমূহ বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাকেই মজহাব বলা হয়। মাওলানা প্রমাণ করতে চেয়েছেন শরীয়তের দলিল চারটি কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াছ। নবী করিম (সঃ) হতে অদ্যাবধি সমস্ত সুন্নী সম্প্রদায়ের এটা স্বীকৃত মত। শুধু খারিজী ও শী'আ দল ইজমা ও কিয়াস অমান্য করে থাকে। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে ইমামগণ শরীয়তের অধিকাংশ মসআলা কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট না থাকায় উহার অস্পষ্টাংশ হতে প্রকাশ করেছেন। ইহাকে ইজমা ও কিয়াস বলা হয়েছে। অতঃপর ইজমা ও কিয়াস

Dhaka University Institutional Repository

অনুসরণের ব্যাপারে দু'টি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন।[১৫৭] তকলীদ এর সংখ্যা দিয়েছেন বদিউল উসূল গ্রন্থ হতে

التقليد تسليم قول الغير من حسن الظن بغير دليل

'তকলীদ শব্দের প্রচলিত অর্থ দলিল সঙ্গত কথার দলিল অবগত না হয়ে উহা মান্য করা।' তকলীদ শব্দের দ্বিতীয় অর্থ করেছেন বিনা দলিলের কথা মান্য করাকে তাকলীদ বলে। এ তকলীদ নিষিদ্ধ। কাফির মুশরিকগণ প্রতিমা পুঁজা করতো কোন দলিল ছাড়া। কুরআন হাদীস অনুসারে এরূপ তকলীদ নিষিদ্ধ। মোহাম্মদীগণের মত এই যে, ইমামগণের মযহাব মান্য করা শির্ক ও কফুরী। এ প্রেক্ষিতে মাওলানা তকলীদ প্রয়োজন মর্মে ১৩টি প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। এবং মোহাম্মদী উলামাদের ১৪টি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন বই এর শেষ অবধি পর্যন্ত। সর্বশেষে মোহাম্মদীগণ বাহাছে ১০টি দাবী পেশ করেন। মাওলানা কুরআন হাদীসের আলোকে তার জবাব দেন।

৬৬। পীরি মুরিদী তত্ত্ব ১ম ভাগ ঃ

এ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯৫। ১৪০০ ব. বইটির ২য় সংস্করণ মোহাম্মদ নুরুল আমীন কর্তৃক বশিরহাট কহিনূর প্রেস হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এতে তরীকত শিক্ষা ও পীরের আশ্রয় গ্রহণ সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের বাণী ঃ

يا ايها الذين امنوا اتقو الله وابتغو اليه الوسيلة

এ আয়াতে উসীলা দ্বারা হকীকতের আলিমগণ ও তরীকতের পীরগণকে বুঝানো হয়েছে। হযরত মুজাদ্দিদে সৈয়দ আহমদ বেরলবী (রঃ) এর মলফুযাত ছেরাতুম মুস্তাকিম গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে।

مرشد بلاريب وسيله راه خداے تعالى است

[১৫৭]। উক্ত বই এর পৃ. ৭-৮।

Dhaka University Institutional Repository

পীর বিনা সন্দেহে খোদা প্রাপ্তির পথের উসীলা।[১৫৮] ইমামে রাব্বানী মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) স্বীয় মকতুবাতের ১ম খন্ড ২৩৮ পৃষ্ঠায় লিখেছেন - الشيخ فى قومه كالنبى فى امته

অর্থাৎ ঃ পীর নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে এরুপ, যেরুপ নবী নিজের উম্মতের মধ্যে। পীরের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যসহ তরীকত ও হাকীকত সম্পর্কে কুরআন হাদীসের আলোকে যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন।

৬৭। মসজিদ স্থানান্তরিত করার রদ ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭৪। প্রকাশকাল জানা যায়নি। এ বইতে মসজিদ স্থানান্তর সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে। জৈনপুরের মওলানা হাফেজ আব্দুস সালাম কর্তৃক লিখিত। 'ফাতাওয়ায়ে জাওয়াজে তায়াদ্দুদে মাসাজিদ' নামক ফতওয়ার প্রতিবাদ করা হয়েছে। উক্ত মাওলানার ফৎওয়া অনুযায়ী ১ম মসজিদ বিরাণ করে অথবা পূর্বের মালিকানায় ফিরিয়ে দিয়ে ২য় মসজিদে নামায জায়েজ। কিন্তু মাওলানা রুহুল আমীন এ বইতে কুরআন হাদীসের দলিল প্রমাণ দিয়ে বুঝাতে চেয়েছেন যে, ১ম মসজিদ বিরাণ করা অথবা বসবাসের ঘর বানানো না জায়েয ও হারাম। উহার আবশ্যক না থাকলেও কোন অবস্থাতে মালিকের অধিকার ভূক্ত হবে না। এ ছাড়া মসজিদে যেরার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৬৮। নেকাহ্ ও জানাজা তত্ত্ব ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫। ১৩৩৪ ব. (১৯২৭ খ্রীঃ) ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট হানাফী মেশিন প্রেস হতে মোহাম্মদ শুকুরআলী দ্বারা ৫ম সংস্করণ মুদ্রিত। তৎকালীন সাধারণ লোকেরা বিয়ে পড়ানোর নিয়ম কানুন, বালেগ হওয়ার মসআলা, জানাযার মসআলা প্রভৃতি ভালভাবে

---

[১৫৮]। উক্ত বই এর পৃ. ৪, ৭।

Dhaka University Institutional Repository

অবগত না থাকায় মুসলিম সমাজে অসুবিধা হচ্ছিল তা দূর করার জন্য মাওলানা সংক্ষিপ্ত আকারে এ বই খানা রচনা করেন। এতে প্রথম পরিচ্ছেদে মাহরাম স্ত্রী লোকদের বিবরণ, ২য় পরিচ্ছেদে বালিগ বালিগা হওয়ার লক্ষণ, তৃতীয় পরিচ্ছেদে নিকাহ্ সংক্রান্ত বিষয়ে আলিমগণের বিবরণ, ৪র্থ পরিচ্ছেদে প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের বিবাহ সম্পর্কিত বিবরণ, অতপর মৃত ব্যক্তির কাফন, মৃত্যুকালীন কার্যাদি জানাযা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৬৯। খতম ও জিয়ারতের মীমাংসা ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৪। ১৩৪৪ ব. (১৯৩৭ খ্রীঃ) প্রথম সংস্করণ বের হয়। ৪/১ হায়াৎ খাঁ লেন, মজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ আবদুর রহিম দ্বারা মুদ্রিত। এতে কুরআন শরীফ খতম করে তসবী তাহলীল পড়ে, দু'আ তাবিজ ইত্যাদি দিয়ে কিছু সম্মানী গ্রহণ জায়েজ সম্পর্কিত বিষয়ে বিভিন্ন ফিক্হ কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে মাওলানা এগুলো জায়েয বলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত বই এর ৫০ পৃষ্ঠায় শাহ আব্দুল আযিজ (র.) এর 'ফতওয়ায়ে আজিজি' ১ম খন্ড ৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন যে নেককারদিগের গোরের যিয়ারত ও বরকত লাভ, সওয়াব রেছানী কুরআন তিলওয়াত নেক দু'আ, খাদ্য ও মিষ্টান্ন বিতরণ দ্বারা তাহাদের সহায়তা করা বিদ্যানগণের ইজমা মতে উৎকৃষ্ট কার্য্য। সন্তান সন্ততির পক্ষে ওয়াজেব এই যে, এইরুপ কার্য্য দ্বারা পূর্ব পুরুষগণের উপকার সাধন করে। যেরূপ হাদীস সমূহে আছে সৎপুত্র পিতার জন্য দু'আ করে থাকে। মাওলানা ইহা দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কুরআন শরীফ খতম করে সওয়াব রেছানী করা ওয়াজিব। কাজেই জরুরতের জন্য এর বেতন গ্রহণ জায়েয হবে। মূলত এ বইতে খতম ও যিয়ারতের ওজরতের জায়েযের ব্যাপারে কুরআন হাদীস ইজমা কিয়াছের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন এবং প্রতিপক্ষের জবাব দিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭০। এজ হারোল হক বা কদমবুছির ফৎওয়া ঃ

এ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। ১৩৩৪ ব. (১৯২৭ খ্রীঃ) ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট হানাফী মেশিন প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ শুকুর আলী দ্বারা মুদ্রিত। এতে কদমবুছির ফৎওয়ার সমালোচনা করা হয়েছে। 'কদমবুছির ফতোয়া' নামে একটি পুস্তক মওলানা রিয়াছাত আলী খান সাহেবের ফতোয়ার অনুবাদ বলে প্রচারিত। লেখক উক্ত পুস্তকের ৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেনঃ "যায়েদ বলিতেছে যে কোন আলেম বা বুর্জোগ লোকের কদমবুছি করা শেরেকী এবং কাফেরী এমনকি বলিতেছে, যে কমদবুছি করিবে তাহার পিছনে নামাজ পড়া যায় না এবং তাহার জানাজা নামাজ দোরস্ত নয় এবং এই দলিল উপস্থিত করে যে কদমবুছি করিতে ঝুকিতে হয় ইহাতে ছেজদার স্বরুপ আছে।" মাওলানা এ বিষয়ের জবাব দিয়েছেন কুরআন হাদীসের আলোকে। তিনি বলেছেন কদমবুছি দু'প্রকার (১) যে কদমবুছিতে মস্তক নত করতে হয় না উহা জায়েয কিনা এতে মতভেদ হয়েছে। আর যে কদমবুছি রুকু বা সিজদা পরিমাণ ঝুকে করতে হয় তা নিষিদ্ধ। এর প্রমাণে মাওলানা হিন্দুস্তান ও বংগদেশের উলামাদের ফৎওয়ার উদ্ধৃতি পেশ করেছেন। তন্মধ্যে দেওবন্দের মওলানা মুফতী আজিজুর রহমান, সাহরান পুরের মুফতী আব্দুল লতিফ, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (র.) প্রমুখ।

মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবের নিকট উত্থাপিত প্রশ্ন ও জবাব নিম্নে সন্নিবেশিত হলো ঃ

প্রশ্নঃ (১) মস্তক অবনত করে কদমবুছি করা যায় কিনা ?

(২) ফিরেশতাগণের হযরত আদম (আঃ) কে সিজদা করার উপর কিয়াছ করে পীর মুরশিদগণকে সিজদা জায়েয হবে কিনা ?

(৩) পিতা-মাতার কবর চুম্বন করা জায়েয কিনা ?

Dhaka University Institutional Repository

(৪) মাতার পদ চুম্বন ও পিতার চেহারা চুম্বন সংক্রান্ত হাদীস দু'টি সহীহ কিনা ?

উত্তরঃ (১) যদি মস্তক নত করা উদ্দেশ্য হয় তবে বিদ'আত হবে। কিন্তু যদি কদমবুছি করা উদ্দেশ্য হয় এবং মস্তক নত করা আবশ্যক হয়ে পড়ে তবে মূল কদমবুছি নিষিদ্ধ হলেও কতগুলো ফাসাদ লাজেম আসার জন্য কবীহ লিগাইরিহি (নিষিদ্ধ) হবে।

(২) কুরআন ও হাদীসে সিজদা হারাম হওয়া সত্ত্বেও ফিরেশতাগণের সিজদার উপর কিয়াছ করা জায়েজ হতে পারে না।

(৩) পিতা-মাতার কবর চুম্বন করা হারাম।

(৪) মাতার পদ চুম্বন ও পিতার চেহারা চুম্বন সংক্রান্ত হাদীস সহীহ নয়।

উক্ত জবাব সহীহ মর্মে ফৎওয়া দিয়েছেন, কলিকাতা আলীয়া মাদ্রাসার মাওলানা মাজেদ আলী, মওলানা মোহাম্মদ ইয়াহ্ ইয়া, মওলানা জামিল আনসারী, মওলানা মোহাম্মদ হুসাইন এবং মওলানা মোমতাজ উদ্দিনসহ আরো অনেকে। হুগলী মাদ্রাসার মওলানা কুরবান আলী, মওলানা মোহাম্মদ আব্দুল হাকীম, মওলানা মোহাম্মদ শাফী এবং মওলানা আব্দুস সালাম সহ আরো অনেকে।[১৫৯]

৭১। এহকাকোল হক ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০০। শেখহাবিবুর রহমান কর্তৃক ৫, কলিন লেন। কলিকাতা বঙ্গনূর প্রেস হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রকাশকাল জানা যায়নি। এ বইতে জৈনপুরের বংশধর মওলানা হামেদ

[১৫৯]। উক্ত বইয়ের পৃ. ৪৪-৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

সাহেবের এক খানা বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ রয়েছে ফুরফুরা শরীফের পীরদের সম্পর্কে তাদের কাছে বয়'আত না হওয়া, তাদেরকে ও শির্ক কুফরের মধ্যে গণ্য করা। একাধিক পীর গ্রহণ না করা।

মাওলানা রুহুল আমীন মওলানা হামেদ সাহেবের বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদে বিভিন্ন উলামাদের মত উল্লেখ করছেন, কুরআন হাদীসের আলোকে যুক্তিপূর্ণ উত্তর দিয়েছেন। বই এর শেষে তাদের কিছু অভিযোগ খন্ডন করেছেন।

৭২। ইবতালোল বাতেল ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০। ৪১ হায়াৎ খা লেন, মাজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ আব্দুর রহিম দ্বারা মুদ্রিত। ১৩৪১ ব. (১৯৩৪ খ্রীঃ) এর ২য় সংস্করণ বের হয়।

এ বইতে চট্রগ্রামের মিরেশ্বরী নিবাসী মওলানা আব্দুল লতিফ সাহেবের একটি বিজ্ঞাপনের প্রতিবাদ করা হয়েছে। ১৩২৯ ব. ২৪শে মাঘ বুধবার (১৯২৩ খ্রীঃ) চাঁদপুরের এক মসজিদে কট কবালার মসআলার বাহাছ হয়। বাহাছে মওলানা আব্দুল লতিফ, মওলানা রুহুল আমীনের নিকট পরাজিত হন। এ পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে না পেরে, তিনি মাওলানা শাহ সূফী সদরুদ্দিন (র.) বিরুদ্ধে বন্দে মাতরাম বলা জায়েয বিষয়ে দোষারোপ করেন। ফুরফুরার পীর সাহেব ও মুরীদগণকে কাফির বলতে শুরু করেন। এ পুস্তকে সেই বিষয়ে প্রতিবাদ করা হয়েছে। উক্ত পুস্তকে মওলানা আব্দুল লতিফ সাহেব বায়বিল অফা সহ ৬টি প্রশ্নের অবতারণা করেন। মাওলানা কুরআন হাদীস ও বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করে জবাব দিয়েছেন এবং লেখকের বাতিল মতের অসারতা প্রমাণ করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭৩। কামেয়োল মোবতাদেয়িন ফিরদ্দে ছেয়ানাতোল মোমেনিন (২য় খন্ড) ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৫৫। ১৩২৯ ব. (১৯২২ খ্রীঃ) ১ম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কোলকাতার ৫নং কলিন লেন, বঙ্গনুর প্রেস হতে শেখ হাবিবুর রহমান কর্তৃক মুদ্রিত।

এ বইতে মোহাম্মদী আলিমগণ কর্তৃক ইমাম আজম আবু হানীফা (র.) এর উপর যে দোষারোপ করা হয়েছে তারই উত্তর দিয়েছেন মওলানা। ইমাম আজমকে হাদীসে অযোগ্য বলা হয়েছে। তার জবাবে মাওলানা প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের মধ্য হতে ১৭ জন মুহাদ্দিস ও ইমামের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যারা সকলেই ইমাম আজমকে যোগ্য ও প্রত্যেক বিষয়ে ইমাম হিসেবে সমর্থন করেছেন। তার সম্পর্কে হাদীসে যারা বিশ্বাস ভাজন বলেছেন তাদের মধ্যে ইমাম ইয়াহ ইয়া ইবনে মুঈন, ইমাম ইয়াহ ইয়া ইবন সাঈদ, ইমাম আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক। ওয়াকি ইবন যাররাহা সুফয়্যান ইবন উয়ায়না, ইমাম শোবা, ইমাম মেসওয়ার ইবন কিদাম, ইমাম ইসমাইল ইবন ইউনুছ, ইমাম আব্দুর রহমান ইবন মেহদী এবং ইমাম ইয়াজিদ ইবন হারুন সহ আরো অনেকে। ছেয়ানত কিতাবে ৫০টি হাদীসে ভুল করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অপরদিকে মযহাব বিদ্বেষীগণ ইমাম আজম সম্পর্কে বলেছেন তিনি কেবল ১৭টি হাদীস অবগত ছিলেন।[১৬৮] মাওলানা জবাব দিতে গিয়ে প্রশ্ন রেখেছেন এভাবে যে, যদি ১৭টি হাদীসই তিনি জানতেন। তবে কিভাবে ৫০টি হাদীসে ভুল করলেন ? সুতরাং ১৭টি হাদীসের অপবাদ একেবারে মিথ্যা কথা। এরপরে তিনি বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এবং বহু সংখ্যক উলামা তাকে স্বীকার করতেন সে প্রমাণ তিনি উল্লেখ করেছেন।

---

[১৬৮]। উক্ত বই এর পৃ. ১-১৮।

Dhaka University Institutional Repository

৭৪। তরদিদোল মোবতেলীন ফিরদ্দে ছয়ফোল মোহাদ্দেছিন (১ম খন্ড)ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০২। প্রকাশকাল জানা যায়নি। রংপুরের মওলানা আবুল মনসুর আব্দুলবারী সাহেব মাওলানার রচিত 'বোরহানুল মোকাল্লেদীন বা মজহাব মীমাংসা' কিতাবের প্রতিবাদ কল্পে ছয়ফোল মোহাদ্দেছিন নামে একখানা পুস্তক লিখে বহু মন্দ কথা অপবাদ ও বিদ্বেষ ও অকথ্য কথামালা দিয়ে আহলে হাদীস পত্রিকায় ছাপান। তারই জবাব দিয়েছেন মাওলানা এ গ্রন্থে। উক্ত মওলানা আহলে হাদীসের ৮ম ভাগের ২য় সংখ্যায় ৭১/৭২ পৃষ্ঠা লিখেছেন। ইমাম আজম কুরআন হেফজ করার, হাদীস শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করার এবং নহো আরবি কবিতা, মন্তেক শিক্ষা করার পরিণাম শ্রবণ করিয়া তৎসমস্ত ত্যাগ পূর্বক কেবল ফেকহ শিক্ষা করিয়াছিলেন" (সংক্ষিপ্তসার)।

লেখকের ধোকা ভঞ্জণ করা হয়েছে এ গ্রন্থে। বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খন্ডন করে প্রমাণ করেছেন যে ইমাম আজম হাদীসে বিশ্বাসভাজন ছিলেন। গ্রন্থ শেষে তাযকেরাতুল হুফ্ফাজ, (১ম খন্ড) ১৫১ পৃষ্ঠার একটি উদ্ধৃতি পেশ করেছেন- ابو حنيفة الا مام الا عظم فقيه العراق ।

অর্থ ঃ আবু হানীফা ইমাম 'আজম (শ্রেষ্ঠতম) ইরাকের ফকীহ।[১৬১]

৭৫। রদ্দে আজান গাছি ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৮। ১৪০১ ব. ২য় সংস্করণ বশিরহাট বঙ্গনুর প্রেস হতে মোহাম্মদ নুরুল আমিন কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এ বইতে আজান গাছি দলের মত ও কতিপয় প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। আজান গাছি দলের লোকেরা মনে করেন যে, ওয়াজ করে, আযান দিয়ে, ইমামতি করে, আরবী ইলম শিক্ষা দিয়ে, জানাযা, খতম তারাবী ও কুরআন খানি করে অথবা এরূপ ইবাদতের কোন

[১৬১]। উক্ত বই এর পৃ. ১০২।

Dhaka University Institutional Repository

কার্য করে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয নহে। তারা প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন -

ولا تشتروا با يا تى ثمنا قليلا وايّاى فاتقون

অর্থ ঃ আমার আয়াতের বিনিময়ে তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করিওনা। তোমরা শুধু আমাকেই ভয় কর (২ঃ৪১)।

মাওলানা উক্ত আয়াতের দ্বারাই জবাব দিয়েছেন। তফসীরে জালালাইন ৭ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে।[১৬৩]

لا تستبدلوا بايا تى الذى فى كتابكم من نعت محمد صلعم ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا اى لا تكتموها خوف فوات ما تأخذونه من سفلتكم

অর্থ ঃ তোমরা তোমাদের কিতাব (তওরাতে) মুহাম্মদ (সঃ) এর গুণাবলী সংক্রান্ত যে আয়াত সকল আছে তৎসমূদয়কে পৃথিবীর সামান্য বস্তুর বিনিময়ে পরিবর্তন করোনা অর্থাৎ তোমাদের দরিদ্রদিগের নিকট হতে যে উপহার গ্রহণ করে থাকো, উহা নষ্ট হওয়ার আশংকায় আয়াতগুলো গোপন করো না। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা তফসীরে কবীর ১৩৪ পৃষ্ঠা, তফসীরে রুহুল বয়ান ১ম খন্ড ৮১ পৃষ্ঠা সংযুক্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তফসীরে যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা ছিল বিশেষ ভাবে ইয়াহুদী পাদ্রীদের উপহার গ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়। আলিমগণ বলেন, যামানার পরিবর্তন হেতু ইলম ও দীন বিলুপ্ত হওয়ার আশংকায় কতকগুলো মস'আলাতে পরিবর্তন হয়েছে। সেহেতু কুরআন শিক্ষা দিয়ে, ইমামতি করে, আযান দিয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয। এভাবে আজান গাছি দলের লোকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব কুরআন হাদীস থেকে প্রদান করা হয়েছে এ বইতে।

---

[১৬৩]। উক্ত বই এর পৃ. ১।

Dhaka University Institutional Repository

বাহাছ অংশ

৭৬। বাচামারার বাহাছ ঃ

এ বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬। ৪২ বি, মির্জাপুর ষ্ট্রীট মাজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ আব্দুর রহিম দ্বারা মুদ্রিত। বইটির প্রথম সংস্করণ ১৩৪১ ব. (১৯৩৪ খ্রীঃ) প্রকাশিত হয়। এ বইতে সুদ খোরের যিয়াফত কবুল করা জায়েয হওয়া, না হওয়া সম্পর্কিত বিষয়ে বাহাছ বিতর্ক সভার বিবরণী রয়েছে।

১৩৪১ ব. (১৯৩৪ খ্রীঃ) ৩রা আষাঢ় তারিখে ঢাকা জেলার অন্তর্গত (বর্তমানে মানিকগঞ্জ জেলা) দৌলতপুর থানাধীন বাচামারা জুনিয়র মাদ্রাসায় সুদখোরের যিয়াফত গ্রহণ জায়েয কিনা এ বিষয়ে এক বাহাছ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দণ্ডদিয়ার নিবাসী মৌলভী তইয়েবুদ্দিন, ধুবড়িয়ার হাফেজ হাতেম আলী, বাঘুটিয়ার মৌঃ ইফাজ উদ্দিন, জৈনপুরের মওলানা আবদুল বাতেন ও মওলানা আব্দুল কাদের সহ বেশ সংখ্যক আলিম সুদখোরের যিয়াফত গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

অপরদিকে মাওলানা রুহুল আমীন, পাবনার মৌলবী আব্দুল আজিজ, মৌলবী জফলুল হক, মৌঃ আব্বাছ আলী, ঢাকার (মানিকগঞ্জ) আজহার উদ্দিন, মৌঃ জহুরুল হক সহ বহু সংখ্যক আলিম উহা নাজায়েয বলে মত প্রকাশ করেন। মওলানা কুরআনের বাণীর উদ্ধৃতি দেন।

لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكا نوا يعتدون

অর্থঃ যারা ইসরাইল বংশধরগণের মধ্যে কাফির হয়েছে তারা দাউদ ও মরিয়মের পুত্র ঈসার রসনায় অভিসম্পাত গ্রস্ত হয়েছে। যেহেতু তারা গোনাহ করেছিল (৫ঃ৭৮)। মাওলানা এই আয়াতের উদ্ধৃতি পেশ করে তাফসীর ও হাদীসের আলোকে সুদখোরের যিয়াফত

Dhaka University Institutional Repository

কবুল জায়েয নয় বলে মত প্রকাশ করেন। অপরপক্ষের মতামত হলো সুদখোরের অধিকাংশ মাল যেহেতু হালাল, তাই তার অন্যান্য মাল হতে যিয়াফত কবুল জায়েজ হবে। মাওলানা বিভিন্ন কিতাবের বরাত উল্লেখ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে সুদখোরের যিয়াফত গ্রহণ নাজায়েয। নিম্নে এর স্বপক্ষ্যে কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা হলো ঃ

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফেসানী মকতুবাত শরীফের ২৬৪ মকতুবে ৩০৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন -

وكذالك ان كان الداعى ظالما او مبتدعا او فاسقا او شريرا
اومتكلفا طالبا للمبا هات والفخر

দাওয়াত কবুল করার কয়েকটি শর্ত আছে, যদি দাওয়াতকারী অত্যাচারী বিদ'আতী, ফাসিক, দুষ্ট কিংবা জাকজমককারী, গৌরব অন্বেষণকারী হয়, তবে ঐরুপ ব্যক্তির দাওয়াত কবুল করা নিষিদ্ধ। ফকীহ আবুল লায়েছ বুসতানুল আরিফীনের ৭৬ পৃষ্ঠায় লিখেছেন -

وان كان ماله حراما فلاتجبه وكذالك ان كان فاسقا معلنا فلاتجبه
ليعلم انك لست براض بفسقه

"আর যদি তার মাল হারাম হয়, তবে উক্ত দাওয়াত কবুল করোনা। অনুরুপভাবে যদি সে প্রকাশ্য ফাসিক হয় তবে তুমি তার দাওয়াত কবুল করোনা। যেন সে জানতে পারে যে, নিশ্চয় তুমি তার গুনাহের কার্যে অসন্তষ্ট আছ।"[১৬৩]

মওলানা শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর কওলুল জামিল কিতাবের ১৩-১৭ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতির সারসংক্ষেপ। পীরের জন্য ৫টি শর্ত ঃ তন্মধ্যে ৫ম শর্তের অংশ বিশেষ হলো অল্প টাকা পয়সায় তুষ্ট হওয়া ও সন্দেহ মূলক মালগুলো হতে পরহেয করা। উপরোক্ত বর্ণনা হতে প্রমাণিত হয় যে, সুদখোর যেহেতু ফাসিক ও অভিশপ্ত এবং তার সম্পদ হালাল হারামযুক্ত ফলে সন্দেহমূলক। সেহেতু উক্ত সম্পদ থেকে পরহেজ করা জরুরী।

---

[১৬৩]। উক্ত বই এর পৃ. ৪, ৫৪।

Dhaka University Institutional Repository

৭৭। বাইটকামারি বাহাছ ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৮। ১৩৪৩ ব. (১৯৩৬ খ্রীঃ) ৪/১ হায়াৎ খা লেন, মাজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ আব্দুর রহিম দ্বারা প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত। এ গ্রন্থে মসজিদ স্থানান্তর, মসজিদ নির্মান, মসজিদ বিরাণ ও মসজিদে যেরার সংক্রান্ত বিষয়ে বাহাছ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে মওলানা শাহ নুরুদ্দীন সাহেবের একটি লেখার প্রতিবাদ করা হয়েছে। তিনি লিখেছেন "মসজিদ স্থানান্তর করা সম্পর্কে পূর্ব যামানা হতেই কোন কোন আলিম জায়েজ ও কোন কোন আলিম নাজায়েজ বলেছেন"।

মাওলানার উত্তর "ইহা শাহ সাহেবের বাতিল কথা, একটি প্রচলিত মসজিদকে বিরান করে অন্যত্র মসজিদ বানান কোন আলিম জায়েয বলেননি। ইহা আল্লাহ-তায়ালা কুরআন শরীফে নিষেধ করেছেন। কূরআনের বাণী -

ومن اظلم ممن منع مسا جد الله ان يذكر فيها اسمه وسعٰى فى خرابها

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার মসজিদ সমূহে তার নাম উচ্চারণ করতে বাধা প্রদান করেছে এবং তৎ সমস্ত বিরাণ করতে চেষ্টা করেছে তার অপেক্ষা প্রধান অত্যাচারী আর কে আছে।

মসজিদ বিরাণ দু'অর্থে হতে পারে, প্রথম মসজিদকে ভেংগে চুর্ণ করে ফেলা, দ্বিতীয় প্রচলিত মসজিদকে বেকার অবস্থায় ত্যাগ করা। আবরাহা বাদশা কাবা ঘরকে ভাংতে গিয়েছিল, আর আমাদের দেশের লোকেরা একটি যেন্দা মসজিদকে বেকার ত্যাগ করে অথবা অন্যত্র মসজিদ নির্মাণ করে, উভয় দল উক্ত আয়াতের লক্ষস্থল হয়ে জাহান্নামী হবে।

তফসীরে জালালাইন, ১৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত -

(وسعٰى فى خرابها) بالهدم والتعطيل

"উহা খারাব করিতে চেষ্টা করিল, খারাবের অর্থ ভাংগিয়া ফেলা কিংবা বেকার অবস্থায় ছাড়িয়া দেওয়া"

Dhaka University Institutional Repository

তফসীরে বায়যাবী - ১ম খন্ড ১৮২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত -

(وسعىٰ فى خرابها) بالهدم اوالتعطيل

"উহা ভাংগিয়া ফেলিয়া কিংবা বেকার অবস্থায় ছাড়িয়া উহা বিরাণ করার চেষ্টা করিল"

হাশিয়ায় জুমাল, ১ম খন্ড ৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত -

فا لمعنى سعىٰ فى ان تخرب هى بنفسها بعدم تعا هد بالعمارة

অর্থ ঃ উক্ত মসজিদগুলি আবাদ করিতে তত্ত্বাবধান না করায় তৎসমূদয় বিরাণ হইয়া যায়, যে ব্যক্তি এইরুপ চেষ্টা করিল"।

তফসীরে কাশশাফ, ১ম খন্ড ২৩০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত -

(وسعىٰ فى خرابها) با لقطاع الذكر او تخريب البنيان

"বিরান করার অর্থ জেকর (নামাজ বন্দেগী) রহিত হওয়া কিংবা উহার এমারত ধ্বংশ করা"।[১৬৪]

এছাড়া তফসীরে রুহুল মা'আনী ও তফসীরে সিরাজুল মুনিরে অনুরুপ অর্থ করা হয়েছে। মাওলানা এভাবে বিভিন্ন তফসীর, হাদীস ও অভিধানের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, মসজিদ বিরাণ করা বা স্থানান্তর কোনভাবেই জায়েয নয়।

৭৮। মাইজ ভান্ডারের বাহাছ ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮। ১৩৩৭ ব. (১৯৩০ খ্রীঃ) ৪৭নং রিপন ষ্ট্রীট, হানাফী মেশিন প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ শুকুর আলী দ্বারা প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত।

এ বইতে মাইজ ভান্ডারদিগের সংগে পীরের সিজদা ও সংগীত বাদ্য সম্বন্ধে ১৩৩৭ ব. ৬ আষাঢ় বাহাছ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নদীয়া জেলার আলমডাংগা স্টেশনের নিকট ঘোষবিল এলাকায় এই বাহাছ

১৬৪। উক্ত বই এর পৃ. ১-৭।

Dhaka University Institutional Repository

অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরার মৌঃ আবু সাঈদ হায়দারী মাইজ ভান্ডারীর অনুসারী সংগীত বাদ্য হালাল ও গুরুদিগের পায়ে সিজদা হালাল হওয়ার দাবী করেন। মাইজ ভান্ডারের পক্ষ সমর্থন করেন মৌঃ অহিদুজ্জামান মৌঃ আখতারুজ্জামান ত্রিপুরার মৌঃ আবু সাঈদ। সুন্নত ওয়াল জামায়াত পক্ষ সমর্থন কল্পে উপস্থিত ছিলেন মওলানা গুলমোহাম্মদ, মাওলানা রুহুল আমীন, মওলানা ময়েজুদ্দীন হামিদী, মওলানা ফয়জল্লাহ ও নদীয়ার মওলানা ফজলুর রহমান।

মাইজ ভান্ডারীর পক্ষে মৌঃ আবু সাঈদ লিখেন (১) "ছওয়াব লাভ উদ্দেশ্যে পীর মোর্শেদগণকে তাজিমি ছেজদা করা জায়েজ" (২) বাদ্যসহ সংগীত করা উপযুক্ত লোকদিগের (পীরগণের) জন্য জায়েজ এবং অনুপযুক্ত লোকদিগের জন্য নাজায়েজ। এর স্বপক্ষে তিনি প্রমাণ পেশ করেন, ফিরেশতাগণ আদম (আঃ) কে সিজদা করেছিল। মাওলানা বিভিন্ন কিতাব হতে উত্তর দেন। দলিল হিসেবে তফসীরে রুহুল মায়ানী, তফসীরে বায়যাবী, তফসীরে সিরাজুল মুনির, তফসীরে জালালাইন, তফসীরে আজিজ প্রভৃতি কিতাবের উদ্ধৃতি পেশ করেন। এগুলোর সারমর্ম হলো - "হযরত আদম (আঃ) এর তাজিমি সিজদা ছিল এতে ললাট জমিতে রাখা হয়েছিলনা।" হাশিয়ায়ে জুমাল এর ৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে। "আদম (আঃ) কে তাজিমি সিজদা করা হয়েছিল তৎপরে ইসলাম এই তাজিমি সিজদা মনসুখ করে দিয়েছে।" শরহে ফিকহ্ আকবর, পৃষ্ঠা ২৩৮ বর্ণিত -

فى الخلاصة من سجد لهم ان اراد به التعظيم كتعظيم الله سبحانه كفر

"খোলাছা কিতাব আছে যে ব্যক্তি তাদিগকে আল্লাহ তা'আলার ন্যায় তাজিমের নিয়ত করে সিজদা করে সে ব্যক্তি কাফির হবে।"

অতপর সংগীত হারামের প্রমাণ স্বরুপ বুখারী শরীফের একটি হাদীস পেশ করেন -

ليكونن امتى اقوام يستحلون الخز والحرير والمعازف ويمسخ
اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ ঃ সত্যই আমার উম্মতের মধ্যে কয়েক প্রকার সম্প্রদায় হবে তারা ''খজ্জ'' (রেশম বিশেষ) রেশম, মদ ও সংগীত বাদ্য হালাল জানবে এবং তাদের কতককে বানর ও শুকুর রুপে কিয়ামত পর্যন্ত পরিবর্তিত করবেন। তিরমিযী শরীফে আছে যখন আমার উম্মত ১৫টি কাজ করবে তখন তাদের উপর নিম্নোক্ত বিপদগুলো পতিত হবে। প্রবল ঝটিকা, ভূমিকম্পন, ভূগর্ভে ধ্বংস হওয়া আকৃতি পরিবর্তন হওয়া প্রচুর বর্ষণ ইত্যাদি। তন্মধ্যে গায়িকাদের সংগীত ও বাদ্য বাজান একটি বিষয়। মূল কথা পীরকে সিজদা করা সংগীত বাদ্য কারো নিকট হালাল নয়।

৭৯। হাজিগঞ্জের বাহাছ ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৩। ১৩৯০ ব. ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ কর্তৃক বংগনুর প্রেস হতে মুদ্রিত। চট্রগ্রামের মিরেশ্বরী নিবাসী মওলানা আব্দুল লতিফ সাহেব ফুরফুরার পীর সম্পর্কে অবান্তর কিছু প্রশ্ন বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশ করেন মূলত তারই জবাব দিয়েছেন মাওলানা এ গ্রন্থে। বিজ্ঞাপনের ভাষা ছিল নিম্নরুপ ঃ

(১) ''সাবধান ঃ সাবধান ঃ প্রতারিত হইবে না। আপন ইমান ও ধর্ম রক্ষার্থে প্রস্তুত হউন।

(২) ফুরফুরার মওলানা আবু বকর সাহেব বড় বড় আলিমদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য কলিকাতা ২৪ পরগনা রুহুল আমিন সাহেবকে তাঁহার মন্ত্রী পদে নিযুক্ত করিয়া একটি প্রতারনার জাল পাতিয়াছেন।'' এভাবে বেশ কিছু প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। আর মাওলানা সেগুলোর উত্তর দিয়েছেন যুক্তির মাধ্যমে বিশদভাবে। সবশেষে মহানবী (সাঃ) এর একটি বাণী উল্লেখ করেছেন -

من عادى لى وليا فقد اذنته بالحرب[১]

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ ঃ "খোদা বলেন যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সহিত শত্রুতা করে, নিশ্চয়ই আমি তাহার সহিত জেহাদের সংবাদ দিতেছি"।[১৬৫]

৮০। সিরাজগঞ্জের বাহাছ ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬২। প্রকাশকাল জানা যায়নি। ১৩৩০ ব. (১৯২৩ খ্রীঃ) ২১শে পৌষ শনিবার সিরাজগঞ্জ শহরে এক ধর্ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে মাওলানা মীলাদ, কিয়াস ও ঈসালে সওয়াব জায়েয হওয়া সম্বন্ধে বাহাছ সভায় কুরআন হাদীস ও বিভিন্ন কিতাবের বরাতে আলোচনা করেন। বিদ'আতে হাসানার প্রকৃতি বর্ণনা করেন। মাওলানা কিয়ামের স্বপক্ষে হাদীসের উদ্ধৃতি পেশ করেন। মেশকাত শরীফের ৪১০ পৃষ্ঠায় আছে "হযরত আয়শা (রা.) বলেছেন জনাব রাসুল (সঃ) সাহাবা হাসানের জন্য একখানা মিম্বার রাখতেন, তিনি এর উপর দাঁড়িয়ে হযরতের পক্ষ হতে সুযশ অথবা প্রতিবাদ করতেন। হযরত বলতেন নিশ্চয়ই আল্লাহ হাসানকে জিবরাইল ফিরিশতা দ্বারা সাহায্য করবেন - যতদিন তিনি রাসুল (সাঃ) এর পক্ষ হতে সুযশ ও প্রতিবাদ করতে থাকেন। ইমাম বুখারী (রঃ) এ হাদীসটি রিওয়ায়েত করেছেন। মাওলানা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, হযরতের সুখ্যাতি মূলক শ্লোক পাঠ কালে দাড়ান মুস্তাহাব। মীলাদ পাঠ কালে হযরতের সুখ্যাতি মূলক কবিতা পড়তে পড়তে দাড়ান হয়। এতে হাদীসের অনুসরণ করা হয়। হাদীস শরীফে যে কাজের নযির আছে, তা বিদ'আতে সাইয়েয়া নয়। বরং বিদ'আতে হাসানা মুস্তাহাব।

১৬৫। উক্ত বই এর পৃ. ৪১।

Dhaka University Institutional Repository

৮১। কিশোরগঞ্জে কেয়ামের বাহাছ ঃ

এ বইয়ের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৫। ১৩৪৫ ব. (১৯৩৮ খ্রীঃ) প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৪/৩ হায়াৎ খা লেন মাজেদিয়া প্রেস হতে মুনশী মোহাম্মদ আব্দুর রহিম দ্বারা মুদ্রিত।

১৩৪৫ ব. ৮ই আষাঢ় কিশোরগঞ্জ শহরে এক বাহাছ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মীলাদে কিয়াম জায়েয নাজায়েয বিষয়ে বাহাছ হয়। মীলাদে কিয়াম না জায়েয এ মতের অনুসারীদের মধ্যে ছিলেন ত্রিপুরার মওলানা তাজুল ইসলাম মওলানা মুসলেহ উদ্দিন সহ আরও অনেকে। কিয়াম জায়েয মতের পক্ষে মওলানা রুহুল আমীনের সংগে উপস্থিত ছিলেন খোরাসানের মাওলানা গুল মোহাম্মদ, যশোরের মওলানা মুফাজ্জল হোসাইন ও নোয়াখালীর মওলানা ফয়জুর রহমান। মওলানা সবিস্তারে কিয়ামের পক্ষে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করে একে মুস্তাহাব বলেছেন।

৮২। গৌরীপুরের বাহাছ ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪০। ফাল্গুন ১৩৮৪ ব. ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ খ্রী. সংস্করণ ২য় প্রকাশিত হয়। প্রকাশক - মওলানা আব্দুল মাজেদ। শ্রী-অবলোদ্ধ শিকদার কর্তৃক জয়গুরু প্রিন্টিং ওয়াকর্স ১৩/১ মনীন্দ্র মিত্র রোড, কলিকাতা-৯ হতে মুদ্রিত।

এতে কিয়াম ও আখিরী যোহর সম্পর্কে বাহাছের বিষয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৩৩৩ ব. ২০শে অগ্রাহয়ণ (১৯২৭ খ্রীঃ) তারিখে আসাম ধুবড়ীর একালাকাধীন গৌরীপুরে এক বাহাছ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মওলানা আবু আসাদ নুরুল হক সাহেব মীলাদে কিয়াম ও আখিরী যোহর নাজায়েয মত প্রকাশ করেন। মাওলানা রুহুল আমীন যুক্তি তর্কে প্রমাণ করেন যে, এ দুটো জায়েয। আল্লামা বারজাঞ্জির একটি উদ্ধৃতি وقد استحسن القيام عند ذكر مولده الشريف أئمة ذو رواية وروية

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ ঃ হযরত নবী (সাঃ) এর জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণনা কালে কিয়াম করা মুহাদ্দিস ও ফকীহ ইমামগণ মুস্তাহসান স্থির করেছেন। তাফসীরে আহমদী ৭০৮ পৃষ্ঠায় বর্ণিত "অধিকাংশ আলিম জুমাকে শরীয়তের অংগ বুঝে সর্বদা প্রথমে জুমা পড়েন এবং জুমার নামাযে বহু সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় জুমার পরে যোহর পড়া স্থির করেছেন।"

মক্কা শরীফের মালিকী মুফতী মাওলানা হুসাইন ইবন ইব্রাহীম লিখেছেন-

القيام عند ذكر ولادة سيد الاولين والا خرين صلعم استحنسه كثير من العلماء

'বহু সংখ্যক আলিম রসুল (সঃ) জন্ম আলোচনা কালে কিয়াম করা মুস্তাহাব বলেছেন।' এ মতের উপর বহু সংখ্যক দলিল পেশ করেছেন মাওলানা।

৮৩। কালিগঞ্জের বাহাছ ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭২। শেখ আব্দুল অহিদ কর্তৃক ১৩৩১ ব. (১৯২৪ খ্রীঃ) প্রকাশিত। কলিকাতা-৫ নং কলিন লেন বংগনুর প্রেসে শেখ হাবিবুর রহমান কর্তৃক ১ম সংস্করণ মুদ্রিত। এ বইতে হানাফী ও মোহাম্মদীদিগের মধ্যে মাযহাব মান্য করা ও না করার বিষয়ে বাহাছের বিবরণী পেশ করা হয়েছে। ১৩৩১ ব. (১৯২৪ খ্রীঃ) ২৯শে ফাল্গুন খুলনা জেলার কালিগঞ্জ বাজারে উভয় দলের মধ্যে বাহাছ সভা অনুষ্ঠিত হয়। হানাফীদিগের পক্ষে ছিলেন মাওলানা রুহুল আমীন, মওলানা তকি আহমদ, মওলানা ময়েজুজদ্দীন হামিদীসহ আরও অনেকে। মযহাব অমান্যকারীদের পক্ষে মওলানা বাবর আলী, মৌঃ আব্বাছ আলী ও মৌলভী আহমদ আলীসহ অনেকে। মোহাম্মদীদিগের মৌঃ বাবর আলী লিখলেন, "মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসগুলি সহি বলিয়াছেন তাহা আমরা মানি। আল্লাহ ও রাসুল (সঃ) যে দলিলগুলি মান্য করতে বলিয়াছেন আমরা তাহা

Dhaka University Institutional Repository

মানিব।"[১৬৬] এর উত্তরে মওলানা কুরআন হাদীসের যুক্তি উপস্থিত করে তাদের মত খন্ডন করে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস শরীয়তের মূল চারটি দলিল মানার তাগিদ দিয়েছেন। কেননা মুহাদ্দিসগণের সহীর মান দন্ড এক নয়। ইমাম বুখারী যেটাকে সহীহ বলেছেন মুসলিম সেটাকে যঈফ বলেছেন। এভাবে ইমামগণ যেটাকে সহীহ বলেছেন মুহাদ্দিসগণ সেটাকে যঈফ বলেছেন।

৮৪। নবাবপুরের হানাফী মোহাম্মদীদিগের বাহাছ ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩০। ১৩৩০ ব. (১৯২৩ খ্রীঃ) মোহাম্মদ কোবাদ আলি মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত এবং কলিকাতা ৫নং কলিন লেন বংগনুর প্রেসে আলি আহম্মদ কর্তৃক প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত।

(১৯২২ খ্রীঃ) ১৩২৯ ব. জ্যেষ্ঠ মাসে হুগলী জেলার নবাবপুরে এক বাহাছ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ গ্রন্থে মযহাব মান্য করা ও না করার বিষয়ে বাহাছ আলোচনার বিবরণী সন্নিবেশিত হয়েছে। হানাফীদের পক্ষে মওলানা মোহাম্মদ ইসলমাইলের প্রশ্ন ঃ "চারিটি মযহাব মান্য করা বাতীল কিনা, শেরেক কিনা, জায়েজ কিনা, বেদয়াতে জালালা কিনা, চারি মযহাবলম্বীগণ গোমরাহ ও জাহান্নামী হইবেন কিম্বা বেহেস্তী ফেরকা হইবেন।" আবুল মসউদ মোহাম্মদ দাউদ মোহাম্মদীগণের পক্ষে উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেন - "চারি মযহাব মান্য করিবার কোন প্রমাণ কোরআন হাদীসে নাই; এজন্য আমরা উহা দিন এছলামের মধ্যে কিছুই গণ্য করি না এবং উহা নাজায়েয"।[১৬৭]

এরপর উক্ত মওলানা নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলো হানাফীদিগের নিকট পাঠিয়ে দেন।

(১) চার মযহাব মান্য করা ফরয কি ওয়াজিব, কি সুন্নত ?

---

[১৬৬]। উক্ত বই এর পৃ.১৭, ২৬।
[১৬৭]। উক্ত বই এর পৃ. ৪-৫।

Dhaka University Institutional Repository

(২) যাহারা চার মযহাব মান্য করেনা, কুরআন হাদীস অনুসায়ী আমল করে তারা মুসলমান কি কাফির ?

(৩) প্রচলিত মীলাদ সাহাবাগণের (রাঃ) এবং চার ইমামের সময় ছিল কিনা?

মাওলানা এসব প্রশ্নের উত্তর কুরআন হাদীস ও বিভিন্ন কিতাবের বরাতে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

৮৫। মাজমপুরের বাহাছ ঃ

বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ২০। ১৪০২ ব. ২য় সংস্করণ মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্তৃক বশিরহাট নবনুর প্রেস হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। এ গ্রন্থে মযহাব মান্য করা ও না করা সম্পর্কে বাহাছের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৩২৫ ব. (১৯১৮ খ্রীঃ) ১৬ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার জেলা চব্বিশপরগণার বশিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানাধীন মাজমপুর গ্রামে এই বাহাছ সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোহাম্মদীগণের পক্ষে মৌলভী ইফাজ উদ্দিন কুরআন শরীফ হাতে নিয়ে শপথ করে বলতে থাকেন যে মযহাব নেই। তার সংগে মৌলভী বাবর আলী, মৌলভী আব্বাছ আলী উপস্থিত ছিলেন। হানাফী আলিমগণের মধ্যে মাওলানা রুহুল আমীন এর সংগে ছিলেন হাজী লাল খাঁ এবং আরও কয়েকজন।

মাওলানা মোহাম্মদীগণকে বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে মযহাব মান্য করা ওয়াজিব প্রমাণ করেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের নিরুত্তর করেন।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

সাংবাদিকতা

মাওলানা গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি সাংবাদিকতার কাজ চালিয়ে যান। সাংবাদিকতা জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রাখে। পত্র পত্রিকার মাধ্যমে অনেক প্রশ্নের জবাব দেয়া সহজ হয়। এবং সহজে দীনের প্রচার করা সম্ভব হয়। এ লক্ষ্যে বৈশাখ, ১৩২৪ ব./মে, ১৯১৭ খ্রী.[১৬৮] খুলনা জেলার সাতক্ষীরা (বর্তমান জেলা শহর) হতে সেখানকার বিখ্যাত সমাজসেবী জনাব মোহাম্মদ গোলাম রহমান এবং মাওলানা স্বয়ং "মসজেদ" নামক একখানি পত্রিকা পরিচালনা করেন। মাওলানা উক্ত পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখে সমাজ সেবা করতে থাকেন। সেই সময় হতে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে তাঁর দিগন্ত প্রসারী প্রতিভা মুসলমান সমাজকে আকৃষ্ট করে। পত্রিকাটি কলকাতা কেড়েয়া রোডস্থিত 'রেয়াজুল এসলাম' প্রেস হতে মুদ্রিত হত। সমাজের যথাযথ সহানুভূতির অভাবে পত্রিকাটির অকাল মৃত্যু হয়। মাত্র বছরখানেক পত্রিকাটি চালু ছিল। পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল হানাফী মতের প্রচার।[১৬৯] সাতক্ষীরা হতে প্রকাশিত 'মসজেদ' পত্রিকা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সাত বছর পর মাওলানার প্রিয় ছাত্র যশোরের অধিবাসী জনাব মাওলানা আহমদ আলী এনায়েতপুরী 'শরীয়ত'(কলকাতা ১৯২৪ খ্রী.) নামক একখানি মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করেন। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩৩১/১৯২৪, হানাফী সম্প্রদায়ের মুখপত্র রুপে কলকাতা হতে প্রকাশিত।[১৭০] এছাড়াও 'ইসলাম দর্শন' (কলকাতা ১৯১৬ খ্রী:) প্রকাশিত হয়। মাওলানা রুহুল আমীন উক্ত পত্রিকায় যথারীতি প্রবন্ধ লিখতেন। পরবর্তীতে পত্রিকার পরিচালক বিশেষ কারণে পত্রিকাটির নাম

---

[১৬৮]। কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ. ১৩৬; মুস্তফা নূর উল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রী., পৃ. ৪৩৬; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, পৃ. ৩০৬।

[১৬৯]। মুস্তফা নূর উল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রী., পৃ. ৪৩৬; মুহাম্মদ অবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, পৃ. ৩০৬।

[১৭০]। কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ. ১৩৭; মুস্তফা নূর উল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত পৃ. ৪৪২; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রী., পৃ.৩০৬।

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন করে 'শরিয়তে এসলাম' (কলকাতা ১৯২৬ খৃ.) নামে পূনঃ প্রতিষ্ঠা করেন।[১৭১] মাওলানা ধারাবাহিকভাবে কয়েক বছর এ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন। অতঃপর মুজাদ্দিদে যামান ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এর দু'য়া ও আশীর্বাদ নিয়ে 'ছুন্নত-অল-জামায়াত' নামক একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।[১৭২] ১৩৪০ (ব.) পৌষ মাস/ ১৯৩৩ খ্রী. কলকাতা থেকে জমিয়ত এ - উলামা এ বাংলা ও আসামের (১৯৩৬ খ্রী.) এর মুখপত্র হিসেবে এর উদ্দেশ্য বর্ণনা করে মাওলানা বলেন "ইহাতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় মছলা-মাছায়েল প্রকাশিত হইবে।" ছুন্নত-অল-জামায়াত পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ১০/১২ হাজারে পরিণত হলো। কোন মুসলমান পরিচালিত বাংলা মাসিক পত্রিকার ভাগ্যে এত গ্রাহক জুটেনি এর আগে। উপমহাদেশে এই পত্রিকার ব্যাপক প্রচারের দ্বারা পাঠকবৃন্দ প্রচুর উপকার লাভ করেছেন। প্রত্রিকাটি ১৩৫০ ব. পৌষ (১৯৪৩ খ্রী.) পর্যন্ত চালু ছিল।[১৭৩] পাঠকবৃন্দ পরিতৃপ্ত হয়েছেন মাওলানার খুরধার লেখনী পাঠ করে। মাসিক 'ছুন্নাত-আল জামায়াত' পত্রিকার প্রতি জনগণের আগ্রহ দেখে মাওলানা অত্যন্ত উৎসাহিত হন। অতঃপর একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার অভাব তিনি অনুভব করেন। সুতরাং "হানাফী"নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর হন।১৯২৬ খ্রী. এটি কলকাতা হতে প্রকাশিত হয়।[১৭৪] আট বৎসর পত্রিকাটি চালানোর পর পত্রিকাটি আর্থিক অস্বচ্ছলতার কারণে বন্ধ হয়ে যায় (১৯৩৪ খ্রী.)। এ পত্রিকার সম্পাদনার ভার অর্পণ করেন ফরিদপুর জেলার (বর্তমানে গোপালগঞ্জ) মুকসদপুর থানার অধীন নগরসুন্দরদী গ্রামের জনাব মাওলানা আবদুল হাকীমের উপর। ১৯৩৭ খ্রী. পর্যন্ত ইহা চালু ছিল।[১৭৫] মাওলানা আব্দুল হাকীম একজন বিজ্ঞ আলিম এবং সুসাহিত্যিক ছিলেন। তিনি মুনশী শেখ আবদুর রহীম কর্তৃক প্রকাশিত "মোসলেম হিতৈষী" পত্রিকার সংগে একনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট

---

১৭১ । কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ.১৩৭; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রী., পৃ. ৩০৬।

১৭২ । কর্মবীর রুহল আমিন পৃ. ১৩৭; বংগীয় রাজনীতি পৃ.৩০৬। পূ.গ্র. পৃষ্ঠা ৩০৬

১৭৩ । পূ.গ্র. পৃষ্ঠা ৩০৬

১৭৪ । পূ.গ্র. পৃষ্ঠা ৩০৬; কর্মবীর রুহল আমিন পৃ. ১৩৮।

১৭৫ । মুহাম্মদ নুর উল ইসলাম,সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রী., পৃ. ৪৪৬।

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। তিনি "ইসলাম দর্পন" নামে একটি - মাসিক পত্রিকা পরিচালনা করেন। সমাজের সহানুভূতির অভাবে এ পত্রিকার অকাল মৃত্যু ঘটে। মাওলানা রুহুল আমীন কর্তৃক সমস্ত দায়িত্ব মাওলানা আবদুল হাকীম গ্রহণ করে 'হানাফী' পত্রিকা সম্পাদনা করতে থাকেন। দেখতে দেখতে 'হানাফী' পত্রিকাখানা 'ছুন্নাত-অল জামায়াতের' ন্যায় পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের ঘরে ঘরে প্রচলিত হয়। মুসলমান সমাজ পত্রিকাটির যথেষ্ট আদর ও কদর করতে ছিল এবং অল্প দিনের মধ্যে 'হানাফী' সমাজে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে নেয়।[১৭৬] মাওলানা প্রায়ই ওয়াজ নসীহতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতেন, অথচ হানাফীর মত একখানা উচ্চাঙ্গের পত্রিকা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন ছিল যথেষ্ট লোকবলের। কিন্তু মাওলানার সেরুপ বিশ্বাস ভাজন জনবল না থাকায় এবং যোগ্য হাতের অফিস পরিচালনার অভাবে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। এ পত্রিকাটির উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী আইন অনুযায়ী মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন। সাংবাদিকতা যার মহান পেশা তিনিতো দমিবার পাত্র ছিলেন না, তাই মাত্র কয়েক মাস পরেই 'মোসলেম' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন (১৯৩৮ খৃী.)। ৪৭ নং রিপন ষ্ট্রীট হতে ইহা পূর্নদ্দোমে বের হতো। পূর্বের ন্যায় এ পত্রিকাটি ও অল্প দিনের মধ্যে বেশ প্রচলিত হয়ে গেল। ১৯৪২ খ্রী. পর্যন্ত পত্রিকাটি চালু ছিল।[১৭৭] মুসলমান সমাজ এর আদর-যত্ন করতে লাগলেন। কিছু দিন চলার পর আসলো আরেক বিপদ।

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের দাবানল সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী তখন পরিব্যপ্ত, হঠাৎ কলকাতা মহানগরীতে জাপানী বিমানের বোমা বিস্ফোরণ।সমগ্র কলকাতা বাসী তখন ভয়ভীতির মধ্যে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে ১৯৪৩ খৃী. ৫ ডিসেম্বর কলকাতা মহানগরীতে পুনরায় জাপানী বিমানের আক্রমন শুরু হলো।[১৭৮] কলকাতার বহু ব্যবসায়ী তাদের ব্যবসায় বানিজ্য গুটিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। মাওলানা বিপদের আশঙ্কায় কলকাতা হতে আফিস বশিরহাটে স্থানান্তর করেন। এই প্রক্রিয়ায় পত্রিকাটির

১৭৬। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ১৩৯।
১৭৭। পূ.গ্র. পৃ. ১৪০; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্, বংগীয় রাজনীতিতে উলামার ভূমিকা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রী., পৃ. ৩০৬।
১৭৮। পূ.গ্র. পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

কয়েকটি সংখ্যা প্রচার ও প্রকাশ বন্ধ থাকে। অতপর অবস্থার পরিবর্তন হলে পুনরায় সমাজের খেদমতে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়।

মাওলানা ৪০/৫০ বৎসর দেশ ও জাতীর সেবায় নিয়োজিত থেকে বার্ধক্যে উপনীত হন। ক্রমান্বয়ে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হতে থাকে। এমতাবস্থায় ডাক্তার তাঁকে পূর্ন বিশ্রাম ও হাওয়া পরিবর্তনের পরামর্শ দেন। তিনি ডাক্তারের পরামর্শ মত হাওয়া পরিবর্তন করতে সম্মত হলেন, কিন্তু চিন্তায় পড়লেন কার হাতে 'মোসলেম' পত্রিকার ভার দেবেন।অবশেষে বন্ধু ও শুভাকাংখীদের সংগে পরামর্শ করে 'মোসলেম' (১৯৩৮ খ্রী.)[১৭৯] পত্রিকা পরিচালনার জন্য একটি পরিচালক বোর্ড গঠন করেন। পরিচলক বোর্ডের প্রধান পরিচালক কে হবেন এ বিষয়ে আলোচনার জন্য সাতক্ষীরার মাওলানা ময়োজ্জদ্দিন হামিদীকে বশিরহাট ডেকে পাঠান। মাওলানা মোয়েজ্জেদ্দীন হামিদী বশিরহাট পৌছলে মাওলানা অত্যন্ত খুশী হন এবং তাকে বলেন যে, কমিটির সংগে পরামর্শ করে সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আমার মত এতে রয়েছে যে, "এই পরিচালক বোর্ডের প্রধান পরিচালক পদে আপনাকেই দায়িত্ব প্রহণ করতে হইবে"।[১৮০] মাওলানা হামিদী সাহেব মাওলানার স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য করে উক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন।মাওলানা কয়েকদিন পরে হাজারী বাগ জেলায় হাওয়া পরিবর্তনের জন্য বের হন। যেখানে আড়াই/তিন মাস অবস্থান করেন। অতপর স্বাস্থ্যের অবস্থা একটু উন্নত হওয়ায় দেশে ফিরে এসে পত্রিকা পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং অফিস বশির হাট হতে কলকাতায় স্থানান্তর করেন।[১৮১] অতপর ছুন্নত-অল- জামাআত পত্রিকার মত 'জমিঅত-এ- উলামা - বাংলা ও আসাম' - এর মুখপত্র 'মোছলেম' নামক সাপ্তাহিকীটিও মাওলানা আবু বকর সিদ্দিকী (র.) পৃষ্টপোষকতায় (১৯৩৮ খ্রী.) মাওলানার নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৪২ খ্রী. পর্যন্ত পত্রিকাটি চালু ছিল।[১৮২] ছুন্নত-অল-জামাআত পত্রিকার ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, রমযান, ১৩৫২ হি. / পৌষ

---

[১৭৯]। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রী., পৃ. ৩০৬।
[১৮০]। কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ. ১৪২।
[১৮১]। কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ. ১৪২-৪৩।
[১৮২]। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা পৃ. ৩০৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৩৪০, মুতাবিক ১৯৩৪ খ্রী. প্রকাশিত হয় ।[১৮৩] এছাড়া মোসলেম হিতৈষী সাপ্তহিক পত্রিকাটি মাওলানার পীর আবু বকর সিদ্দীকীর পৃষ্ঠপোষকতায় - ১৯১১ খ্রী. কলকাতা হতে প্রকাশিত হয়, সম্ভবত ১৯২১ খ্রী. পর্যন্ত এটি চালু ছিল। মাওলানা এতে নিয়মিত লিখতেন।[১৮৪] মাওলানা ইসলাম -দর্শন মাসিক পত্রিকায় -লিখতেন। এর প্রথম প্রকাশ বৈশাখ, ১৩২৭ (ব.) ১৯২০ খ্রী.। কলকাতা থেকে আবদুল হাকিম ও নুর আহমেদের সম্পাদনায় এবং ফুরফুরার পীর আবু বকর সিদ্দিকী এর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হতো। এটি আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে বাংলার মুখপত্র ছিল। পত্রিকাটি ৬ষ্ঠ বর্ষেও চালু ছিল। এটি ছিল ধর্ম ও সমাজ বিষয়ক পত্রিকা।[১৮৫]

১৮৩। পূ.গ্র. পৃ. ৩৫০।
১৮৪। মুস্তফা নূরুল ইসলাম, সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, পৃ ৪০৪।
১৮৫। পূ.গ্র., পৃ ৪৩৮।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

বাগ্মী-ওয়ায়েজ

ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত আবুবকর সিদ্দিকী (র.) সমগ্র বঙ্গ আসামের আলিম সমাজকে একত্রিত করে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ইসলামী রীতিনীতি ও শরা শরীঅত শিক্ষা দেয়ার মানসে (১৯১১খ্রী.) "আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন"[১৮৬] নামক একটি শক্তিশালী প্রচার সমিতি গঠন করেন। তিনি উক্ত সংগঠনের জন্য বহু টাকা পয়সা চাঁদা সংগ্রহ করে কয়েক জন বেতন ভোগী প্রচারক নিযুক্ত করে বঙ্গের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ও পল্লীতে পল্লীতে তাঁদেরকে ইসলাম প্রচারের নিমিত্তে পাঠিয়েছিলেন। প্রচারকগন নানাস্থানে ভ্রমণ করে বহু সংখ্যক মক্তব-মাদ্রাসা স্থাপন, সামাজিক দ্বন্দ্ব কলহের মীমাংসা, হাফেজীয়া মাদ্রাসা, কিরাত শিক্ষার জন্য মক্তব স্থাপন , বায়তুল মাল ফান্ড স্থাপন, মামলা মোকাদ্দমার নিষ্পত্তি করন এবং এ জাতীয় বহু জনহিত কর কার্য করতে লোকদিগকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণীত করেন। এই সংগঠনের তদানীন্তন কয়েকজন প্রসিদ্ধ প্রচারক ছিলেন[১৮৭] পোড়াদহের জনাব মওলানা ফজলুর রহমান, ফরিদপুরের মওলানা হাবিবুর রহমান, চব্বিশ পরগণার মাওলানা ইয়াদ আলী, হাতিয়ার মুন্‌শী ইব্রাহীম, ঝিনাইদহের মাওলানা আবদুল আযীয, বগুড়ার আটাপাড়ার মাওলানা আবদুল মজীদ, চব্বিশ পরগণার শশীপুরের মাওলানা আব্দুল জব্বার, রাজশাহীর ভান্ডারপুরের মাওলানা মকবুল হোসেন আক্কেলপুরী, চট্টগ্রামের মওলানা ফজলুর রহমান নিজামী, ঝিনাইদহের হাজী মুনশী জহীরুদ্দিন,রংপুরের মাওলানা অজিহুদ্দিন এবং কপুরহাটের মাওলানা মোজাফফর হোসেন প্রমুখ ১২/১৩ জন আলিম বেতন ভোগী স্থায়ী প্রচারক ছিলেন।[১৮৮]

---

[১৮৬]। কর্মবীর রুহল আমিন পৃ. ১৩১ ; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, ইফাবা, ঢাকা, খ্রী., পৃ. ৩০০।

[১৮৭]। কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ. ১৩১-১৩২।

[১৮৮]। মাওলানা রুহুল আমীন, মুজাদ্দিদ পীর সাহেবের বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৩৪।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া অবৈতনিক প্রচারক ছিলেন অসংখ্য। কলারোয়ার মওলানা মোয়েজ্জউদ্দীন হামিদী ও একজন অবৈতনিক প্রচারক ছিলেন। অবৈতনিক প্রচারকগনের মধ্যে হযরত মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবই ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। তিনি উক্ত আঞ্জুমানের বহু খেদমত করে গিয়েছেন। ফুরফুরার হযরত পীর সাহেবের আদেশেই মাওলানা চাকুরী ত্যাগ করে সমাজ সেবায় আত্ম নিয়োগ করেন। মাওলানা জীবনে অসংখ্য ওয়াজ মাহফিল ও সভা সমিতিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন পল্লীতে পল্লীতে ওয়াজ করেছেন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইসলামী নীতিমালাকে পরিশুদ্ধ করাই ছিল তাঁর জীবনের মহান ব্রত। এজন্য কত যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তিনি কখনও পদব্রজে, কখনও গরুর গাড়ীতে কখনও ষ্টীমারে, ট্রেনে, কখনও পাল্কীতে এমনি ভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যানবাহনে ওয়াজ করার জন্য ভ্রমণ করেছেন। এক কথায় তিনি ছিলেন দীনের মুসাফির। পথে ঘাটে রেল ষ্টীমারে সব সময়ই কাগজ কলম ও গ্রন্থাদি তাঁর জীবনের নিত্য সঙ্গী ছিল। অনেক সময়ে ট্রেনের ৩য় শ্রেণীতে বসে বই লেখার কাজ করতেন। ফুরফুরার ঈসালে সওয়াবের মাহফিলে ৩/৪ স্থানে হালকা করে ৩/৪ জন বক্তা ওয়াজ করতেন। কিন্তু পীর সাহেব যখনই ঘোষণা দিতেন এইবার বশির হাটের বড় মাওলানা সাহেব ওয়াজ করবেন তখন সমস্ত ছোট সভা ভেঙ্গে সকলেই চুম্বকের ন্যায় বড় হালকার দিকে ভিড় জমাতেন। কিছু সময়ের মধ্যে সভাটি বিরাট জন সমুদ্রে পরিণত হয়ে যেত। তাঁর ওয়াজ ছিল অত্যন্ত সুমধুর ও মূল্যবান। একদা মাওলানা সাহেব ওয়াজ করছিলেন এমন সময় হযরত পীর সাহেব তথায় তাশরীফ আনলেন, তখন মাওলানা সাহেব ওয়াজ বন্ধ করে দিয়ে পীর সাহেবের আদেশের প্রতীক্ষায় রইলেন। হযরত পীর সাহেব সভাস্থলে দাঁড়িয়ে বললেন, "বাবা আমি খোয়াবের মধ্যে দেখিয়াছি যে, বশির হাটের মাওলানা রুহুল আমিন ছাহেব হযরত ইমামে রব্বানী আহমদ সেরহেন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রঃ) এর সমাধি ঝাড়ু দিতেছেন"। ইহা হতে প্রমাণীত হয় যে, মাওলানা কত বড় কামিল মুকাম্মিল ওলী ছিলেন।[১৮৯] তাঁর কুরআন হাদীসের দ্বারা প্রদত্ত মূল্যবান ওয়াজ শ্রোতাদিগের কর্ণ কুহরে

---

[১৮৯]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

সহজে পৌছে যেত। কারণ আল্লাহ তাঁকে এমনি উচ্চ স্বরের অধিকারী করেছিলেন যে তাঁর প্রতিটি কথা বিরাট ময়দানে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌছে যেত।অনেকেই মনে করেন যে এটা তাঁর বিশেষ কারামত। বিশেষ করে যখন তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন তখন তাঁর ডান হাত খানা থাকতো তাঁর ডান কানের উপর এবং চক্ষুদ্বয় থাকতো বন্ধ। তিনি দাওয়াত গ্রহণ করে বিশেষ কোন কারণ ব্যতিরেকে সভায় উপস্থিত হন নাই এমন ঘটনা খুবই বিরল।দেশে আলিম উলামা পীর মাশায়েখ ইসলামের যে মহান খেদমত করে গিয়েছেন অনেক মুসলমান রাজা বাদশাহগণ তা করতে পারেননি। ১৩৫২ ব. /১৯৪৫খ্রী. জমিয়তে উলামার সভায় বরিশালের শর্ষিনার পীর হযরত মওলানা নেছারুদ্দীন সাহেব তার সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন যে, দিল্লীতে মুসলমানদের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য যা করতে পারেননি তা অপেক্ষা অধিক কাজ করে গিয়েছেন হযরত খাজা আজমিরী (র.), হযরত ইমামে রব্বানী আহমদ ছেরহেন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) ও হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলবী (র.) প্রমুখ ওলীউল্লাহ। পরবর্তী কালে ফুরফুরার সম্মানীত পীরযাদাগণ, মাওলানা রুহুল আমীন ও মাওলানা নেছারুদ্দীন প্রমুখ আলিম জাতি ও সমাজের উন্নতির জন্য যে সংস্কার মূলক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা কোন রাজনৈতিক নেতা করতে পারেননি।[১৯০] এভাবেই আলিম উলামাগণ আজও সেই ধারার অনুসরণে সমাজ উন্নয়নে ওয়াজ নসীহতের অমিয় ধারার প্রচারকর্ম অব্যাহত রেখেছেন।

মাওলানা আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনের পক্ষ থেকে ওয়াজ নসিহত করে বেড়াতেন এ উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায়। বিশেষ ভাবে বশির হাটে তাঁর জীবদ্দশায় ঈসালে সওয়াবের মাহফিল কায়েম করে স্থায়ী ওয়াজ নসীহতের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। ১৩৫১ বঙ্গাব্দে ঈসালে সওয়াবের মহফিল অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও বিপুল লোকের সমাবেশ হয়েছিল। মাওলানা জীবদ্দশায় স্বয়ং নিজ চোখে তা দেখেছেন। ১ম দিকে এই মাহফিলের তারিখ ২১, ২২ ও ২৩শে ফাল্গুন নির্ধারিত হয়। কিন্তু উক্ত তারিখে ফুরফুরার মাহফিল নির্ধারিত থাকায় তিনি তারিখ পরিবর্তন করে

---

[১৯০]। কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ. ১৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

১৭, ১৮ ও ১৯শে ফাল্গুন নির্ধারিত করেন। অদ্যাবধি এই তারিখেই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে, ১৩৫১ বঙ্গাব্দে (১৯৪৪খ্রী.) ফুরফুরা শরীফের জলসায় যদিও তিনি যোগদান করতে পারেননি তিনি মওলানা মোয়েজ্জদ্দীন হামিদীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, "আমার শরীর খুব সুস্থ নহে, বশিরহাট ঈসালে সওয়াবের মাহফিলের প্রেসিডেন্ট আপনাকেই নিযুক্ত করিলাম, আপনি খুব লক্ষ্য রাখিবেন যেন আপনার বিনা আদেশে কেহ ওয়াজ করিতে দন্ডায়মান না হয় এবং কেহ যেন ফুরফুরার গদ্দীনশীন পীর ছাহেবের অথবা মেঝভাই ছাহেবকে নিন্দা না করে"।[১৯১]

মাওলানার ইন্তেকালের পর অনেকের ধারণা ছিল বশিরহাটের ঈসালে সওয়াব মাহফিল আর হবে না । কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে অদ্যাবধি নির্ধারিত তারিখে আমিনিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। উপমহাদেশের অগনিত মুসলমান ও বহু উলামায়ে কিরাম, হাফিজ, কারী ও সূফী দরবেশগণ মাহফিলে যোগদান করে থাকেন ও মাওলানার রওযা যেয়ারত করেন।

উক্ত মাহফিলের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, মাহফিলের পশ্চিম দিকে অবস্থিত শান বাঁধা পুকুরটির পানি বার মাসই লবনাক্ত থাকে কিন্তু মাহফিলের তিনদিন আল্লাহর অফুরন্ত রহমতে উহার পানি মিষ্ট মধুর অবস্থায় থাকে। এই সভায় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থান হতে বহু প্রসিদ্ধ ওয়ায়েজ ও উলামা যোগদান করে থাকেন। এ মাহফিলে কেহ বাজে কিচ্ছা কাহিনী বর্ণনা করতে ও রাগরাগীনি সহ গজল পাঠ করতে পারে না। মাওলানা যেমন আজীবন কুরআন হাদীসের ওয়াজ করতেন তাঁর মাহফিলে এখনও সেই ভাবে ওয়াজ নসীহতের ব্যবস্থা রয়েছে। অধিকাংশ জটিল মাসআলার সমাধান এখান থেকে দেয়া হয়।

---

[১৯১]। পূ.গ্র.পৃ. ১৪৮-১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত ঈসালে সওয়াবের মাহফিলে উপমহাদেশের যে সমস্ত আলিম উলামা ওয়াজ নসীহত করতেন তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত আলিমদের নাম[১৯২] সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। হযরত মাওলানা শাহ সূফী আহমদ আলী হামিদ জালালী।
২। মাওলানা মোহাম্মদ রূহুল কুদ্দুস ছাহেব, (বশিরহাট)
৩। মাওলানা মোহাম্মদ বজলুর রহমান দরগাহপুরী ছাহেব, চব্বিশপরগণা (ভারত)।
৪। মাওলানা মোহাম্মদ বোরহানুদ্দীন ছাহেব, খুলনা।
৫। মাওলানা আব্দুল জব্বার, খুলনা।
৬। মাওলানা তমিযুদ্দীন, খুলনা।
৭। মাওলানা আবদুল মোহিত মুর্শিদাবাদী।
৮। মাওলানা মোহাম্মদ মুফিজুদ্দীন আহমদ বাজিতপুর (রংপুর)।
৯। মাওলানা মোহাম্মদ এলাহী বখ্শ ছাহেব, (রংপুর)।
১০। মাওলানা মোহাম্মদ লোকমান আহমদ ছাহেব, খুলনা।
১১। মাওলানা আবদুর রশীদ দেবীপুর, চব্বিশ পরগণা (ভারত)।
১২। মৌলভী মোহাম্মদ আয়নুদ্দীন ছাহেব, রাজাপুর (ভারত)।
১৩। মাওলানা ইবরাহীম মোহাববতপুরী, বগুড়া।
১৪। মৌলভী ফজলুল হক, বসিরহাট।
১৫। মৌলভী কাছেদ আলী ছাহেব, বশিরহাট।
১৬। মৌলভী ইলাহী বখশ খানপুরী, খুলনা ।

মাওলানা ওয়াজ নসীহতের জন্য শুধু বশির হাট ঈসালে সওয়াব মাহফিল কায়েম করেই যাননি বরং অবিভক্ত বাংলার বহুজেলায় মুসলিম সমাজের কল্যাণের জন্য মাদ্রাসা ও ঈসালে সওয়াব মাহফিল প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। তাঁর ইন্তেকালের পর ভক্তবৃন্দ অনেক মাদ্রাসায়ও ঈসালে সওয়াব মাহফিল প্রতিষ্ঠা করেন।

---

[১৯২]। পূ. গ্র. পৃ. ১৪৮-১৪৯।

Dhaka University Institutional Repository

অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে সমস্ত মাদ্রাসা ও ঈসালে সওয়াব মাহফিল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার মধ্যে কতিপয়ের তালিকা উল্লেখ করা হলো।[১৯৩]

(১) ভারতে বশিরহাট আমীনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় ঈসালে সওয়াব মাহফিল ১৭, ১৮ ও ১৯মে ফাল্গুন প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া (২) কদালিয়া (৩) বলদেপোতা (৪) রজিপুর (৫) সৈয়দপুর (৬) ইটিন্ডা (৭) সোলাদানা (৮) বাগুনডী (৯) বৈকারা (১০) পাটকেলপোতা (১১) পারভবানীপুর মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

(১) সাতক্ষীরা আমিনিয়া মাদ্রাসায় ২৫, ২৬ ও ২৭শে ফালগুন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। (২) নওয়াপাড়া ২৮ ও ২৯ শে ফাল্গুন (৩) আগরদাড়ী ১৩ ও ১৪ই ফাল্গুন (৪) গাংনিয়া ১০ও ১১ ই ফাল্গুন (৫) কালিয়ানী ১২ই ফাল্গুন (৬) পাতাখালি ১৮ও ১৯শে ফাল্গুন (৭) জয়নগর ১৪ ও ১৫ই ফাল্গুন মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। (৮) পদ্মপুকুর (৯) কালনা (১০) মেঘের আটি (১১) কয়রা ১২) ঘোনা (১৩) কাটিয়া (১৪) জেয়ালা নলতা (১৫) পারনান্দুয়ালি (১৬) ঝিনাইদহের পাওহাটিতে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় ১৬ই কার্ত্তিক।[১৯৪] (১৭) আরাফপুর (১৮) বাদুর গাছা (১৯) দরাশপুর (২০) সোলেমানপুর কোটচাদপুর (২১) আনসার বাড়ী, মাগুরা (২২) ঘাশিয়াড়া বানের হাট (২৩) সৈয়দপুর (২৪) সারংদিয়া আমীনিয়া ঈসালে সওয়াব মাগুড়া (২৫) বশির হাট (২৬) বিনোদপুর (২৭) কামার খালি (২৮) পাচুরিয়া (২৯) ছাছিলাপুর মাগুড়া (৩০) লখপুর, বাগেরহাট (৩৫) বারাকপুর, খুলনা (৩৬) সৈয়দপুর, বাগেরহাট (৩৭) আলাইপুর (৩৮) বগা (৩৯) মাদরতলা (৪০) শেখমাটিয়া (১) মহববতপুর, বগুড়া (৪৬) ডোমন পুকুর (৪৭) ফুলবাড়িয়া (৪৮) তামাই, পাবনা (৪৯) সুজানগর, পাবনা (৫০) সাতুর, ফরিদপুর (৫১) মধুখালি, ফরিদপুর (৫২) গোবাখালী (৩)রাজৈর (৫৪) চর বানিয়ারী, বরিশাল (৫৫) বানিয়ারী (৫৬) বাগআচড়া, যশোর (৫৭)দাদখালী (৫৮) নারংগালী, যশোর।[১৯৫]

---

[১৯৩] । রুহুল আমিনঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১০৮-১১১।
[১৯৪] । এ মাহফিলটি এখনও নিয়মিত বার্ষিক ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।
[১৯৫] । রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১০৮-১১১।

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি স্থানে মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানার জীবদ্দশায় এসব স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন মাহফিল অনুষ্ঠিত হতো। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর উত্তরসূরীগণ যথারীতি এসব মাহফিলে না আসার কারণে এবং তাঁর ভক্ত বৃন্দের অনুপস্থিতির কারণে অনেক মাহফিল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তবে খুশীর বিষয় এই যে, তাঁর নাতী মাওলানা সিরাজুল আমিন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্ধারিত স্থানের মাহফিল গুলোতে আগমন করছেন এবং এগুলোকে পূনরুজ্জীবিত করছেন।[১৯৬]

[১৯৬]। বিগত ১৯৯৬ খ্রী. বৃহত্তর ফরিদপুর এলাকায় তাঁকে কয়েকটি মাহফিলে উপস্থিত করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

সমাজ সেবা

মাওলানা ছিলেন একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী সুপন্ডিত ব্যক্তিত্ব। তিনি সমাজের খেদমতের জন্য জীবনে কোন সরকারী চাকুরী গ্রহণ করেননি। তিনি উপমাহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সভা সমিতিতে যোগদান করে তাঁর কুরআন হাদীসের আলোকে তেজঃদৃপ্ত সুমধুর বক্তৃতা দ্বারা দেশবাসীর হৃদয়কে মহান ইসলামের হিরম্ময় কিরণে উদ্ভাসিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার যশঃ গৌরব সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় দিগ দিগন্তে বিস্তৃত হয়ে যায়। সমস্ত বাংলা, আসাম ছাড়াও বার্মা অঞ্চলেও তাঁর বক্তৃতার খ্যাতি বিস্তৃত হয়।[১৯৭]

বাংলার মুসলমানগণ যেন সোনার কাঠির পরশ পেয়ে আবার নব জীবন ও আত্মচেতনা লাভ করে। ঘুমন্ত মুসলমান সমাজ আবার জেগে ওঠে।

সমাজে আবার নতুন জীবনের স্পন্দন অনুভূত হতে লাগলো। মৃত প্রায় মুসলিম সমাজ তাঁর নিকট কুরআন হাদীস শ্রবণ করে আবার চাঁঙ্গা হয়ে উঠলো। সমাজের খেদমতের নিমিত্তে তিনি প্রায় সুদীর্ঘ চল্লিশ[১৯৮] বছর কাল বঙ্গঁআসামের কোটি কোটি মুসলমানকে উদাত্ত কণ্ঠে আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অমিয় বাণী শুনিয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকর কথাবার্তার প্রতিবাদে নানা জায়গায় বাহাছ ও তাকরার করেন এবং তাদের প্রতিহত করেন।

শত ব্যস্ততার মাঝেও সুন্নত-ওয়াল জামায়াত পত্রিকার (১৯৩৩ খ্রী.) প্রকাশনা বন্ধ থাকেনি[১৯৯]। ধারাবাহিকভাবে যখন যে সমস্যা উপস্থাপিত হয়েছে তিনি তার পান্ডিত্যপূর্ণ জওয়াব প্রদান করেছেন। সাধারণত দেখা

---

[১৯৭]। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৪৪

[১৯৮]। পূ.গ্র. পৃ.৪৪; মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রী., পৃ. ৩০৫।

[১৯৯]। মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রী., পৃ. ৩০৬।

Dhaka University Institutional Repository

যায়, একজন ব্যক্তি দুটি বিষয়ে সমান্তরাল ভাবে যশ অর্জন করতে পারে না। কিন্তু মাওলানার জীবন ছিল এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি একাধারে সুবক্তা ও তর্কশাস্ত্রে সুপন্ডিত। অন্য দিকে লেখনী ছিল অত্যন্ত খুরধার। পত্রিকা নিয়মিত চালনা সহ অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন একই সংগে। এটা মওলানার জীবনের সত্যিই এক প্রশংসনীয় দিক। তাঁর কর্মময় জীবনে দেখা যায় কি সাহিত্য ক্ষেত্রে, কি তর্ক শাস্ত্রে, কি রাজনীতিতে কোন দিকেই তিনি কম ছিলেন না। আল্লাহর অপার মহিমায় এই বাগ্মী মহাপুরুষ, মহাসাধক নানাগুণের অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠের বক্তৃতা শুনে বহু বেনামাযী নামায পড়া শিখেছে এবং গোমরাহ ব্যক্তি হেদায়েত লাভ করেছে। দেশের অভ্যন্তরে বহু মাদ্রাসা, মক্তব তাঁর প্রচেষ্টায় স্থাপিত হয়েছে। বহু সুদখোর সুদ ত্যাগ করেছে। বাতিল পন্থী ফকীরগণ তওবা করে মুসলমান হয়েছে। ঘুষ খোর ঘুষ ত্যাগ করেছে। নাস্তিক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেছে। নবীজির (স.) সুন্নত পালনে অনেকে অগ্রসর হয়েছে। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের বদৌলতে পর্দাপ্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সমাজের নানা কুসংস্কার দূরীভূত হয়েছে। আর্থিক ভাবেও তিনি সাহায্য করে বহু সংখ্যক দীনী আলিম তৈরী করেছেন। অনাথ, অসহায়, দুঃস্থ- বিধবা মহিলাদেরকে অর্থ সাহায্য করে প্রতিপালন করে সমাজে তাদের মর্যাদাকর জীবনে নিয়ে এসেছিলেন।[২০০]

আধ্যাত্মিক জগতে অখংখ্য তওহীদী সন্তান রেখে গেছেন। যারা বাতিনী নূর দ্বারা ও ইলমে মা'রিফাতের শিক্ষা দ্বারা জাতিকে সঠিক পন্থায় আধ্যাত্মিক জগতের সংগে পরিচিত করেছেন।[২০১] বর্তমান সাতক্ষীরা জেলাধীন হামিদপুর নিবাসী মওলানার অন্যতম জীবনী লেখক মওলানা মোয়েজদ্দীন হামিদী সাহেব নিজে বর্ণনা করেছেন যে, "ছাত্র জীবনে আমিও তাঁর নিকট হইতে প্রচুর অর্থ সাহায্য ও বহু কিতাবের সাহায্য পাইয়াছি। মোট কথা, আল্লার অনুগ্রহে তিনি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি না দেখাইলে কখনই আমার এ পথে আগমন করা সম্ভব হইত না। অতপর টাইটেল পাশ করিবার পর ফুরফরা শরীফের মরহুম হযরত

---

[২০০]। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৪৫।
[২০১]। পূ. গ্র. পৃ. ৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

পীর ছাহেব কেবলাও জনাব মওলানা ছাহেব আমাকে ফুরফুরার সিনিয়ার মাদ্রাসার হেড মৌলবীর পদ পরিত্যাগ করিয়া এশায়াতে এছলাম ও সমাজ সেবার জন্য আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দেন। তাঁহাদেরই ওসীলায় এ দীনি খাদেম তাঁহার শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও এখন এই পথে ভ্রমণ করিতেছে"।[২০২]

মাওলানা কুতুব খানা স্থাপন করে সমাজের বড় এক খেদমতের দিক উম্মোচন করেছেন। মাওলানার হৃদয়ে দুর্লভ কিতাব সমূহ সংগ্রহের প্রবল আকাংখা ছিল। তিনি তাই মাদ্রাসার ছুটির সময়ে পুরাতন কিতাব বিক্রেতার নিকট গিয়ে খুজে খুজে পুরাতন দুস্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করতেন। মক্কা ও মদীনা শরীফ হতে তৎকালীন সময়ে চারমণ ওজনের দুর্লভ কিতাব সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারে হাদীস, তাফসীর, ফিক্হ, আকাইদ, উসুলে হাদীস, উসুলে ফিক্হ, আসমাউর রিজাল, ইতিহাস, সীরাত, মান্তিক, হিকমত, নাহুসরফ, বালাগাত প্রভৃতির যাবতীয় কিতাব যা মক্কা-মদীনা, বৈরুত, হালাব, মরক্কো, হায়দারাবাদ এবং হিন্দুস্তানের অন্যান্য শহরে বন্দরে পাওয়া যায় তৎসমুদয় কিতাব তিনি সংগ্রহ করে রেখে গেছেন জাতির খেদমতের জন্য।[২০৩]

শী'আ, ওয়াহাবী, কাদিয়ানী, শাফিয়ী, মালিকী, হাম্বলী ও হানাফীসহ মযহাব সমূহের প্রায় সমস্ত কিতাব সংগ্রহ করেছেন । তাঁর লাইব্রেরীতে অমুসলিম পন্ডিতদের অনেক বই সংরক্ষিত আছে। আর এই সমুদয় কিতাব জাতির কোন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে আলিমগণ জামানত সাপেক্ষে গ্রহণ করতঃ ব্যবহার করতে পারবে।

মাওলানা সাহেব কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হতে ১৯০৫[২০৪] খ্রী. শেষ পরীক্ষা জামাআত- এ- উলায় ১ম স্থান অধিকার করেন। অতপর ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেবের নিকট বয়'আত গ্রহন করে চার তরীকার কামালিয়াত লাভ করেন। অতপর তাঁর পীর সাহেবের নির্দেশে সমাজ

২০২। পূ. গ্র. পৃ. ৪৫-৪৬।
২০৩। রুহুল আমিনঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ.৮৯-৯০।
২০৪। ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রী., পৃ. ৩০৪।

Dhaka University Institutional Repository

সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি প্রায় চল্লিশ বছর নিরলস ভাবে সমাজ সেবায় তথা মানুষের কল্যাণে কাজ করেছেন।[২০৫] জাতীয় খেদমতের জন্য মাওলানার প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীতে গবেষণা মূলক সংরক্ষিত কিতাবের সংখ্যা নিম্নরূপ।

১। তাফসীরের কিতাব	৬৭ খানা
২। হাদীসের কিতাব	৯০ খানা
৩। ফিক্‌হের কিতাব	১০৭ খানা
৪। উসুলে হাদীসের কিতাব	১৬ খানা
৫। উসুলে ফিক্‌হের কিতাব	২০ খানা
৬। আসমাউর রিজাল কিতাব	২৬ খানা
৭। আকাইদের কিতাব	৫২ খানা
৮। ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থ	৫৯ খানা
৯। মানাকিবের কিতাব	১৮ খানা
১০। তাসাওউফের কিতাব	৮২ খানা
১১। অভিধান গ্রন্থ	২২ খানা
১২। মোহাম্মদী ও ওয়াহাবীদের কিতাব	৪৬ খানা
১৩। ওয়াহাবীদের রদ সংক্রান্ত কিতাব	৮২ খানা
১৪। শিয়া মযহাবের রদ সংক্রান্ত কিতাব	২১ খানা
১৫। খ্রীষ্টান দিগের কিতাব	১১ খানা
১৬। রদ্দে নাসারার কিতাব	৩৯ খানা
১৭। কাদিয়ানী মযহাবের কিতাব	৯৭ খানা
১৮। রদ্দে কাদিয়ানী কিতাব	৬৬ খানা
১৯। বিদ'আতী দিগের কিতাব	২৯ খানা
২০। রদ্দে বিদ'আ সংক্রান্ত কিতাব	৭৬ খানা
২১। আরিয়াদিগের রদ সংক্রান্ত কিতাব	৩১ খানা[২০৬]

[২০৫]। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ১২০-১২১।
[২০৬]। আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ১৫৯-১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

মোট কিতাবের সংখ্যা ৯৫৭। এগুলো দুষ্প্রাপ্য অথচ ইসলামী বিষয়ে গবেষণার জন্য এগুলো অত্যন্ত জরুরী।

এ ছাড়াও বিভিন্ন কিতাব পত্র, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বিশেষ সংখ্যার পত্র পত্রিকা সমূহ তাঁর অমূল্য গ্রন্থ শালায় রক্ষিত রয়েছে। বর্তমান কালে বঙ্গ আসামের মধ্যে ইসলামী গ্রন্থাগার হিসেবে এটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থাগার। সমাজ ও জাতির খেদমতের জন্যই তিনি এত বড় সংগ্রহ শালা প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন।[২০৭]

তাঁর এ গ্রন্থাগারে তাঁর রচিত অপ্রকাশিত বেশ কিছু গ্রন্থের পান্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। এগুলো অনেক পুরনো হয়ে যাওয়ায় নষ্ট হয়ে যাবার আশংকা দেখা দিয়েছে। কোন কোন গ্রন্থের পাঠোদ্ধার খুবই দূরুহ হয়ে পড়েছে। এ গুলো জাতীয় সম্পদ। এগুলোকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা যত সত্তর সম্ভব অবলম্বন করা অতীব জরুরী। এ গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত কিছু প্রয়োজনীয় গ্রন্থের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

২০৭। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১৫৬-৬০; আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ১৬০।

Dhaka University Institutional Repository

তাফসীর সমূহ [২০৮]

১।	তাফসীরে জালালাইন	১ জিল্‌দ
২।	তাফসীরে জামি'উল বয়ান	
৩।	হাশিয়ায়ে শেখযাদা	৩ জিল্‌দ
৪।	তাফসীরে ফতহুল বয়ান	৫ জিল্‌দ
৫।	তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর	
৬।	আহ্‌কামুল কুরআন	২ জিল্‌দ
৭।	তাফসীরে বায়যাবী	২ জিল্‌দ
৮।	হাশিয়ায়ে জুমাল	৪ জিল্‌দ
৯।	তাফসীরে রুহুল বয়ান	৪ জিল্‌দ
১০।	তাফসীরে খাযেন	৩ জিল্‌দ
১১।	তাফসীরে রুহুল মা'আনী	৯ জিল্‌দ
১২।	তাফসীরে আহমাদী	১ জিল্‌দ
১৩।	তাফসীরে মা'আলিম	
১৪।	তাফসীরে কাশশাফ	৩ জিল্‌দ
১৫।	তাফসীরে মাদারিক	২ জিল্‌দ
১৬।	তাফসীরে মুনীর	১ জিল্‌দ
১৭।	তাফসীরে বাহরে মুহীত	৮ জিল্‌দ
১৮।	তাফসীরে সিরাজুল মুনীর	১ জিল্‌দ
১৯।	তাফসীরে দুররে মনসুর	৩ জিল্‌দ
২০।	তাফসীরে ইবন জারীর তাবারী	৭ জিল্‌দ
২১।	তাফসীরে মাযহারী	২ জিল্‌দ
২২।	বয়ানুল কুরআন (উর্দু)	১ জিল্‌দ
২৩।	তাফসীরে রউফী (উর্দু)	১ জিল্‌দ
২৪।	তাফসীরে মাওয়াহিবুর রহমান (উর্দু)	৬ জিল্‌দ
২৫।	তাফসীরে হাক্কানী (উর্দু)	২ জিল্‌দ
২৬।	ইংরেজী অনূদিত কুরআন (রড ওয়েল কর্তৃক)	১ জিল্‌দ

[২০৮]। মাওলানার নাতী জনাব সিরাজুল আমিনের সৌজন্যে প্রাপ্ত লাইব্রেরীর বইয়ের তালিকা পৃ. ১৮-২০; ।

Dhaka University Institutional Repository

২৭।	ইংরেজী অনূদিত কুরআন (সেল কর্তৃক)	১ জিল্‌দ
২৮।	ইংরেজী অনূদিত কুরআন (পামার কর্তৃক)	২ জিল্‌দ
২৯।	সটীক বংগানুবাদ কুরআন (গোল্ড সেক কর্তৃক)	৩ জিল্‌দ
৩০।	বয়ানুল কুরআন (মাওলানা মোহাম্মদ আলী কাদিয়ানি)	৪ জিল্‌দ

শী'আ সম্প্রদায়ের তাফসীর

৩১।	তাফসীরে হুদরে শিরাজী	১ জিল্‌দ
৩২।	তাফসীরে হাসান আসকারী	১ জিল্‌দ
৩৩।	তাফসীরে মুনীর	১ জিল্‌দ
৩৪।	তাফসীরে মাজমাউল বয়ান	১ জিল্‌দ
৩৫।	তাফসীরে হাফী	১ জিল্‌দ

হাদীস সমূহ [২০৯]

১।	সহীহ বুখারী	১ জিল্‌দ
২।	সহীহ মুসলিম	১ জিল্‌দ
৩।	সুনানে আবু দাউদ	১ জিল্‌দ
৪।	সুনানে তিরমিযী	১ জিল্‌দ
৫।	সুনানে নাসায়ী	১ জিল্‌দ
৬।	ইবন মাজা	১ জিল্‌দ
৭।	মুয়াত্তায়ে মালিক	১ জিল্‌দ
৮।	মুয়াত্তায়ে মুহাম্মদ	১ জিল্‌দ
৯।	মুসনাদে ইমাম আ'জম	১ জিল্‌দ
১০।	মুসনাদে ইমাম শাফিয়ী	১ জিল্‌দ
১১।	মুসনাদে আহমদ	৬ জিল্‌দ
১২।	মুসনাদে দারিমী	১ জিল্‌দ
১৩।	সুনানে দারকুতনী	১ জিল্‌দ
১৪।	মা'আনিয়ুল আছার (তাহাবী)	১ জিল্‌দ

---

[২০৯]। পূর্বোক্ত পৃ.২০-২৩।

Dhaka University Institutional Repository

শী'আ সম্প্রদায়ের হাদীসের কিতাব

১৫।	ইরশাদে শায়খ মুফীদ	১ জিল্‌দ
১৬।	নাহ্‌যুল বালাগাহ	১ জিল্‌দ
১৭।	হাককুল ইয়াকীন	১ জিল্‌দ
১৮।	হায়াতুল কুলুব	১ জিল্‌দ
১৯।	কিতাবুশ শাফী	১ জিল্‌দ
২০।	আকায়েদে শী'আ	২ জিল্‌দ

হানাফী মযহাবের ফিক্‌হের কিতাব [২১০]

১।	মবসুতে সারাখসী	১০ জিল্‌দ
২।	তবইয়ানুল হাকায়েক শরহে কানয	৬ জিল্‌দ
৩।	খুলাসাতুল ফাতাওয়া	২ জিল্‌দ
৪।	ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী	৬ জিল্‌দ
৫।	বাহরুর রায়েক	৪ জিল্‌দ
৬।	হিদায়া আউয়ালাইন	১ জিল্‌দ
৭।	হিদায়া আখিরাইন	১ জিল্‌দ
৮।	ফতহুল কাদীর	৮ জিল্‌দ
৯।	রদদুল মুহতার (ফাতাওয়ায়ে শামী)	৫ জিল্‌দ
১০।	শরহে বিকায়া	১ জিল্‌দ

শী'আ সম্প্রদায়ের ফিক্‌হ

১১।	শারহে শারাইউল ইসলাম	১ জিল্‌দ
১২।	মুখতালিফুশ শী'আ	১ জিল্‌দ
১৩।	যাদুল মা'য়াদ	১ জিল্‌দ
১৪।	নাইলুল মা'আরিব (হাম্বলী ফিক্‌হ)	১ জিল্‌দ
১৫।	হাশিয়ায়ে হুইদী (মালিকী ফিক্‌হ)	১ জিল্‌দ

---

[২১০]। পূর্বোক্ত পৃ.২৩-২৬।

Dhaka University Institutional Repository

১৬। কিতাবুল মুহাযিব (শাফিয়ী ফিক্হ) ২ জিল্দ

১৭। কিতাবে আযীয (শাফিয়ী ফিক্হ) ২ জিল্দ

উসুলে হাদীস[২১১]

১। শরহে নুখবাতুল ফিক্র

২। তদরীবুর রাবী

৩। ফতহুল মুগীছ

৪। তওযীহুন নযর

৫। কিতাবুল ই'তিবার

৬। ইরশাদুল ফহুম (ইল্মে হাদীস)

উসুলে ফিক্হ

৭। শাওয়ারিকে মক্কীয়া

৮। শরহে তসরীব ২ জিল্দ

৯। মিনহাযুল উদুল

১০। কওলুল হাদীস

আসমাউর রিজাল

১১। তাকরীবুত তাহযীব ১ জিল্দ

১২। মীযানুল ই'তিদাল ২ জিল্দ

১৩। লিসানুল মীযান ২ জিল্দ

আকাইদ

১৪। আকাইদে নাসাফী

১৫। হাশিয়ায়ে আব্দুল হাকীম

তারীখ (ইতিহাস) ও সিয়ার

১৬। যাদুল মা'আদ

১৭। সীরাতে ইব্ন হিশাম

১৮। কামিল লি ইবন আছীর

১৯। ইব্ন খালদুন

---

[২১১]। পূর্বোক্ত পৃ. ২৬-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

মানাকিব

২০। আখবারুল আখইয়ার

২১। নাফহাতুল উন্‌স

২২। খাইরাতুল হিসান

তাসাওউফ

১। মকতুবাতে ইমাম রাব্বানী

২। কুওয়াতুল কুলুব

৩। ইহয়াউল উলূম ২ জিল্‌দ

৪। কওলুল জামীল

লুগাত (অভিধান)

৫। সুরাহ

৬। কামুস

৭। তাজুল মাসাদের

৮। লুগাতে ফিরুযী

৯। মাজমাউল বিহার ২ জিল্‌দ

১০। করীমুল লুগাত

এছাড়াও বিভিন্ন মযহাব ও ভ্রান্তপন্থীদের কিতাব সমূহ তাঁর লাইব্রেরীতে মওজুদ রয়েছে। পূর্বোক্ত তালিকার পৃ. ৩২ হতে ৫৬ পর্যন্ত বইয়ের টাইটেল সংখ্যা প্রায় সাড়ে তেরশ।

এই বিপুল গ্রন্থরাজীর সমাবেশ ঘটিয়েছেন উলামা ও জনগণের কল্যাণের জন্য। এ লাইব্রেরী গবেষক তথা সকলের জন্য উন্মুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

বিরুদ্ধ বাদীদের সংগে বাহাছ বিতর্ক

মাওলানা রুহুল আমীন স্বপ্ন যোগে হযরত খিযির (আ.) এর নিকট থেকে মৎস্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[২১২] তিনি আরেকটি স্বপ্নে দেখেন যে, হযরত খিযির (আ.) হযরত মুসা (আ.) এর সংগে বাহাছ আলোচনা করছেন। এ বাহাছের বীজ যা মাওলানার অন্তরে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছিল। ইমাম আজম আবু হানীফা (র.) বিশবারেরও অধিকবার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মু'তাযিলা, রাফিজী ও খারিজী প্রভৃতি ভ্রান্তপন্থীদের সংগে বাহাছ বিতর্ক করে বিশুদ্ধ ইসলামী আকাইদের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ইমাম আজমের ফায়য ও বরকতেই মাওলানার মধ্যে গড়ে উঠেছিল বাহাছ বিতর্কের এক কালজয়ী শক্তি।[২১৩] ফুরফুরা শরীফের হযরত পীর সাহেবের 'ছায়ফুল্লাহর ফয়েজ' দিক্ষা গ্রহণ করে তাঁর মধ্যে বাহাছের শক্তি আরও বিকশিত হয়ে ওঠে।[২১৪] আধুনিক কালে বাহাছ মুনাযিরার কথা মনে দ্বিধার সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু সত্য প্রচার ও প্রকাশের জন্য বাহাছ বিতর্ক ইবাদাত তুল্য। দুররুল মুখতারে এ বিষয়ের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে।[২১৫]

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও নমরুদের মধ্যে বাহাছ বিতর্ক হয়েছে, ইহা কুরআনের বর্ণনায় এসেছে।[২১৬] তফসীরে কবীরের বরাতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত নবী করীম (স.) খ্রীষ্টানদের সহিত বাহাছ মুবাহাছা করেছিলেন। যাকে মুবাহালা বলা হয়।[২১৭]

২১২। কর্মবীর রুহুল আমিন পৃ. ৬০।
২১৩। রুহুল আমিনঃ বিস্তারিত জীবনী পৃ. ৯৩; কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৬০।
২১৪। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৬০।
২১৫। রুহুল আমিনঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৩।
২১৬। আল-কুরআন, সুরা বাকারা ঃ ২৫৮।
২১৭। আল-কুরআন, সুরা আল-ইমরান, ১৬১ ঃ ১৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে চিরকাল ধরে উলামা সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং আলিমগণ বিরুদ্ধবাদীদিগের সংগে প্রতিবাদ করে আসছেন। নিম্নে মওলানার বাহাছ সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ করা হলো।

১। মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব প্রথমে একবার খুলনা জেলার সাতক্ষীরার (বর্তমানে জেলা) অন্তর্গত মাহমুদপুর গ্রামে চব্বিশপরগণা জেলার কুলিয়া নওয়াপাড়া এলাকার মোহাম্মদী ও ওয়াহাবী মৌলবী গোলাম রহমান সাহেবের সহিত বাহাছ করতে যান। কিন্তু মৌলবী গোলাম রহমান সাহেব প্রথম দিকে বাহাছ করবো বলে গৌরব করলেও শেষে বাহাছে অনুপস্থিত থাকেন।[২১৮]

২। তিনি সাতক্ষীরার কাগডাংগা নিবাসী ওয়াহাবী মরহুম মৌলবী হাছিব উদ্দিন সাহেবের সহিত প্রথম দিবসে হাজীপুরে কিয়াস[২১৯] শরীয়তের দলিল হওয়া সম্বন্ধে ও দ্বিতীয় দিবসে বলাডাংগায় বেহেশতী কোন্ ফিরকা এতদ সম্বন্ধে বাহাছ করেন। উভয় বাহাছে মৌলবী হাছিবদ্দিন পরাজিত হন। এ বাহাছের বিবরণ মুদ্রিত হয়নি।[২২০]

৩। তিনি সাতক্ষীরার ঝাউডাংগা নামক স্থানে ১৩১৮ ব./ ১৯১২ খ্রী. মওলানা আকরম খা সাহেবের সহিত বাহাছ করেন। মযহাব, কিয়াস ও বেহেশতী ফিরকার নিদর্শন সম্বন্ধে বাহাছ হয়। এতে খাঁ সাহেব নিরুত্তর হয়ে যান। এ বাহাছের আলোচনা বই আকারে মুদ্রিত হয়নি।[২২১]

৪। তিনি যশোর জেলার যাদবপুরের নিকটে খ্রীষ্টান পাদ্রীদিগের সহিত বাহাছ করতে যান। কিন্তু পাদ্রী সাহেবগণ উপস্থিত হননি।[২২২]

৫। তিনি ও মওলানা ইয়াহ্ইয়া সাহেব পাবনা জেলার ফরিদপুর গ্রামে কাদিয়ানী মিষ্টার ইয়াছিন সাহেবের সহিত বাহাছ করেন, এতে কাদিয়ানী সাহেব নিরুত্তর হয়ে যান।[২২৩]

২১৮। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৪; কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৬১।
২১৯। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৪; কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৬২।
২২০। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৪; কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৬২।
২২১। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৪; কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৬২।
২২২। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৬২; আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ১৬৪;

Dhaka University Institutional Repository

৬। তিনি বগুড়ার গোশাই বাড়ীতে লা জুম'আ (জুম'আ বিরোধী) এক হিন্দুস্তানী মওলবী সাহেবের সংগে বাহাছ করেন, এতে হিন্দুস্তানী মওলবী নিরুত্তর হয়ে যান।[২২৪]

৭। তিনি ধুবড়ি গৌরিপুরে শ্রীহট্টবাসী (সিলেটের অধিবাসী) মওলানা নুরুল হক সাহেবের সহিত আখিরী যোহর ও মীলাদের কিয়াম সম্মন্ধে বাহাছ করেন। এতে মাওলানা নুরুল হক নির্বাক ও নিরুত্তর হয়ে যান। এ বাহাছের বিবরণ গৌরীপুরের বাহাছ পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে।[২২৫]

৮। তিনি পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে (বর্তমানে জেলা) মাওলানা আবদুর রহমান ও দেওবন্দীগণের সংগে কিয়াস, আখিরী যোহর[২২৬], গ্রামে জুম'আ সম্মন্ধে বাহাছ করেন। এ বাহাছে দেওবন্দী মওলানার দল নিরুত্তর হয়ে যান। এ বাহাছের বিষয় সিরাজগঞ্জের বাহাছ পুস্তকে মুদ্রিত হয়েছে।[২২৭]

৯। তিনি খুলনা জেলার সাতক্ষীরার পাবুরা গ্রামে শরীয়ত বিরোধী খোন্দকার কলিমুদ্দীন মিয়ার সংগে সঙ্গীত বাদ্য, গাইরুল্লাহর নামে মানত ইত্যাদি মস'আলা নিয়ে বাহাছ করেন। এতে খোন্দকার পরাজিত হয়ে যান।[২২৮]

১০। তিনি খুলনা জেলার সাতক্ষীরার বিড়ালক্ষী গ্রামে বিদ'আতী মওলবী আবদুল আযীয, মওলবী এলাহী বখশ এবং ত্রিপুরার খোন্দকার মুনশী

২২৪। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৪।
২২৫। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৫।
২২৬। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৬২; রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৫।
২২৬। আখিরী যোহরঃ এক সময়ে বঙ্গ দেশে কোন কোন স্থানে জুম'আ পড়া ও না পড়া নিয়ে যথেষ্ট মত পার্থক্য ছিল। সে কারণে কোন কোন পল্লীতে যেখানে জুম'আ সহীহ হওয়ার বিষয়ে দ্বিমত বা সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, সেখানে জুম'আর পরে চার রাকাত যোহরের নামায পড়া হয়। এটাই আখিরী যোহর হিসেবে পরিচিত। তফসীর আহমদী ৭০৮ পৃ. বর্ণিত বর্ণিত যার অনুবাদ অধিকাংশ আলিম জুম'আ পড়েন এবং জুম'আর নামাযে সর্বদা প্রথমে জুম'আ পড়েন এবং জুম'আর নামাজের বহু সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় জুম'আর পরে যোহর পড়া স্থির করেছেন। ইহাই আখিরী যোহর নামে পরিচিত।
২২৭। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৬২; রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৫।
২২৮। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৬৩; রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৬।

Dhaka University Institutional Repository

আবদুল আযীযের সহিত বাহাছ করতে যান। কিন্তু তাঁরা কেহই বাহাছে উপস্থিত হননি।[২২৯]

১১। মাওলানা যশোর জেলার লীক্ষপুরে মওলবী এফাজদ্দিন ও মওলবী বাবর আলী প্রভৃতির সংগে মযহাব সম্বন্ধে বাহাছ করেন। এতে তারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। এ বাহাছ সভার পরে সেই অঞ্চলের বহু সংখ্যক লোক হানাফী মযহাব অবলম্বন করেছিলেন। এ বাহাছের বিষয়বস্তু লক্ষীপুরের বাহাছ নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।[২৩০]

১২। তিনি মওলানা গোলাম রসুল মোলতানির সহযোগিতায় হুগলী জেলার নবাবপুরে ওয়াহাবী মওলানা আবদুন নুর, মওলবী এফাজদ্দিন ও মওলবী বাবর আলী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের সহিত বাহাছ করেন। এতে তারা একেবারে পরাজিত হয়ে যান। সে গ্রামের বহু মোহাম্মদী হানাফী হয়ে যায়। এর বিবরণ নবাবপুরের বাহাছ পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে।[২৩১]

১৩। মাওলানা খুলনা জেলার সাতক্ষীরার অন্তর্গত কালীগঞ্জ (নাজিমগঞ্জ) গ্রামে মওলবী বাবর আলী, মওলবী এফাজদ্দিন ও মওলবী লুৎফর রহমান প্রভৃতি ব্যক্তির সংগে বাহাছ করেন। এতে তারা একেবারে পরিজিত হয়ে যান। এতে সেই অঞ্চলটি ওয়াহাবীদিগের কবল থেকে মুক্ত হয়। এ বাহাছের বিষয়বস্তু কালীগঞ্জের বাহাছ নামে প্রকাশিত হয়েছে।[২৩২]

১৪। মাওলানা চব্বিশপরগণা জেলার বারাসাত মহকুমার অন্তর্গত মোয়াজ্জমপুরে ওয়াহাবী মৌলবী লুৎফর রহমান, মওলবী বাবর আলী, মওলবী এফাজদ্দিন ও মওলবী আব্বাছ আলী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের সহিত বাহাছ করেন। মাওলানা রুহুল আমীন তাদের প্রেরিত শর্তনামায় দস্তখত করেন। কিন্তু তারা হানাফীদের শর্তনামায় দস্তখত করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে লজ্জিত অবস্থায় প্রস্থান করেন। এতে

২২৯। কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ. ৬৩; রুহল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৬।
২৩০। আল্লামা রুহল আমিন, পৃ. ৭৮-৭৯।
২৩১। রুহল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৬; কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ. ৬৩।
২৩২। আল্লামা রুহল আমিন, পৃ. ৭৯।

Dhaka University Institutional Repository

সেখানকার বহু লোক হানাফী হয়ে যায়। এ বাহাছের বিষয়বস্তু মোয়াজ্জমপুরের বাহাছ নামে প্রকাশিত হয়েছে।[২৩৩]

১৫। তিনি বগুড়া জেলার হানাইলে মাওলানা আবদুল্লাহহিল বাকী, মওলবী আবদুল গফুর, মওলবী ছয়ফুদ্দিন প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের সংগে বাহাছ করতে যান। তাঁরা বাহাছ করতে অস্বীকার করে প্রস্থান করেন। এতে সে অঞ্চলের বহু লোক হানাফী হয়ে যায়। এ বিষয় সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৩৪]

১৬। মাওলানা নদীয়া জেলার ঘোষবিলায় মাইজ ভান্ডারিয়া বেদ'আতী মওলবী আবু ছাঈদ ও অন্যান্যের সংগে বাহাছ করেন। এতে তারা পরাজিত হন। এতে সে এলাকা হতে পীর সিজদা, সংগীত বাদ্য, নর্তন-কুর্দন একেবারে দূরীভূত হয়ে যায়। মাইজ ভান্ডারী বাহাছ নামক পুস্তকে এ বিষয় প্রকাশিত হয়েছে।[২৩৫]

১৭। মাওলানা মুর্শিদাবাদের হরহরপুর গ্রামে মওলবী জহুরুল হক সাহেবের সংগে সঙ্গীত বাদ্য, আখিরী যোহর ও কিয়াস[২৩৬] সম্বন্ধে বাহাছ করেন। এতে মওলবী জহুরুল হক একেবারে নিরুত্তর হয়ে যান।[২৩৭]

১৮। তিনি ত্রিপুরার (কুমিল্লার) হাজিগঞ্জে মওলানা আবুল ফারাহ জৈনপুরী ও মওলানা আবদুল লতিফ সিদ্ধেশ্বরীর সহিত কালেমার লিখন পদ্ধতি পরিবর্তন সম্পর্কে বাহাছ করেন। মওলানা আ হমদ সাঈদ দেহলবী সাহেব এ বাহাছে ফুরফুরার পক্ষকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। হাজিগঞ্জের বাহাছ নামে পুস্তকে এ বিষয় প্রকাশিত হয়েছে।[২৩৮]

২৩৩। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৭; কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৬৪।

২৩৪। আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ.৭৯।

২৩৫। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৮; কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৬৫; আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ.৭৯।

২৩৬। কিয়াস ঃ কিয়াস অর্থ সাদৃশ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত। এ শব্দটি বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়। শরীয়তে কিয়াসকে ফিক্‌হের অন্যতম মূলনীতি অর্থাৎ কুরআন এবং সুন্নাহ হতে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে যুক্তি দ্বারা আইন গত বিধি ব্যবস্থার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার উপায়কে বুঝায়। ইসলামী আইনের মূল চারনীতির মধ্যে চতুর্থ মূলনীতি হলো কিয়াস। (সম্পা. স,ই,বি, ১ম খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রী. পৃ. ৩২২-৩২৩)

২৩৭। আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ.৮৩।

২৩৮। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৬৪; রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৯। তিনি ত্রিপুরা চাঁদপুরে মিরেশ্বরী মাওলানা আবদুল লতিফ সাহেবের সহিত কটকাবালার উপসত্ত্ব হারাম হওয়া সম্বন্ধে বাহাছ করেন। এ বাহাছে মিরেশ্বরী মাওলানা আবদুল লতিফ নিরুত্তর হয়ে যান। বাহাছের বিষয় 'এবতালোল বাতেল' নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে।[২৩৯]

২০। মাওলানা রুহুল আমীন ময়মনসিংহ জেলার কিশোর গঞ্জের (বর্তমানে জেলা) আযানগাছী[২৪০] দলের সহিত বাহাছ করেন। বাহাছে আযানগাছী দলের মতের অসারতা প্রমাণ করেন। আযানগাছী দলের লোকেরা কোন সদুত্তর দিতে পারেনি।[২৪১]

২১। মাওলানা রুহুল আমীন ময়মনসিংহ জেলার পাবনাপুরে এক ওয়াহাবী মওলবীর সহিত বাহাছ করেন। এতে সে মওলবী একেবারে নিরুত্তর হয়ে যান।[২৪২]

২২। মওলানা রুহুল আমীন ও লাক্ষ্মৌ নিবাসী মাওলানা আবদুস শুকুর সাহেব চব্বিশপরগণা জেলার বশির হাটে শী'আ মৌলবী দিগের সহিত বাহাছ করতে উপস্থিত হন, মজলিসে উপস্থিত হয়ে শী'আ[২৪৩]

২৩৯। রুহল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৮।

২৪০। মাওলানা আযান গাছী, তাঁর প্রকৃত নাম অজ্ঞাত। কারও মতে আব্দুল ওয়াদূদ তাঁর নাম ছিল। হুগলী জেলার রূপনারায়ণ গ্রামে নদীর তীরে আযান গাছী গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পূর্ব পরুষগণের মধ্যে একজন ইসলাম প্রচারের জন্য বঙ্গদেশে আসেন। তিনি কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হতে আরবী, ফার্সী ও ইসলামী বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। সংসার জীবনের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষন ছিল না। লোকালয়ের বাইরে বেশ কিছু কাল অবস্থান করেন। ৪০ বছর বয়সে লোকালয়ে ফিরে আসেন। এবং হিদায়েতের উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেন। এ উদ্দেশ্যে "হাক্কানী আঞ্জুমান" নামে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েম করেন। তিনি বলতেন তরীকত পন্থীদের তিনটি গুন থাকা অপরিহার্য; কম খাওয়া, কম ঘুমানো ও কম কথা বলা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাওলানা আযান গাছী রাসুলুল্লাহ (স.) এর সুন্নতের অনুসারী ছিলেন। তিনি ২০ শা'বান, ১৩৫১ হি. / ১৯ ডিসেম্বর, ১৯৩২ হি. রোজ সোমবার ইন্তেকাল করেন। (ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রথম খন্ড, ইফাবা, ঢাকা,১৯৮৬ খ্রী. পৃ. ৩০৮-৩০৯)।

২৪১। কর্মবীর রহল আমিন, পৃ. ৬৫।

২৪২। পূ.গ্র. পৃ. ৬৫।

২৪৩। শী'আ ঃ শী'আ মুসলমানদের কতকগুলো দলের মধ্যে এক বৃহৎদলের নাম। রাসুল করীম (স.) এর ইন্তেকালের পর আলী (রা.) ন্যায়ত খলীফা হওয়ার দাবীদার ছিলেন, এ মতবাদের ভিত্তিতে এই দলের উদ্ভব হয়। তারা খিলাফত বনাম গণসমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচিত খলীফার আনুগত্য স্বীকার করতে রাযী নয় - এমনকি কুরাইশ হলেও না। তাদের মত হল - আহলুল বায়ত (নবী পরিবার) অর্থাৎ আলী ও ফাতিমা (রা.) এর বংশোদ্ভুতগণই ইমামত এর অধিকারী। (সম্পা. স,ই,বি, ২য় খন্ড, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৩৮৬-৮৭)

Dhaka University Institutional Repository

মৌলবীগণ বাহাছ করতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। এ বাহাছের বিবরণ মাসিক ইসলাম দর্শনে প্রকাশিত হয়।[২৪৪]

২৩। তিনি বশির হাটে ওয়াহাবী মওলবীদের সংগে বাহাছ করতে উপস্থিত হন কিন্তু ওয়াহাবী মওলবীগণ কেউই এ বাহাছে উপস্থিত হন নি।[২৪৫]

২৪। তিনি বশির হাটে সঙ্গীত বাদ্য সম্বন্ধে মাষ্টার আবদুল হক সাহেবের সংগে বাহাছ করতে উপস্থিত হন। মাষ্টার সাহেব এ বাহাছে উপস্থিত হয়নি।[২৪৬]

২৫। মাওলানা একবার দিনাজপুরের পলাশবাড়ীতে মোহাম্মদী মওলবীদিগের সহিত বাহাছ করার জন্য শর্ত নামা প্রেরন করেন। কিন্তু সেই শর্ত নামায় তারা স্বাক্ষর করেনি।[২৪৭]

২৬। তিনি কিশোরগঞ্জে ত্রিপুরার তাজুল ইসলাম সাহেবের সংগে মীলাদের কিয়াম সম্বন্ধে বাহাছ করে তাকে নিরুত্তর করেন। এ বিষয় কিশোরগঞ্জের কিয়ামের বাহাছ নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে।[২৪৮]

২৭। মাওলানা বর্দ্ধমান জেলার কালনা জাবারী পাড়াতে মওলবী মোছলেম সাহেবের সংগে সঙ্গীত বাদ্য পুরুষের নিয়মের অতিরিক্ত চুল রাখা ও হিন্দুস্থানে সুদ জায়েয কিনা, মুরীদ স্ত্রীলোকের খেদমত নেয়া সম্বন্ধে বাহাছ করে তাকে নিরুত্তর করেন।[২৪৯]

২৮। মাওলানা রুহুল আমীন ঢাকার (বর্তমান মানিকগঞ্জ জেলার) বাচামারাতে জৌনপুরী মাওলানা আবদুল বাতেন ও মাওলানা আবদুল কাদির সাহেবদ্বয়ের সংগে সুদ খোরের যিয়াফত কবুল করা জায়েয ও নাজায়েয হওয়া সম্বন্ধে বাহাছ করেন। এ বিষয়টি বাচামারার বাহাছ নামক পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে।[২৫০]

২৪৪। আল্লামা রুহল আমিন, পৃ. ৮০।
২৪৫। রুহল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ৯৯।
২৪৬। পূ.গ্র. পৃ. ৯৯।
২৪৭। পূ.গ্র. পৃ. ৯৯।
২৪৮। কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ. ৬৫।
২৪৯। রুহল আমিন ঃ বিস্তরিত জীবনী, পৃ. ১০০; আল্লামা রহল আমিন, পৃ. ১৪৯।
২৫০। কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ. ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

মাওলানা সাহেব জীবনে কত যে বাহাছ বিতর্ক করেছেন তা নির্ণয় করা মুশকিল। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে হানাফী আলিমগণ কোন সভা করতে উপস্থিত হলে মোহাম্মাদী মওলবীগণ সদলবলে উপস্থিত হতেন। এতে হানাফী আলিমগণ ভয়ে প্রস্থান করতেন। ইহা দেখে হানাফীগণ নিজেদের মযহাব ত্যাগ করে মোহাম্মাদী হয়ে যেত। এভাবে এক সময়ে মোহাম্মাদীরা দল বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে মাওলানা সাহেব কয়েক স্থানে বড় বড় বাহাছ ও সভা করে মোহাম্মাদী মওলবীদিগকে পরাজিত করেন। তারা ভয়ে এবং যুক্তির দুর্বলতায় পরাজিত হয়ে হানাফী মযহাব গ্রহণ করেছেন।[১৫১]

ইতিপূর্বে বাহাছের শর্ত মোহাম্মাদীগণ যা লিখে দিতেন তাতে সই করে হানাফীগণ বাহাছে অবতীর্ণ হতেন। তারা নিজেদের সুবিধেমত শর্তস্থির করে হানাফীদিগকে লম্বা লম্বা প্রশ্ন করে জর্জরিত করতেন কিন্তু হানাফীদের প্রশ্ন করার কোন সুযোগ ঐ শর্তনামায় থাকতো না। মাওলানা রুহুল আমীন এক শর্তনামা তৈরী করেন যাতে উভয় পক্ষের মতামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যেত। তারা (মোহাম্মাদীগণ) কোন মযহাবের তাকলীদ স্বীকার করেন না। অথচ পৃথিবীর সমস্ত মুহাদ্দিসগণের মত এবং তাদের স্বমতাবলম্বী মওলবী সাহেব দিগের কথা ও মত মান্য করে থাকেন। মাওলানা সাহেবের শর্ত নামায় মোহাম্মাদীদিগকে প্রশ্ন করা হয়েছে, "তোমরা কেবল কুরআন হাদীস মান্য করার মৌখিক দাবী কর। ইহা তোমাদের মিথ্যা দাবি। যদি তোমাদের দাবী সত্য হয় তবে কুরআন হাদীস থেকে এই মতগুলি সপ্রমাণ করিয়া দেখাও।" মাওলানার তৈরী এ শর্তনামা বেশ কঠিন ছিল যে জন্য কোন ওয়াহাবী মাওলানা শর্তনামাতে স্বাক্ষর করতে সাহসী হতেন না। কোন কোন স্থানে বাহাছের কথা উপস্থিত হলে মাওলানার নিজের উপস্থিতির প্রয়োজন হতো না। তার লিখিত শর্তনামা পাঠিয়ে দিলে বিনা বাহাছেই হানাফীদের বিজয় হয়ে যেত। অবস্থা এমন ছিল যে, মাওলানা সাহেবের এ সময় জন্ম না হলে সমগ্র

১৫১। কর্মবীর রুহুল আমিন পৃ. ৬৭।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গ আসাম তাদের কারণে নিজেদের সত্য মযহাব হতে বিচ্যুত হয়ে যেত।[২৫২]

হযরত রাসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন, "প্রত্যেক সময়ে একদল বিদ্যান সত্যপথে প্রবল থেকে দীনের কল্যাণ সাধন করবেন। কোন লোকের বিরুদ্ধাচারণে তাদের কোন ক্ষতি হবে না।" হযরতের এ বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য। প্রত্যেক যামানায় এরুপ আলিম সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হতে থাকবে। মাওলানা সাহেবের মযহাব সংক্রান্ত কিতাবগুলো ভালভাবে স্মরণ রাখলে কোন হানাফী মযহাবের আলিমের সংগে মোহাম্মদী ও ওয়াহাবী আলিমগণ বাহাছ করতে সক্ষম হবে না। মাওলানা বাহাছের শর্তনামা মাজহাব মীমাংসা কিতাবের শেষ ভাগে ছাপিয়ে দিয়েছেন।[২৫৩]

বাহাছের শর্তনামা উক্তপুস্তক হতে নিম্নে উদ্বৃত করা হলো।

১। হানাফীগণ বলেন, শরীয়তের চারটি দলিল - কুরআন, হাদীস, ইজমা ও সহীহ কিয়াস। মোহাম্মাদীগণ কেবল কুরআন ও হাদীসকে শরীয়তের দলিল বলিয়া স্বীকার করেন, ইজমা ও কিয়াসকে অগ্রাহ্য করেন। এখন তাহারা নিম্নোক্ত বিষয় গুলি কুরআন ও হাদীস হইতে প্রদান করিয়া দিতে বাধ্য হউন।

২। ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী প্রভৃতি হাদীস তত্ত্ববিদ সত্যাসত্য নির্বাচন করিতে যে কয়েক প্রকার কাল্পনিক শর্ত স্থির করতঃ হাদীস বিচার করিয়াছেন, তৎসমস্তের কুরআন ও হাদীসে আছে কিনা ? যদি থাকে, তবে মোহাম্মদীগণ উহা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন আর যদি না থাকে, তবে মোহাম্মদীগণ এইরূপ কাল্পনিক কথার তকলীদ করিয়া কিরুপে মোহাম্মদী বা শরীয়ত ধারী হইলেন ? উপরোক্ত হাদীস তত্ত্ববিদ বিদ্যানগণের মধ্যে কেহ এক হাদীসকে সহীহ, অপরে উহা হাসান, অন্যে উহা যইফ বলিয়াছেন, তাহাদের একজন এক রাবীকে যোগ্য, অপরে তাহাকে অযোগ্য, অন্য তাহাকে

---

[২৫২] । রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১০২।
[২৫৩] । কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ৬৯।

Dhaka University Institutional Repository

মিথ্যাবাদী ইত্যাদি বলিয়াছেন। তাহাদের একজন এক হাদীস মনসুখ, অপরে উহাকে গায়রে মানযুখ বলিয়াছেন তাহাদের একজন একটি বিষয়কে ফরয, অপরে উহাকে নফল একজন একটি বিষয়কে হালাল অপরে ইহাকে হারাম বলিয়াছেন। তাহাদের এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মতের সমস্তই কি সত্য বা গ্রহণীয় হইবে? যদি সমস্তই সত্য বা গ্রহণীয় হয় তবে ইহার প্রমাণ মোহাম্মদীগণ কুরআন ও হাদীস হইতে দেখাইতে বাধ্য হইবেন। আর যদি কতকগুলি সত্য অবশিষ্ট গুলি বাতিল হয়, তবে সিহাহ সিত্তা প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থের কোন্ কোন্ অংশ বাতিল, ইহা তাহারা চিহ্নিত ভাবে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইবেন। উক্ত হাদীস তত্ত্ববিদগণ হাদীস বিচার করিতে গিয়া হাদীসকে সহীহ, হাসান, যঈফ, মরফূ , মকতু ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিয়া কতককে গ্রহণ ও কতককে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের এমত প্রকার হাদীস বিচার যদি কুরআন ও হাদীসে থাকে তবে প্রতিপক্ষগণ প্রমাণ করুন আর যদি না থাকে তবে এরুপ কল্পিত বিচার সকলকে মান্য করিতে হইবে ইহা কুরআন ও হাদীসে কোথায় আছে ? বর্তমান যুগে যদি কেহ তাহাদের তকলীদ ত্যাগ করতঃ স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি দ্বারা তাদের বিরুদ্ধে সহীহ, যঈফ বলিয়া দাবি করে, তবে সে ব্যক্তি কুরআন হাদীস অনুযায়ী দোষী হইবে কিনা? যদি না হয়, তবে প্রাচীন হাদীস গ্রন্থগুলি অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে। আর যদি দোষী হয় তবে তাহারা কুরআন ও হাদীস হইতে ইহার প্রমাণ দেখাইবেন। ছয় খন্ড হাদীস গ্রন্থ সহীহ কিতাব ও সিহাহ বলতে হইবে উক্ত ছয় খন্ড কিতাবের হাদীস থাকিতে অন্য হাদীস গ্রন্থের হাদীস গ্রাহ্য হইবে না, সহীহ বুখারী ও মুসলিমের হাদীস থাকিতে অবশিষ্ট চারি খন্ড কিতাবের হাদীস গ্রাহ্য হইবে না, সহীহ বুখারীর হাদীস থাকিতে সহীহ মুসলিমের হাদীস গ্রাহ্য হইবে না। হাদীস কাহাকে বলে ? হাদীস কয় প্রকার ? উহাদের প্রত্যেকের ব্যাখ্যা কি ? কোন কোন প্রকার গ্রাহ্য হইবে ? এই সমস্ত কথা প্রতিপক্ষগণ কুরআন ও হাদীস হইতে দেখাইবেন। মৌলবী আববাছ আলী সাহেব, মৌলবী এফাজদ্দিন সাহেব ও মৌলবী বাবর আলী সাহেব প্রভৃতি মোহাম্মদিগণ যে যে

Dhaka University Institutional Repository

কথা প্রকাশ করিয়াছেন, তৎসমস্ত যে অকাট্য সত্য হইবে, ইহার প্রমাণ কোরআন হাদিসের কোথায় আছে ? সাধারণ মোহাম্মদিগনকে তাহাদের ফৎওয়া মান্য করা ফরজ বা হারাম। যদি ফরজ হয়, তবে কোন্ আয়াতে ও হাদিসে ইহার প্রমান আছে? তাহারা আলেম কিনা, ইহা কিরুপে জানা যাইবে। যদি আলেম হইবার দাবি করেন, তবে তাহা কুরআন মজিদ ও হাদীস হইতে প্রমাণ করিবেন। মাসায়েলে জরুরিয়া ও আহলে হাদীস পত্রিকার লিখিত বিষয়গুলি সত্য বা বাতীল ? যদি সত্য হয় তবে আল্লাহ ও রসুল (স.) উহার সত্য হওয়ার কথা কোথায় বলিয়াছেন ? আরবী অক্ষরগুলির নাম উচ্চারণ প্রণালী আরবী ব্যাকরণ ও রাবীদের অবস্থা তাহারা কুরআন ও হাদীস হইতে দেখাইবেন। ধান্য ও পাটের সুদ হালাল কি হারাম ? হিজড়ার কাফনের ব্যবস্থা কি? কুকুর, বানর ও ভল্লুকের মল মুত্র পাক কিনা ? তাহারা কুরআন ও হাদীস হইতে দেখাইবেন। মোহাম্মাদীগণ বলেন, চারি মজহাব বিদআতে জালালা, মাজহাব মান্য করিলে, ফরুয়াত মছলায় ভিন্ন ভিন্ন মত ধারণ করিলে কিয়াস মান্য করিলে , কাফির মুশরিক ইবলিছের সঙ্গী হইতে হয় ইহা তাহারা কুরআন ও সহীহ হাদীস হইতে প্রমাণ করিবেন।

৩। হানাফীগণ বর্তমান যুগের লোকের পক্ষে যে চারি মযহাবের কোন একটি অবলম্বন করা ওয়াজিব, ইহা কুরআন ও হাদীস হইতে শরীয়তের যে কয়েকটি দলীল প্রমাণিত হয়, তদ্দারা উপরোক্ত প্রস্তাব সপ্রমাণ করিবেন।

৪। বাহাছ কালে যে কোন প্রকারের কথা উপস্থিত হয়, মোহাম্মদীগণ কেবল কুরআন ও হাদীস হইতে ও হানাফীগণ শরীয়তের সপ্রমাণিত সমস্ত দলীল হইতে তৎসমস্তের উত্তর দিতে বাধ্য হইবেন।

৫। বাহাছের সালীস গভর্নমেন্টের কোন মাদ্রাসার আলিমগণ বা মক্কা মদীনার আলিমগণ হইবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৬। বাহাছের দিন উভয় পক্ষের সম্মতিতে স্থির করা হইবে। আরও প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত বিজ্ঞাপন অনুসারে সকল দেশের মুসলমানগণের কর্তব্য এই যে, তাহারা আপন আপন পীর আলিমগণকে পরস্পর মুকাবেলা করাইয়া সন্দেহ ভঞ্জণ করিয়া লইবেন। যদি কোন পক্ষের আলিমগণ এই মর্মে মুকাবেলা করিতে বাধ্য না হন হবে সর্ব সাধারণে বুঝিবে যে, উক্ত পক্ষের দাবী সম্পূর্ন মিথ্যা প্রবঞ্চনা মাত্র। বাহাছকারীগণকে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায় দস্তখত করিয়া বাহাছ আরম্ভ করিতে হইবে।[২৫৮]

[২৫৮]। আল্লামা রুহুল আমিন পৃ. ১৫১-১৫৪; রুহ্‌ল আমিন, মযহাব মিমাংসা পৃ. ২১৬।

Dhaka University Institutional Repository

একাদশ অধ্যায়

কারামত

নবীরাসুল (আ.) ও আউলিয়াগণের হৃদয় এত জ্যোতির্ময় যে, তাঁরা অনেক দূর দেশের অবস্থা অবলোকন করতে পারেন। কখনও কখনও তাঁদের দ্বারা কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা প্রকাশ পায় নবীদের ক্ষেত্রে তা মু'জিযা, আর আউলিয়ার ক্ষেত্রে তা কারামাত। আউলিয়ার কারামাত বিশ্বাসযোগ্য। আকীদার অন্তর্ভুক্ত। আউলিয়ার কারামাত সত্য। হযরত মাওলানা রুহুল আমীন ছিলেন একজন সাধক ও ওলী। তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া কিছু অলৌকিক ঘটনা যা তাঁর জীবনীগ্রন্থ হতে পাওয়া যায়, তা নিম্নে ধারাবাহিক ভাবে সন্নিবেশিত করা হলো।

(১) মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের ওয়াজ নসীহতে তাঁর অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যখন সুললিত কণ্ঠে কুরআন ও হাদীসের বাণী অনর্গল ব্যাখ্যা করে শুনাতেন, তখন হাজার হাজার শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে তা শুনতো। তাঁর কণ্ঠস্বরে এমনি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, লক্ষাধিক লোকের সভাতেও নিকট অথবা দূরবর্তী কোন শ্রোতার শুনতে অসুবিধা হতোনা। বরং সকলেই সমভাবে শুনতে পেতেন। সভায় নীরবতা বিরাজ করতো। তাঁর ওয়াজ শুনে মানুষ আবেগ আপ্লুত হয়ে অকাতরে দান করতো।[২৫৫]

(২) বগুড়া শহরের দু'মাইল দক্ষিণে গন্ডগ্রামের মৌলবী মুসলিম উদ্দিন বর্ণনা করেছেনঃ- আমি রংপুর জেলায় চাকুরীরত অবস্থায় মাওলানা একটি মাহফিলে শুভাগমন করেন। তিনি ওযু করার সময় কথা প্রসঙ্গে বললেন, আপনাদের দেশের ভেনলামুখী ইক্ষু খুব নরম ও সুস্বাদু, তিনি ওযু শেষ করতেই দেখা গেল, এক ব্যক্তি তাঁকে দেয়ার জন্য উক্ত প্রকারের কিছু ইক্ষু নিয়ে এসেছেন। তিনি ইক্ষু খেতে বসে

---

[২৫৫]। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ১৭৪-১৭৫।

Dhaka University Institutional Repository

বললেন "আমি কাগজীলেবু খাইয়া থাকি, কিন্তু অদ্য আমার নিকটে একটিও কাগজীলেবু নাই"। দেখা গেল, তাঁর একথা শেষ করতেই জনৈক ব্যক্তি তাঁর জন্য কিছু কাগজী লেবু নিয়ে এসেছেন। এতে আমি বিস্মিত হলাম, এবং বুঝলাম একেই বলে বাকসিদ্ধ ওলীউল্লাহ।[২৫৬]

(৩) মৌলবী মুসলিম উদ্দিন আরও বর্ণনা করেন যে, বিগত ১৩৩৫ (ব.) হতে আমাদের বগুড়া পাঁচবিবি অঞ্চলে মাহফিলে মাওলানা নিয়মিত আসতেন। ১৩৫২ (ব.) তাঁকে দাওয়াত দেওয়া হয়, কিন্তু তিনি দাওয়াত স্বীকার করেননি। এমতবস্থায় তিনি ১৩৫২ (ব.) ইন্তেকাল করেন, হঠাৎ একদিন মাওলানার একভক্ত ফয়েজুদ্দিন সাহেব কেঁদে বললেন, গত মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহে আমি হুযুরকে স্বপ্নে সালাম দিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন "বাবা, মহব্বতপুরী (বগুড়া) মাওলানাকে আপনি বলিয়া দিবেন যে, তিনি বহুদিন হইতে আমাকে দাওয়াত দেওয়ার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু আমি নশ্বরজীবনে তাঁহার এই দাওয়াত গ্রহণের সুযোগ পাই নাই। আগামী ৬ই ফাল্গুন সোমবার তাহার দাওয়াত স্বীকার করিলাম।"

অতপর উক্ত নির্ধারিত তারিখে বার্ষিক মাহফিলে মাওলানার একমাত্র সাহেবযাদা মাওলানা আব্দুল মাজেদ ও মাওলানা ময়েজ্জদ্দিন হামিদীসহ অনেক উলামা-ই-কিরাম উপস্থিত হন।

মাহফিল শেষে মাওলানা হামিদী সাহেব আমাকে শেষ রাত্রিতে ডেকে নিয়ে বললেন "এই মাত্র আমি স্বচক্ষে মাওলানা রুহুল আমিন সাহেবকে আপনার এই মাহফিলে দাঁড়াইয়া ওয়াজ করিতে দেখিলাম"।[২৫৭]

(৪) বগুড়ার মৌলবী মোঃ ইসমাঈল সাহেব একদা স্বপ্নে দেখেন যে, মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব একটি সুটকেস খুলে সেটা হতে কয়েক

---

[২৫৬]। পূ.গ্র. পৃ. ১৭৩ ; রুহুল আমিনঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১৫৬ ; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১৩১-১৩২।

[২৫৭]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১৫৬-১৫৮; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১৩৬-১৩৭।

খন্ড চকচকে পাথর বের করে বললেন "এই গুলি আমি আমার জামাতা মৌঃ মোঃ ফজলুল হক ছাহেবের হেফাজতের জন্য রাখিয়াছি।"

এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি তাঁকে শত্রুদের হাত হতে রক্ষার জন্য রুহানী দু'আ দিয়েছেন।[২৫৮]

(৫) ত্রিপুরার সূফী আবদুস সামাদ পাটোয়ারী সাহেবের বর্ণনাঃ

ত্রিপুরা (কুমিল্লা) জেলার হাজীগঞ্জ থানার অন্তর্গত রামচন্দ্র মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বশির হাট হুযুরের সভাপতিত্বে এক বিরাট মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় হুযুরের জামাতার একটি ছাতা চুরি হয়। চোর পথে গিয়ে অন্ধ হয়ে যায়। উক্ত দিন সন্ধ্যার সময় চোরটি ছাতা ফেরৎ দিতে হুযুরের নিকট আসে এবং মাফ চায়। মাওলানা তাকে মাফ করতঃ চোখে ফুক দিয়ে দেন, তৎক্ষনাৎ তার চোখ দুটি ভাল হয়ে যায়।[২৫৯]

(৬) সুফী আবদুস সামাদ পাটোয়ারী আরও বর্ণনা করেন ঃ

কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর থানার অন্তর্গত বাবুর হাটের নিকটবর্তী মহামায়া সভাস্থল হতে একটি ছেলে মাওলানার ছাতা চুরি করে। রাত্রিতে সে স্বপ্ন যোগে দেখতে পায় যে, এক জ্যোতির্ম্মান মহাপুরুষ তার সামনে দাঁড়িয়ে বলতেছেন, তুমি মাওলানা রুহুল আমীনের ছাতা চুরি করেছো, অবিলম্বে তাঁর ছাতা ফেরৎ দাও, নতুবা তোমাকে মেরে ফেলব। অতপর তার নিদ্রা ভংগ হয় এবং সেইদিনই সে ছাতাটি ফেরৎ দেয়।[২৬০]

(৭) উক্ত সূফী সাহেব আরও বর্ণনা করেন যে, একবার আমাদের মহামায়া মাদ্রাসার সভায় মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব আগমন করেন, উক্ত

২৫৮। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১৫৮ ; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১৩৩।
২৫৯। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১৬০-১৬১ ; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১৩৫।
২৬০। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১৬১ ; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১৩৫-১৩৬।

Dhaka University Institutional Repository

সভায় আমি দু'জন ছাত্রকে নিয়ে মাওলানার নিকট উপস্থিত হয়ে দু'আর আবেদন জানালাম। ছাত্র দুটি ছিল কম মেধা সম্পন্ন। মাওলানাকে জানালাম এরা পাশ না করলে মাদ্রাসার সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যাবে। মাওলানা তাদের জন্য খাস দু'আ করেন। তারা কৃতিত্বের সহিত পাশ করে এবং মাদ্রাসার সাহায্যও পূর্ববৎ বহাল থাকে।[২৬১]

(৮) চব্বিশ পরগণার বশির হাট মহকুমার অন্তর্গত স্বরুপনগর নিবাসী মৌলবী মুহাম্মদ শুকুর আলী সাহেব বর্ণনা করেন যে, আমি বহুকাল পর্যন্ত মাওলানার খেদমতে ছিলাম। তাঁর বহু কারামাত আমার দৃষ্টি গোচর হয়েছিল। তম্মধ্যে একটি নিম্নরূপঃ

১৩৩২ (ব.) খুলনা জেলার বেদকাশী, গোবরা, মেখের আইট ও অন্যান্য স্থানে সভা করে বাড়ী ফেরার সময় চব্বিশ পরগণার টাকীর পূর্ব দিকের নদীতে আমাদের নৌকা ডুবে যায়। তখন মাওলানার চেহারা অন্য রকম হয়ে যায়। আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। আমাদের কাপড় চোপড় ভিজে যায়। অতপর দেখলাম নৌকাটি মাঝ নদীতে স্থির হয়ে আছে। মনে হলো কে যেন নৌকাটি ধরে রেখেছে; নৌকা নড়ছে না। মাওলানা মাঝি কাবিলুদ্দিনকে বললেন, হে কাবিলুদ্দিন কি হয়েছে? কাবীলুদ্দিন বলল হুযুর আমার দাড় ভেংগে গিয়েছে, হুজুর বললেন, নৌকা চালাও, অমনি নৌকা চলতে লাগলো। নৌকাটি মাত্র এক ইঞ্চি পানির উপর জেগে ছিল।[২৬২]

(৯) তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, একদা আমরা ফুরফুরা শরীফ হতে কলকাতা যাচ্ছিলাম। শিয়ালখালা ষ্টেশনের অদুরে থাকতেই ট্রেন ছেড়ে গেল। মাওলানা বললেন তোমরা দৌড়াও। ১৬/১৭ জনের মাথায় কিতাবের বোঝা ছিল, সকলেই বললেন ট্রেনতো ছেড়ে গেল। তবুও মাওলানা বললেন তোমরা দৌড়াও। ষ্টেশনে এসে তিনি ১৭/১৮

---

[২৬১]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১৬১-১৬২ ; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১৩৬।

[২৬২]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১৬২-১৬৩ ; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১৩৬-১৩৭।

Dhaka University Institutional Repository

খানা কলকাতার টিকিট নিলেন। পুনরায় তিনি বললেন তোমরা দৌড়াও, তখনও ট্রেনটি হুস হুস করে চলছিল। মাওলানা আগে আগে দৌড়াচ্ছিলেন। কিছু দূর গিয়ে ট্রেনটি থেমে গেল। জানা গেল ট্রেন আর চলে না। ড্রাইভার ও ফায়ারম্যান নেমে শাবল দ্বারা ট্রেন নড়াবার চেষ্টা করছে, কিছুতেই ইঞ্জিন নড়ছে না। ইতিমধ্যে মাওলানা ট্রেনের নিকট পৌছে গেলেন এবং ইঞ্জিনের গায়ে হাত দিয়ে বললেন, এবার চালাও। ড্রাইভার হ্যান্ডেলে হাত দিবা মাত্রই গাড়ী চলতে লাগলো।[২৬৩]

(১০) তিনি আরও বর্ননা করেন যে, একদা আমি মাওলানার সংগে কলকাতা হতে মটর গাড়ী যোগে বাড়ী যাচ্ছিলাম। মাওলানা বললেন কোথায় আসরের নামায পড়া যায়?

বাস কাজী পাড়া নামক স্থানে আসলে আসরের নামাযের ওয়াক্ত হলো। পানজাবী ড্রাইভার বললো আমার গাড়ীতো খারাপ হবার কথা নয়।

হুযুর বললেন, আচ্ছা বাবা আমরা আসরের নামায পড়ে আসি। আমদের নামায পড়া শেষ হলে, হুযুর এসে বললেন, বাবা গাড়ী চালাও। তৎক্ষনাত গাড়ীটি চলতে লাগলো।[২৬৪]

(১১) রংপুরের মাওলানা আব্দুল হাই কুতুব পুরী সাহেবের বর্ণনা ঃ

তিনি বলেন যে, ১৩৪৯ (ব) মাওলানা আমার নতুন বাস ভবনে তাশরীফ আনেন। আমাদের বাড়ী সংলগ্ন মসজিদের যে স্থানে তিনি ইবাদতে মশগুল থাকতেন. ঠিক সেই স্থানে নামায পড়লে ও মুরাকাবায় বসলে এক অপূর্ব তন্ময় ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং মন্দ খেয়াল হতে মন একমাত্র আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ হয়। মসজিদের অন্যাংশে তা বুঝা যায় না।[২৬৫]

---

[২৬৩]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১৬৩ ; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১৩৭।

[২৬৪]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১৬৪ ; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১৩৭-১৩৮।

[২৬৫]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১৭০ ; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১৪২।

Dhaka University Institutional Repository

(১২) তিনি আরও বর্ণনা করেন ঃ

আমাদের গ্রামের এক ব্যক্তি বাত-ব্যাধি গ্রস্থ হয়ে অনেকদিন ভুগতে থাকে। তার পা সরু হয়ে যায়। ব্যাটারী ফিট এবং অন্যান্য যাবতীয় চিকিৎসায় ফল না পেয়ে অত্যন্ত হতাশ হয়ে পড়ে। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী এক্সরে করেও কোন রোগ নির্নয় করা যায়নি। সেই সময় হযুর আমাদের বাড়ীতে আসলে তাঁকে বিষয়টি জানান হয়। তিনি একটু খানি তৈল ফুক দিয়ে দেন।

আল্লাহর অনুগ্রহে এতেই সে আরোগ্য লাভ করে।[২৬৬]

(১৩) মাওলানার গৃহ শিক্ষক নোয়াখালীর মাওলানা আবদুল খালেক সাহেবের বর্ণনা মাওলানা জনৈক হিন্দু লোকের মেয়ের বিয়ের জন্য ৫০০/= টাকা দান করার ইচ্ছা করেন এবং দিন নির্দিষ্ট করে দেন। লোকটি টাকা নেয়ার জন্য মাওলানার বাড়ীতে এসে দেখে তিনি বাড়ীতে নেই। তিনি উত্তর বংগে সফরে গিয়েছেন। হিন্দু ভদ্রলোকটি চলে যাবার পথে সদর রাস্তায় মাওলানাকে দেখতে পান। মাওলানা দেরী না করে পকেট হতে টাকা বের করে দেন। টাকা পাওয়ার পর লোকটি মাওলানাকে দেখতে না পেয়ে সংগে সংগে মাওলানার বাড়ীতে যান। বাড়ীতে গিয়ে জানতে পারেন যে, তিনি সফরে আছেন এখনও বাড়ীতে আসেন নাই। এ ঘটনা শুনে সকলেই অবাক হয়ে গেল।[২৬৭]

---

[২৬৬]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১৭০-১৭১ ; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১৪২।

[২৬৭]। রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১৪৫।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বাদশ অধ্যায়

ইন্তেকাল

বাংলার গৌরব মাওলানা রুহুল আমীন সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর কাল সমাজ সংস্কার ও মানুষের আত্মিক উন্নতির জন্য সময় ব্যয় করেছেন। জীবনে বিশ্রামের অবকাশ তিনি পাননি। ফলে ধীরে ধীরে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে।[২৬৮] ইন্তেকালের বেশ কিছুদিন পূর্ব হতে নানা রোগে ভুগতে ছিলেন। ১৩৫২ ব. (১৯৪৫ খ্রী.) আশ্বিন মাসে তিনি চিকিৎসার জন্য কলকাতা গমন করেন। প্রথম দিকে 'ছুন্নত-অল-জামায়াত' অফিসে অবস্থান করে ডা: জনাব কে. আহমদ সাহেবের দ্বারা চিকিৎসা করান। অতপর খুলনা জেলার (সাতক্ষীরার) অধিবাসী অবিভক্ত বাংলার তদানীন্তন ডেপুটী স্পীকার জনাব জালালুদ্দীন হাসেমী, বঙ্গীয় গবর্নমেন্টের সুযোগ্য প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক, মাওলানা শামসুদ্দীন ও মাওলানা আবদুল হাকীম প্রমুখ ব্যক্তি বর্গের সহযোগিতায় কলকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডা: বিধান চন্দ্র রায়ের নিকট তাঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।[২৬৯] কয়েকদিন তিনি শ্যাম বাজারে তাঁর ভক্তদের বাড়ীতে অবস্থান করেন। কলকাতায় পরিবার পরিজনের সদস্যদের আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাড়ী না পাওয়ায় বাংলার মুসলিম জননেতা এ.কে. ফজলুল হক তাঁর ঝাউতলা রোডে পার্ক সার্কাসস্থিত দোতালা বাড়ীতে মাওলানার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দেন। ডা: বিধান চন্দ্র রায় তাঁকে যথারীতি চিকিৎসা করতে থাকেন। এ সময় কলকাতা মহনগরী ও বিভিন্ন স্থান হতে মাওলানার ভক্তবৃন্দ ও মুরীদগণ দেখা সাক্ষাত করতে আসেন। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসার ফলে বাহ্যিক শারীরিক অবস্থার একটু উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। মাওলানার পুত্র আবদুল মাজেদ সাহেবের বর্ণনা - "আমি বাপজানের ইন্তেকালের ৪ দিন পূর্বে আমি তাহার সহিত দেখা করি, তাহাতে আমি বুঝিলাম তাঁহার স্বাস্থ্য

---

[২৬৮]। সম্পা. স.হ.বি.প, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রী., পৃ. ১০৪।
[২৬৯]। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ১৭৬-১৭৭; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১১৪।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমান্বয়ে ভালর দিকেই যাইতেছে...”।[২৭০] অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে দেখার জন্য মাওলানা আবদুল হাকীম প্রায়ই ৪৭ নং রিপন স্ট্রীটে যেতেন। ১৩৫২ ব. ১৫ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার রাত প্রায় ১১টা পর্যন্ত বাংলার মুসলমানদের বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন এবং মাওলানা ময়েজদ্দীন হামিদীকে টেলিগ্রাম করতে বলেন।[২৭১] বৃহস্পতিবার রাত্র বারটার পর তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে পুনরায় শয্যা গ্রহণ করেন। অল্পক্ষণ পরেই সুফী ফজলুল করীম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন নামাযের ওয়াক্ত হয়েছে কি? সূফী সাহেব জবাবে বলেন এখনও ওয়াক্ত হয় নাই। রাত তিনটা । এভাবে ফজরের ওয়াক্ত হলো। তায়াম্মুমের মাটি চাইলেন। সুফী ফজলুল করীমকে জামা'আতে যাবার আদেশ করেন। মাওলানা তায়াম্মুম করে ফজরের নামায আদায় করে তসবীহ হাতে স্বীয় দেহ বস্ত্রাবৃত করত ওজীফা পড়তে পড়তে চির নিদ্রায় শায়িত হন। ১৯৪৫ খ্রী. ২রা নভেম্বর ১৩৫২ ব. ১৬ই কার্তিক শুক্রবার বাদ ফজর তাঁর প্রভূর সান্নিধ্যে চলে যান।[২৭২] “ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন”

ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৬৩ বৎসর। মৃত্যু কালে স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে যান।

জানাযা নামায

২রা নভেম্বর, ১৯৪৫ খ্রী. / ১৩৫২ ব. ১৬ই কার্তিক সকাল ১১ টায় কলকাতা পার্ক সার্কাস ময়দানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গসহ অসংখ্য লোকের ইপস্থিতিতে জানাযা নামায সম্পন্ন হয়। ফুরফুরা শরীফের জনাব আবু জাফর সিদ্দিকী জানাযার নামাযের ইমামতি করেন।[২৭৩] জানাযা নামায শেষে ঐদিন দুপুর ২.৩০ মি: দিকে তাঁর লাশ মুবারক বশির হাটে আনা হয়। বশির হাটে লাশ আনার পর এক শোকের ছায়া নেমে আসে। স্কুল,

---

[২৭০]। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ১৭৭-১৭৮।
[২৭১]। পূ. গ্র. পৃ. ১৭৮, রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১১৫।
[২৭২]। পূ. গ্র. পৃ. ১৭৯, রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১১৫।
[২৭৩]। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ১৮০; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ; ১১৫।

Dhaka University Institutional Repository

মাদ্রাসা, দোকান পাট বন্দ হয়ে যায়। বাংলার বিখ্যাত মনীষীকে এ দেখার জন্য অসংখ্য মানুষের ভীড় জমে।

অতপর শনিবার ১৭ই কার্তিক (১৩৫২ ব.) বাদ যহর বশি মাওলানা রুহুল কুদ্দুসের ইমামতিতে ২য় জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। চার টায় লাশ মুবারক দাফন করা হয়।[২৭৪]

মাওলানার এন্তেকালে বিভিন্ন স্থানে শোক সভার অনুষ্ঠা

১৯৪৫ খ্রী. ২রা নভেম্বর কলকাতায় শুক্রবার রাতে এ.কে. ফজলুল বাস ভবনে মাওলানা ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছি বৎসর। মাওলানার লাশ বশিরহাটে আনা হয়। সেখানেই তাঁর সম্পন্ন হয়। ১৭ই কার্তিক, শনিবার ১৩৫২ ব. পার্ক সার্কাস ময়দা শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন জনাব এ,কে, হক, জনাব শামসুদ্দীন আহমদ, মাওলানা আহমদ আলী, ম মমতাজ উদ্দিন, মাওলানা ওয়াজিহুল্লাহ, মাওলানা আবদুল হা চৌধুরী গোলাম মুহাম্মদ প্রমুখ।[২৭৫] (যুগান্তর,১৭ই কার্তিক, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ)

যশোরের ভালাইপুর জামে মসজিদে ২৩শে কার্ত্তিক ১৩৫২ ব. ১৯ এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মাওলানার অতুলনীয় ই খেদমত ও অনুপম প্রতিভার উল্লেখ করে তাঁর কীর্তিময় জীবনে আলোচনা করা হয়[২৭৬]।

চব্বিশ পরগণা জেলার ভাঙ্গড়ের কারবালা ঈদের মাঠে বাদ জামা'আত বিখ্যাত বক্তা মাওলানা মোজাম্মেল হুসাইন আল সাহেবের পরিচালনায় এক বিরাট শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্র হাজার ধর্মপ্রাণ মুসলমান ভক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।[২৭৭]

---

[২৭৪]। পূ.গ্র. পৃ. ১৮৯, রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১১৬।
[২৭৫]। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ১৯৮।
[২৭৬]। পূ.গ্র. পৃ. ১৯৯।
[২৭৭]। পূ.গ্র. পৃ. ২০০।

Dhaka University Institutional Repository

বারুইপুরে শোক সভা

৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৫২ ব. ১৯৪৫ খ্রী. বারুইপুরে আঞ্জুমানের উদ্যোগে স্থানীয় কাচারী জামে মসজিদ প্রাংগনে প্রবীণ আলিম মাওলানা বাবর আলী সাহেবের সভাপতিত্বে মাওলানার স্বরণে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা মোহাম্মদ খেজের ও মাওলানা রফিকুল হাসান এতে বক্তৃতা করেন।[২৭৮]

বশির হাটে শোক সভা

১৩৫২ ব. (১৯৪৫ খ্রী.) ২৪ কার্ত্তিক শনিবার বশিরহাট আমীনিয়া মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক বৃন্দের উদ্যোগে মাওলানার স্বরণে এক শোক সভা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন বশিরহাটের মাননীয় এসডিও। সভায় মাওলানা কাসেদ আলী (ভাইস চেয়ারম্যান বশিরহাট পৌরসভা), মাওলানা বজলুর রহমান দরগাহপুরী, মাওলানা রুহুল কুদ্দুস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন।[২৭৯]

কামরুপে শোক সভা

২০শে কার্ত্তিক, ১৩৫২ ব. (১৯৪৫ খ্রী.) কামরুপে বরপেটা রোডের এম.ই.স্কুল প্রাঙ্গণে স্থানীয় কৃষক প্রজা সমিতির উদ্যোগে এক বিরাট শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জমিয়তে ওলামার সেক্রেটারী মাওলানা বজলুর রহমান দরগাহপুরী ও মাওলানা কাশেদ আলী বক্তৃতা করেন।[২৮০]

রংপুরে শোক সভা

২৩শে কার্ত্তিক ১৩৫২ ব. (১৯৪৫ খ্রী.) রোজ শুক্রবার মাদারগঞ্জ জুনিয়র মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে মাওলানার স্বরণে এক শোক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রায় দু'শত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও আলিম উপস্থিত ছিলেন।[২৮১]

---

[২৭৮]। পূ.গ্র. পৃ. ২০০।
[২৭৯]। পূ.গ্র. পৃ. ২০০-২০১।
[২৮০]। পূ.গ্র. পৃ.২০৯।
[২৮১]। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ২০২।

Dhaka University Institutional Repository

মালদহে শোক সভা

১লা অগ্রহায়ণ ১৩৫২ ব. (১৯৪৫ খ্রী.) রোজ শনিবার মালদহ জেলার নবাবগঞ্জ থানায় চর জোত প্রতাপ মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আলিম মাওলানা রুহুল আমীনের অকাল তিরোধানে তাঁর রুহের মাগফিরাত কামনায় এক ঈসালে সওয়াবের মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে তাঁর বিশিষ্ট মুরীদ ও ভক্তবৃন্দসহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।[২৮২]

এ ছাড়া ত্রিপুরা, কলকাতা, জলপাইগুড়ি, মুর্শিদাবাদ, রংপুর, যশোর, খুলনা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে মাওলানার স্বরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।[২৮৩]

মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের ইন্তেকালে বিভিন্ন পত্রিকার অভিমত

প্রবীণ সম্পাদক মৌলবী হাকিম সাহেব "মোছলেম" পত্রিকাতে লিখিয়াছেনঃ বাঙ্গালার সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও হাদী- দেশ বিখ্যাত বাগ্মী ও ধর্ম প্রচারক এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক জমিয়তে-ওলামার সর্বজনমান্য সভাপতি মোজাদ্দেদ জামান হজরত মাওলানা শাহ সুফী মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব গত ১৬ ই কার্ত্তিক (১৫৫২) শুক্রবার ফজরের নামাজের অব্যবহিত পরে কলিকাতায় জনাব মওলবী এ,কে, ফজলুল হক সাহেবের ঝাউতলা রোডের বাটীতে এন্তেকাল করিয়াছেন। "ইন্নালিল্লাহে-রাজেউন"

মৃত্যুকালে মাওলানা সাহেবের বয়স প্রায় ৬৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি তাঁহার কৈশোর জীবনের একমাত্র সংগীনী ও সহধর্মীনী স্ত্রী, একটি পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা পার্ক সার্কাসে প্রথমতঃ তাঁহার "জানাজা" নামজ পাঠ করা হয়। ফুরফুরার মধ্যম পীরজাদা জনাব মাওলানা মোহাম্মদ আবুজাফর সিদ্দিকী সাহেব এই জানাজার ইমামতি করেন। কলিকাতা মাদ্রাসার বহু মোদাররেছ ও ছাত্র এবং মওলবী এ, কে, ফজলুল হক, মাওলানা মোমতাজুদ্দিন, মাওলানা হাবিবুল্লাহ, মাওলানা আহমদ আলি মওলবী মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম ও মিঃ নুরুল ইসলাম

---

[২৮২]। পূ.গ্র. পৃ.২০২।
[২৮৩]। পূ.গ্র. পৃ. ২০৬।

Dhaka University Institutional Repository

প্রমুখ বহু নেতৃস্থানীয় মোসলমান এই জানাজায় যোগদান করিয়া ছিলেন। অনন্তর তাঁহার মৃত্যুদেহ তদীয় বাসস্থান বশির হাটে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

বশির হাটে পরদিন শনিবার বাদ জোহর মওলবী আব্দুল হাকিম সাহেবের প্রস্তাব ও মাওলানা মোয়েজুদ্দিন হামিদী সাহেবের সমর্থনে এবং মাওলানা সাহেবের পুত্র মৌঃ আব্দুল মাজেদ সাহেবের সম্মতিক্রমে মরহুম মাওলানা সাহেবের ভ্রাতা মওলবী রুহুল কুদ্দুছ সাহেব অস্থায়ীভাবে গদ্দিনশিন হইয়া অন্যূন ৫ হাজার লোকের জামাতে জানাজা সম্পন্ন করেন। তৎপর মাওলানা সাহেবের অছিয়ত মত তাহার বাড়ীর সহিত সংলগ্ন করবস্থানে তদীয় মৃতদেহ দাফন করা হয়।

জনাব মাওলানা সাহেব গত কয়েক মাস হইতে নানা রোগে ভুগিতেছিলেন এবং গত আশ্বিন মাসে (১৩৫২) সালে তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতা আসিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি নিজের ছুন্নাত আল-জামায়াত অফিসে অবস্থান করিয়া অভিজ্ঞ ডাঃ কে, আহমদের দ্বারা চিকিৎসা করেন। অতঃপর কয়েকদিন তিনি শাম বাজারে তাঁহার ভক্তদের গৃহে অবস্থান করেন। কলিকাতায় তাঁহার পরিজনদিগকে আনিবার উদ্দেশ্যে একটি বাড়ীর জন্য বিশেষভাবে চেষ্ঠা করা হয়। কিন্তু বাড়ী না পাওয়ায় মওলবী ফজলুল হক সাহেব তাহার অবস্থানের জন্য নিজের ঝাউতলার বাড়ীর দুইটি কামরা ছাড়িয়া দেন এবং তিনি বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়া মিঃ জালালুদ্দিন হাশেমী মৌঃ শামসুদ্দিন আহমদ ও মওলবী আব্দুল হাকিম সাহেবের সহযোগিতায় কলিকাতার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের দ্বারা তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। এই চিকিৎসার ফলে প্রথমতঃ তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যাঁহার পরলোকের ডাক আসিয়াছে, পার্থিব চিকিৎসায় তাঁহার কি হইবে ?

মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে তাঁহার অবস্থা পুনরায় একটু খারাপের দিকে যায়, কিন্তু সে এমন বিশেষ কিছুই নহে এবং তদ্বারা যে তাঁহার শেষের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে, তাহা কিছু মাত্র অনুভব করা যায় নাই। মৃত্যুর তিন দিন পূর্বে তিনি বাঙ্গলার মুসলমানদিগের উদ্দেশ্যে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁহার আদেশ ও নির্দেশ মত মওলবী আব্দুল হাকিম সাহেব ঐ

Dhaka University Institutional Repository

বিবৃতিটি লিখিয়া লন। বলা বাহুল্য, বাঙ্গলার মুসলমানদের জন্য ইহাই তাঁহার 'শেষ বাণী'। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত্রি ১০টা হইতে ১১টা পর্যন্ত তিনি মওলবী আব্দুল হাকিম সাহেবের সহিত ঐ বিবৃতি এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে গভীরভাবে আলোচনা করেন। অতঃপর তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মওলবী সাহেবকে বিদায় দেন এবং বলেন, "রাত্রি অনেক হইয়াছে, এখন আপনি যান, আজ আর আপনাকে কষ্ট দিব না, কাল একবার আসিবেন।" আমাদের সহিত ইহাই তাঁহার শেষ কথা। শেষ রাত্রিতে তিনি ফজরের নামাজ পড়িবার জন্য সকলকে ডাকিয়া তুলেন। তারপর নিজেও নামাজ পড়িয়া শুইয়া পড়েন। শয়ন করিবার সংগে সংগেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়।

মাওলানা সাহেব কলিকাতা মাদ্রাসার অত্যুজ্জ্বল রত্ন এবং সর্বোত্তম প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ও ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ মহাপন্ডিত বাংলাদেশে ইতিপূর্বে আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। ভবিষ্যতেও কেহ তাঁহার স্থান পূর্ণ করিতে পারিবেন কিনা, তাহা একমাত্র সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী আল্লাহতায়ালাই জানেন। সমগ্র কোরআন, হাদিছ ও ফেকহার সার মর্ম তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল বলিলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার ন্যায় সরল, উদার, সত্যানুাগী ও মহাপ্রাণ আলেম আমরা আর দেখি নাই। মাওলানা সাহেব কোরআন শরিফের আলিফ-লাম ছা-ইয়াকুল ও আমপারার তফছীর লিখিয়া গিয়াছেন এবং হাদিছ মেশকাত শরিফের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া গিয়াছে। তাঁহার লিখিত সায়েকাতুল মুসলেমীন, ফেরকাতুন নাজিন, বোরহানুল মোকাল্লেদীন, রদ্দে কাদিয়ানী, রদ্দে শিয়া ও তরিকত দর্পন অতি প্রসিদ্ধ ও মুল্যবান পুস্তক। এতদভিন্ন তিনি মজহাব, এশায়াত, তবলীগ ও মছলা-মাছায়েল সমাজে অমর ও চিরস্বরণীয় হইয়া থাকিবে। বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে এবং সাময়িক সাহিত্যেও মাওলানা সাহেবের দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই সুবিখ্যাত "হানাফী" ও "মোসলেম" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এবং 'শরিয়ত' ও 'ছুন্নত অল-জামায়াত' মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক ছিলেন। তিনিই "আঞ্জুমানে-ওয়ায়েজীন" প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলার বিভ্রান্ত মোসলেম সমাজে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছে, "জমিয়তে

Dhaka University Institutional Repository

ওলামায় বাংলার" প্রতিষ্ঠা করিয়া আলেম সমাজে নবচেতনা আনিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রভাব, প্রতাপ ও তীব্র সমালোচনায় সন্তষ্ট হইয়া উচ্চপদস্থ, দাম্ভিক ও ধনবান এমনকি, ধর্মদ্রোহী ও ওলামা বিদ্বেষী নেতারা পর্যন্ত আলেমদিগকে সম্মান প্রদর্শন ও সমীহ করিয়া চলিতে বাধ্য হইয়াছেন। বর্তমান গোমরাহী ও ধর্মদ্রোহীতার যুগে একজন আলেমের পক্ষে ইহা অপেক্ষা সাফল্য ও কৃতিত্বের পরিচয় আর কি হইতে পারে।

মাওলানা সাহেবের এন্তেকালে বাংলাদেশ তথা বাংলার আলেম সম্প্রদায়ের যে অপূরণীয় ক্ষতি হইল, জানি না সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালা আবার কবে ও কত দিনে সেই ক্ষতি পূরণ করিবেন।[২৮৪]

মৌলবী আব্দুল হাকিম সাহেবের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ "অস্তমিত বঙ্গরবি ঃ

মাওলানা রুহুল আমিন সাহেব আর নাই। বাংলার দ্বীপ্ত সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, আলেম সম্প্রদায়ের গৌরব-মুকুট খসিয়া পড়িয়াছে। গত ২রা নভেম্বর (১৯৪৫) শুক্রবার ফজরের নামাজ পড়িয়া শয়ন করিবার সংগে সংগেই তাঁহার পবিত্র আত্মা চিরবাঞ্ছিত অমরধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। বাংলার বড় গৌরবের এবং বাঙ্গালী মুসলমানের অতি আদরের ও পরম ভক্তি-শ্রদ্ধার পরিপূর্ণ আধার মাওলানা সাহেব গত শুক্রবারের সুপ্রভাতে তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন,বন্ধু-বান্ধব ও লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুরিদানকে কাঁদাইয়া এই নশ্বর দুনিয়া হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ইন্না-লিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন।

মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমীন সাহেব ২৪পরগণা জেলার বশিরহাট সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত নারায়ণপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্য-শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হন এবং অল্প দিনের মধ্যেই উক্ত মাদ্রাসার একজন বিশিষ্ট মেধাবী প্রতিভাবান ছাত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। শামছুল ওলামা মাওলানা সৈয়দ ওয়াসিউদ্দীন ও মাওলানা সিদ্দিক আহমদ প্রমূখ সুবিখ্যাত আলেমগণ তাঁহার সহপাঠী ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সুনাম ও সুখ্যাতির সহিত কলিকাতা মাদ্রাসায় শেষ

---

[২৮৪]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১৭৪-১৭৮; রুহুল আমীন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১৫০-১৫১।

Dhaka University Institutional Repository

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাদীস, তাফছীর ও ফেকাহ শাস্ত্র অধ্যয়নে নিরত হন এবং অসাধারণ মেধা ও খীশক্তির প্রভাবে ঐ সকল শাস্ত্রে অগাধ পান্ডিত্য লাভ করেন। অনন্তর তিনি দুনিয়ার ভোগ-বিলাস, সুখ সম্পদ ও আয়েশ-আরামের প্রতি আকৃষ্ট না হইয়া, আল্লাহ তায়ালার মনোনীত সত্যকার নায়েবে নবীর ন্যায় ধর্ম প্রচার, সমাজ সংস্কার এবং এশায়াত ও তবলীগের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন এবং পার্থিব জীবনের শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত তিনি অচল-অটলভাবে স্বীয় কর্মজীবনের এই মহান কর্তব্য পালন করিয়া গিয়াছেন।

মাওলানা সাহেব ইসলামী ধর্ম শাস্ত্র অসাধারণ পান্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন। সমগ্র কোরআন, হাদীস, ফেকাহ শাস্ত্রের মূলমর্ম ও নিগুঢ়-তত্ত্ব তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার এই অসাধারণ পান্ডিত্বের খ্যাতি বাংলাদেশ অতিক্রম করিয়া সমগ্র ভারতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অনেক সময় সর্ব ভারতীয় খ্যাতি সম্পন্ন আলেমগণও তাঁহার ফৎওয়া ও অভিমত প্রার্থনা করিতেন। হাজীগঞ্জের বিখ্যাত বাহাছ সভায় উহার সভাপতি দিল্লীর বিখ্যাত আলেম মাওলানা আহমদ ছাঈদ সাহেব এবং চৌমুহানীর ওলামা সম্মিলনে হযরত মাওলানা সৈয়দ হোসেন আহমদ মা দানী সাহেব মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা এবং তাঁহার অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। মাওলানা সাহেবের এই অগাধ জ্ঞান ও অসাধারণ পান্ডিত্য তিনি কৃপণের ধনের মত সংগোপনে লুকাইয়া রাখেন নাই তিনি স্বীয় বক্তৃতা ও লেখনীর মুখে তাঁহার সেই জ্ঞানরাশি বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দুই হাতে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন এবং শের্ক বেদয়াত ও কোফরী দ্বারা কুলুষিত লক্ষ লক্ষ লোকের হেদায়েতের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন।

মাওলানা সাহেবের ধর্ম ও কর্ম জীবনের বিশালতার বিষয় চিন্তা করিলে, বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইতে হয়। ধর্ম প্রচার ও সমাজ সংস্কারের স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া দিবার পর বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া তিনি সমগ্র বাংলা ও আসামের বিভিন্ন জেলায় প্রায় প্রত্যহই ধর্ম সভায় যোগদান ও বক্তৃতা প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তিনি সারা বৎসরে পূর্ণ একটি মাসও বিশ্রাম

Dhaka University Institutional Repository

করিয়া ছিলেন কিনা সন্দেহ। আবার এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ধর্ম প্রচারের সংগে সংগে তিনি পবিত্র কোরআন, হাদীস, ফেকাহ ও তাছাওয়াফ সম্মন্ধে প্রায় দেড়শত কেতাব লিখিয়া উহা যথারীতি মুদ্রিত ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম ও শরিয়তের সম্মান রক্ষার জন্য তিনি বহু বাহাছ ও মোনাজারা সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় অসাধারণ পান্ডিত্য ও তর্কশক্তিবলে সর্বত্রই শত্রুদিগকে পরাস্ত ও নিস্তব্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। শিয়া, কাদিয়ানী ও অহাবীরা মাওলানা সাহেবের নাম শুনিলে থর থর করিয়া কম্পিত হইত এবং বেদয়াতীরা তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিলে, সভয়ে দেশ ছাড়িয়া পালাইত। তাঁহার লিখিত বাহাছের কেতাবগুলি পড়িলে, তদীয় জ্ঞানের গভীরতা এবং যুক্তিতর্কের তীব্রতা দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়।

ধর্ম সভায় বক্তৃতা প্রদান ও গ্রন্থ প্রণয়ন ব্যতীত দেশের জাতীয় আন্দোলন, সংবাদ পত্র পরিচালন, মাসিক পত্র প্রচার এবং ওলামা সংগঠনে ও মাওলানা সাহেবের দান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার জন্যও তিনি বাংলার সর্ব শ্রেনীর মুসলমানের নিকট চিরস্বরণীয় হইয়া থাকিবেন। অন্যায় অত্যাচারও শরিয়ত দ্রোহিতার বিরুদ্ধে মাওলানা সাহেব ছিলেন দ্বীপ্ত তরবারী সদৃশ। শের্ক-বেদয়াত ও অনাচার পাপাচারের বিরুদ্ধে তিনি চিরকাল নির্ভয়ে জেহাদ করিয়া গিয়াছেন। কোন বিষয় ভাল বুঝিলে, তিনি যেমন প্রাণ দিয়া উহার সহিত সহযোগিতা করিতেন, তেমনি মন্দ বলিয়া জানিলে, উহা তন্মহুর্তে পরিত্যাগ করিতে কখনই কুন্ঠিত হইতেন না। তিনি এক সময় বঙ্গ-ভারতীয় মুসলমান জাতির আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির সম্ভাবনার উচ্চ আশা লইয়া মুসলিমলীগ সমর্থন করিয়াছিলেন। তিনি উহার সহ-সভাপতির আসন অধিকার এবং তাঁহার সংগে আমরাও উহার এসিঃ সেক্রেটারী পদের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু যখনই তিনি নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিলেন যে, উহা এক শিয়া ষড়যন্ত্র মূলক ইসলাম-দ্রোহী প্রতিষ্ঠান ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং অনাচার, ব্যভিচার, দূর্নীতি, ঘুষ, চুরি ও চোরাবাজাবী কারবারই উহাদের একমাত্র ব্যবসায়, তখনই তিনি সদলবলে "জিন্না-লীগ" বর্জ্জন করিলেন। উহার অনাচার ও দূর্নীতি দমন করিবার জন্য বাংলাদেশে তিনিই সর্ব প্রথম

Dhaka University Institutional Repository

লীগের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করেন। কিন্তু সংগ্রাম যখন আসন্ন সৈন্যদল সম্পূর্ণ প্রস্তুত এবং যুদ্ধের নাকাড়া বাজিতেও যখন আর বেশী বিলম্ব নাই, তখন সেনাপতি সহসা চলিয়া গেলেন। এ অবস্থা অত্যন্ত মর্মন্তদ।

মাওলানা সাহেবের আকস্মিক তিরোধানে আজ কত কথাই মনে পড়িতেছে। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে "মোসলেম হেতৈষী" অফিসে মাওলানা সাহেবের সহিত প্রথম পরিচয় এবং সেই পরিচয়ের পরিনতি স্বরূপ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব"। তারপর "হানাফী" ও "মুসলিম" পত্রিকার সম্পাদক রুপে "ইসলাম-দর্শন" "শরিয়ত" ও "ছুন্নত অল-জামায়াতের" সহযোগীরুপে এবং "আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীন" ও "জমিয়তে ওলামায়ে বাংলার" সেক্রেটারীরূপে মাওলানা সাহেবের সহিত সুদীর্ঘ ৩০ বৎসরের কর্ম-জীবন এক সংগে অতিবাহিত করিয়াছি। সুখে-দুঃখে এবং নানারুপ বাধা-বিঘ্ন ও ঝড়-ঝাপটার মুখে পড়িয়াও একমতে একপক্ষে চলিয়াছি। মতভেদ যে কখনও হয় নাই এমন নহে। কোন কোন সময় মতান্তর তীব্র হইয়াও দেখা দিয়াছে এবং উহা মনান্তর পর্যন্ত গিয়াও পৌছিয়াছে। কিন্তু সে সাময়িক মাত্র। আবার যখনই দেখা হইয়াছে-যখনই প্রাণখোলা আলাপ-আলোচনা হইয়াছে, তখনই তাহা মিটিয়া গিয়াছে, আবার পূর্ব বন্ধুত্ব প্রগাঢ়ভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে। কখনও তিনি আমাদিগকে নিজ মতে আকৃষ্ট করিয়াছেন এবং কখনও আমরা তাঁহাকে সমতে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছি। আন্তরিক সরলতা ও সদুদ্দেশ্যের জন্য আমাদের মতভেদ কখনই স্থায়ী হইতে পারে নাই।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যায় ও কলিকাতা মাদ্রাসা হইতে প্রতি বৎসর সহস্র ছাত্র উচ্চ ডিগ্রি লইয়া বা শেষ পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া বাহির হইতেছেন। কিন্তু বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে বাংলার মুসলমানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটির বেশী ফজলুল হক এবং কলিকাতা মাদ্রাসা হইতে একটির বিশী রুহুল আমীন সৃষ্টি হয় নাই। ভবিষ্যতে কত দিনে হইবে, তাহাও জানি না। মরহুম মাওলানা সাহেবের মত সরল অনাড়ম্বর ও উদার প্রকৃতি আলেম আর আমরা দেখি নাই। আয়েশ-আরাম ও ভোগ বিলাসের নিকৃষ্ট লালসা কখনও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত

Dhaka University Institutional Repository

না। তিনি তাহার শৈশব ও কৈশোরের একমাত্র সংগীনি ও সহধর্মিনী স্ত্রীর সহিতই সারা জীবন শান্তি ও সদ্ভাবের সহিত অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বাংলার আলেম সমাজে এ আদর্শ সম্পূর্ণ বিরল। আজ মাওলানা সাহেবের কথা, তাঁহার সুমধুর প্রকৃতি, তাঁহার বন্ধুবাৎসল্য ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার যতই মনে পড়িতেছে, ততই অন্তর অধীর ও আকুল হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাঁহার সম্মন্ধে সব কথা, গোছাইয়া বলিবার শক্তি আজ আমাদের নাই। তাই আজ আর অধিক কিছু না বলিয়া তাঁহার পবিত্র আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা সহ তদীয় শোকার্ত্ত স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাদয়ের সহিত আন্তরিক সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করিয়াই আজিকার মত বিদায় গ্রহণ করিতেছি।[২৮৫]

মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব তাঁহার "আজাদ" পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন ঃ-

বাংলার অন্যতম প্রসিদ্ধ আলেম জনাব মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব আর ইহজগতে নাই। গত ২রা নভেম্বর (১৯৪৫) তারিখে তিনি এন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না) মাওলানা সাহেব পান্ডিত্যের জন্য বাংলার সর্বত্র বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। শুধু তাই নয়, তিনি কয়েকখানা সংবাদপত্রও পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজনদের শোকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করি এবং আল্লাহর দরগাহে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করি।[২৮৬]

নবযুগে'র সম্পাদক, মাওলানা আহমদ আলি সাহেব 'নবযুগে' লিখিয়াছিলেনঃ-

বাংলার বিখ্যাত আলেম ও হাদী মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমীন সাহেব ২রা নভেম্বর (১৯৪৫) প্রাতঃ ৫ ঘটিকার সময় এন্তেকাল করিয়াছেন। (ইন্না লিল্লাহে অইন্না এলায়হে রাজেউন)। মাওলানা রুহুল আমীন সাহেব

---

[২৮৫]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ.০১৭৯-১৮৫; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১৫১-১৫৬; কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ২০৮-২১৩।

[২৮৬]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ.১৮৫-১৮৬; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য, পৃ. ১৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

একজন অসাধারণ পন্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন আলেম ছিলেন। তফছীর, হাদীস ও ফেকাহ শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ জ্ঞান ছিল এবং সেই জ্ঞানকে তিনি কৃপণের ধনের ন্যায় হৃদয়কন্দরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন নাই। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল ধরিয়া সেই জ্ঞান বর্ত্তিকা হাতে করিয়া বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিক্রম পূর্বক সহস্র সহস্র পথভ্রষ্ট গোমরাহকে হেদায়েত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা শুনিয়া শেরেক, বেদয়াতের অন্ধকারময় গুণাহ অবস্থানকারী লক্ষ লক্ষ মানুষ ঈমানের অলোকপ্রাপ্ত হইয়া প্রকৃত মুসলমানের ন্যায় জীবন যাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে।[২৮৭]

মৌলবী রফিকুল হাসান সাহেব "ছুন্নত-অল-জামায়ত" পত্রিকাতে লিখিয়াছেনঃ-

বাংলার অদ্বিতীয় আলেম-নেতা বাগ্মী-শ্রেষ্ঠ আল্লামা মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমীন সাহেব আর ইহজগতে নাই। লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমানের অন্তরের অন্তস্থলে একান্ত আত্মীয় বিয়োগের ব্যাথার ন্যায়-ব্যাথা হানিয়া তিনি বিগত ১৬ই কার্ত্তিক (১৫৫২) চির বাঞ্ছিত পথের যাত্রী হইয়াছেন- (ইন্না.....)।

আদিকাল হইতে মৃত্যুঞ্জয়ী কেহ হইতে পারে নাই। বরং মৃত্যুর নিকট সকলকেই পরাভব স্বীকার করিতে হয় - অমর কেহ হইতে পারে না। তবে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, সাধারণ মানুষের মৃত্যুর সহিত মনীষীবৃন্দের মৃত্যুর পার্থক্য থাকে যথেষ্ট। সাধারণ শ্রেণীর স্থান পূরণ যত সহজে হয়, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির তিরোধানে তাঁর শূন্যপদ তত সহজে পূরণ হইতে পারে না। মরহুম মাওলানা সাহেবের এন্তেকালে আমরা সেই সত্যটা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করিতেছি।

পাশ্চাত্যের উদ্দাম ভোগ বিলাস সমৃদ্ধ নগ্নসভ্যতার উত্তাল-তরঙ্গ, প্রাচ্যের মানবতা তথা তাহাদের প্রাণ শক্তিকে যেভাবে আলোড়িত করিয়া উৎকেন্দ্রিক ও সবদিক দিয়া বিপদসংকুল করিয়া ফেলিতেছে, তাহার

---

[২৮৭]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ.১৮৬-১৮৭; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য,পৃ.১৫৬-১৫৭।

Dhaka University Institutional Repository

গতিরোধ করিতে গেলে, একমাত্র ইসলামের স্বভাবজাত বৈপ্লবিক আন্দোলনের একান্তভাবে মজবুত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। বস্তুতঃ সর্ব প্রথম ধর্মীয় সাধনার ভিতর দিয়া জাতিকে সুদৃঢ় করিতে হইবে ইহাই একমাত্র পন্থা। বলা বাহুল্য, ইহা নতুন কথা নহে, প্রথম মানব ও প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) হইতে আরম্ভ করিয়া এ-যুগের সত্যকার আলেমদের সাধনার ইতিহাস যিনি জানেন, তাঁহার নিকট ইহা নতুন বা অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হইবে না। ওলামায়ে হাক্কানী সত্যকার আলেম যারা, সমূহ বিপদের বোঝা মাথায় লইয়া এই দূর্গম অথচ আল্লাহ মনোনীত পথকে তাঁরা বরণ করিয়া লইয়াছেন। মরহুম মাওলানা সাহেব সেই পথেরই একজন যোগ্য পথিক ছিলেন। তিনি জীবন সংগ্রামের প্রথম প্রভাত এই পথকেই সাদরে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। পবিত্র কোরআন হাদীস, ফেকাহ্ ইত্যাদি মজহাবী জ্ঞানে তিনি অন ন্য সাধারণ পান্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন এবং তার সেই অর্জিত জ্ঞানরাজি মুক্ত হস্তে দান করিয়া গিয়াছেন, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর কাল তিনি বিরামহীন ভাবে উহা লেখনী ও যুগান্তকারী বক্তৃতা দ্বারা বাংলা ও আসামের সর্বত্র প্রচার ও প্রসার করিয়া গিয়াছেন। বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, মরহুম মাওলানা সাহেবের পাষাণ ভেদী অথচ কোমলতা পূর্ণ কোরআন হাদীছ সমন্বিত ওয়াজ নছিহতে সংখ্যাতীত ঈমানহারা ঈমানদার হইয়াছে, নাস্তিকের মস্তিস্কে আস্তিক্যবাদ চিরতরে স্থান পাইয়াছে এবং বহু অধার্মিক ধর্ম-কর্ম করিয়া মুসলমান হইবার যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। মরহুম মাওলানা সাহেবের জীবন সংগ্রামের অন্যতম বৈশিষ্ট ছিল - তিনি ছিলেন অন্যায়ের বিরোধী। তিনি প্রথম হইতেই যাহা ধর্মতঃ অন্যায় বলিয়া জানিতেন এবং যে পথ ও মত পবিত্র কোরআন হাদীস মোতাবেক ভ্রান্ত বুঝিতেন, তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া গিয়াছেন। যেখানে যে স্তরে ইসলামের সর্ব সম্মত ধর্মীয় মতবাদের বিরুদ্ধে কোন দল মাথা তুলিয়াছে, সেইখানেই তিনি অভিযান চালাইয়াছিলেন, এবং বিপক্ষের সহিত মোকাবেলা করিয়া জয়যুক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি চিরজীবনই ন্যায়ের পক্ষপাতী এবং অন্যায়ের বিপক্ষে ছিলেন। ধর্ম প্রচার ও ধর্ম চর্চ্চায় প্রধানতঃ আত্মনিয়োগ করিয়া থাকিলেও সমাজের অন্যায় সমস্যার প্রতি তিনি উদাসীন ছিলেন না।

বাংলার বিরাট ওলামা সমাজকে তিনি একত্রিত ও সংবদ্ধ করিয়া ইসলামের সংগ্রাম মুখর আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হইবার ছবক দিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত সদগুণরাজির সমাবেশে মরহুম মাওলানা সাহেব বাংলা-আসামের সমগ্র মুসলমান সমাজের যেরুপ শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি সমাজের উপর যেরুপভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল, তাহা অন্যের পক্ষে একান্ত দূর্লভ। আমরা মরহুম হযরত মাওলানা সাহেবের (রহঃ আঃ) আত্মার মাগফেরাৎ কামনা করিয়া তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।[২৮৮]

মোহাম্মদ এবাদুল্লাহ, (বেদকাশী, খুলনা) 'মোসলেম' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন ঃ- মাওলানা রুহুল আমীন সাহেবের মহা-প্রয়াণে -

বাংলা মায়ের কৃতী ছেলে শুন্য করি মায়ের কোল, দূর সাগরের পারে গেছে বঙ্গে তুলি
কান্না রোল; কোন অজানা ঝঞ্জাবাতে নিবলো উজল দীন মশাল, কার মায়াতে হইল সে আজ মানব
চোখের অন্তরাল, নীল গগণের শ্বেত চাঁদিমা আজ হ'য়েছে রাহুর গ্রাস, ঝাপ দিল মার কোল থেকে সেই
ছিন্ন করি বাহুর পাশ, ঝড় ঝটিকার নৃত্য লীলায় উপড়ে প'লো তরুর মূল, কোন তপনের তাপে
ঝ'রে পড়লো ফোটা বসরা-গুল, কোন জোয়ারের উথলে উঠা দূকুল ছাপা জোর বানে,
পারের তরী ডুবে গেছে ইছমতীর মাঝখানে; অঙ্গহারা পঙ্গু আজি বঙ্গবাসী মোসলমান,
কোন সাহসীর বজ্রঘাতে খসলো তাদের শিরস্ত্রণ;
কার ডাকে আজ উড়ে গেছে বঙ্গবাগের বুলবুলি,
শান পাথরে ঠুকছো মাথা হোসেনহারা দুলদুলি, হাবিল শোকে কেঁদেছিল আদম হাওয়া দম্পতি,
দুধের শিশু হারিয়ে কাঁদে শহরবানু হায় সতী.......[২৮৯]।

---

[২৮৮]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ.১৮৭-১৯০; রুহুল আমিন ঃ জীবন আলেখ্য,পৃ.১৫৭-১৫৮।

[২৮৯]। রুহুল আমিন ঃ বিস্তারিত জীবনী, পৃ. ১৯০-১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের শোক প্রকাশ ঃ

শুক্রবার রাত্রে মাওলানা রুহুল আমীন পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ

আমি মাওলানা রুহুল আমীনের মৃত্যু সংবাদে অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। মোছলমান সম্প্রদায় তাঁহাকে পীর বলিয়া গণ্য করিত। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে একমাত্র মুসলমানগণই যে ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে তাহা নহে। জাতির বর্তমান সংকটে তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র ভারতের বিরাট ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন ও বিপুল সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় উন্নতমনা ধার্মিক দেশপ্রেমিক ভারতে আর দ্বিতীয় পাওয়া যাইবে না।[২৯০]

---

[২৯০]। কর্মবীর রুহল আমিন, পৃ. ১৯১।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার ঃ

বাংলার শ্রেষ্ঠ আলিম, মুহাদ্দিস, ফকীহ, মুফাস্সির, ইসলাম প্রচারক, সাহিত্য রচয়িতা, সাংবাদিক, রাজনীতিক, মুবাহিছ একাধারে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাওলানা রুহুল আমীন (১৮৮২-১৯৪৫খ্রী.) শৈশব কৈশোর পেরিয়ে শিক্ষা জীবন শেষে সমাজের খেদমতের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০২ খ্রী.[২৯১] কলকাতা আলীয়া মাদ্রাসা হতে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক প্রাপ্ত এই মেধাবী কৃতি সন্তান প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েও চাকুরীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং জনসেবায় তথা দীনের দা'ওয়াতের মাধ্যমে জাতীয় খেদমতে আত্মউৎসর্গ করেন। শিক্ষা জীবনে তাঁর শ্রদ্ধাভাজন জনৈক শিক্ষকের ইন্তেকালের সময় তাঁকে দেখতে যেতে পারেননি, এজন্য যে তাঁর বৃত্তি বাধা গ্রস্থ হবে। তখন থেকে তিনি ভেবেছিলেন যে, সমাজের নিঃস্বার্থ খেদমত করতে হলে চাকুরীর মত পরাধীনতা গ্রহণ করা যাবে না। তাই তৎকালীন প্রেক্ষাপটে উচ্চ চাকুরীর প্রস্তাব গ্রহণ না করে প্রায় ৪০ বছর কাল বাংলার জমীনে মানুষের আত্মিক উন্নতির জন্য জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। প্রায় ৬৩ বছর সময়ের প্রতিটি মুহূর্ত তিনি ব্যয় করেছেন ইসলামের সেবায়। ১৯০২ খ্রী. শিক্ষা জীবনের সমাপ্তির পর হতে তাঁর পীর আবু বকর সিদ্দিকী (র.) এর সংগে সফর করতে থাকেন গ্রাম বাংলায়। এ সময় তিনি হানাফী মোহাম্মদীগণের মধ্যে বাহাছ বিতর্কে পুরোপুরি অংশ নেন। বিভিন্ন সভা সমিতি উপলক্ষে বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করেন। মুসলমান সমাজকে জাগ্রত করার জন্য ১৯১৭ খ্রী. 'মসজেদ' নামক পত্রিকা, ১৯২৬ খ্রী. 'হানাফী' এবং ১৯৩৭ খ্রী. 'ছুন্নত-অল-জামাআত' পত্রিকা পরিচালনা ও সম্পাদনা করেন। এ পত্রিকার মাধ্যমে বিরুদ্ধ বাদীদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন এবং সাধারণ মানুষের জন্য ধারাবাহিকভাবে হাদীসের ব্যাখ্যা ও মসআলা মাসায়েলসহ প্রয়োজনীয় বিষয়াদি উপস্থাপন করতে থাকেন। এ ব্যস্ততার মাঝেও তিনি কখনও কলম বন্ধ করেননি। তাইতো দেখা যায় তাঁর জীবদ্দশায় ১১৪ খানা বই প্রকাশিত হয়, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২,৩৮৩।[২৯২] শত ব্যস্ততার মাঝেও শতাধিক বই প্রকাশ সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। কুরআন হাদীসের

---

[২৯১]। আল্লামা রুহুল আমিন. পৃ. ৩০।

[২৯২]। কর্মবীর রুহুল আমিন, পৃ. ১২১। আল্লামা রুহুল আমিন, পৃ. ১৫৪-৫৫।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যাখ্যাবলী, বিতর্ক এবং বিভিন্ন বিদ'আতী সম্প্রদায়ের প্রতিবাদ, মসআলা মাসায়েল, জীবনী গ্রন্থ, ওয়াজ নসীহত ও তাবীজাত ইত্যাদি বিষয়ে প্রকাশিত তাঁর বই এর সংখ্যা ১১০ খানা। বিভিন্ন জায়গায় কৃত বাহাছের প্রকাশিত বই সংখ্যা ১৩ খানা। সর্বমোট ১২৩ খানা বই এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর অপ্রকাশিত কিতাব সমূহ যেগুলো পান্ডুলিপি আকারে রেখে গেছেন এবং অংশবিশেষ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু পুস্তকাকারে ছাপা হয়নি, এর সংখ্যা ২১ খানা। অপ্রকাশিত বাহাছের বই সংখ্যা ১৭ খানা, সর্বমোট ৩৮ খানা। এখনও বইগুলো ছাপা হয়নি।

মাওলানার নাতী মাওলানা সিরাজুল আমীনের সংগে আলাপ করে জানা যায় যে, অপ্রকাশিত বই গুলোর মর্ম উদ্ধার এখন কঠিন হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বুঝার অযোগ্য হয়ে পড়েছে। আমি মাওলানার চার খানা জীবনী গ্রন্থ অনুসরণ এবং মাওলানার রচিত ৮৫ খানা বই এবং বেশ কিছু সংখ্যক 'ছুন্নত-অল-জামায়াত' ও 'শরিয়ত' পত্রিকা সংগ্রহ করে সেগুলোর সার সংক্ষেপ তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি মাত্র। এবং উক্ত বইগুলোর আলোকে এ অভিসন্দর্ভ রচনার প্রয়াস পেয়েছি। পঞ্চাশ বছর পূর্বে মাওলানা এ নশ্বর পৃথিবী হতে চির বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁর উত্তরসুরী একমাত্র সুযোগ্য সন্তান পীরযাদা মাওলানা আব্দুল মাজেদ, তিনি মাওলানার লাইব্রেরী সংরক্ষণেই অধিক সময় ব্যয় করেছেন। পীর মুরীদীর দিকে এতটা খেয়াল করেননি। ফলে বিগত পঞ্চাশ বছরাধিককাল অতিবাহিত হওয়ার পর বর্তমানে মাওলানা রুহুল আমীন (র.) বাংলার মুসলমানের নিকট কিছুটা অপরিচিত হয়ে পড়েছেন। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন সাহেবের অনুপ্রেরণা ও দিক নির্দেশনা এ কাজে অগ্রসর হতে আমাকে সাহায্য করেছে। আমি এ গবেষণা কার্যে মাওলানার জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি। অনাগত ভবিষ্যত বংশধরদের জন্য উম্মোচিত করেছি তাঁর কর্মময় জীবন। গবেষকগণ তাঁর বিপুল সাহিত্য সম্ভার ও সংবাদ পত্র নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত করবে বলেই আমার বিশ্বাস।

Dhaka University Institutional Repository

পীর হজরত আল্লামা—
রুহুল আমিন (রহঃ) এর-
কলিকাতা মাদ্রাসার পাঠ্য জীবনে
উচ্চ সাফল্যের জন্য প্রাপ্ত পদকগুলি

Dhaka University Institutional Repository

* পীর আল্লামা রুহুল আমিন (রহঃ) এর নিজ বাসভবন-বশিরহাট মাওলানাবাগ *

Dhaka University Institutional Repository

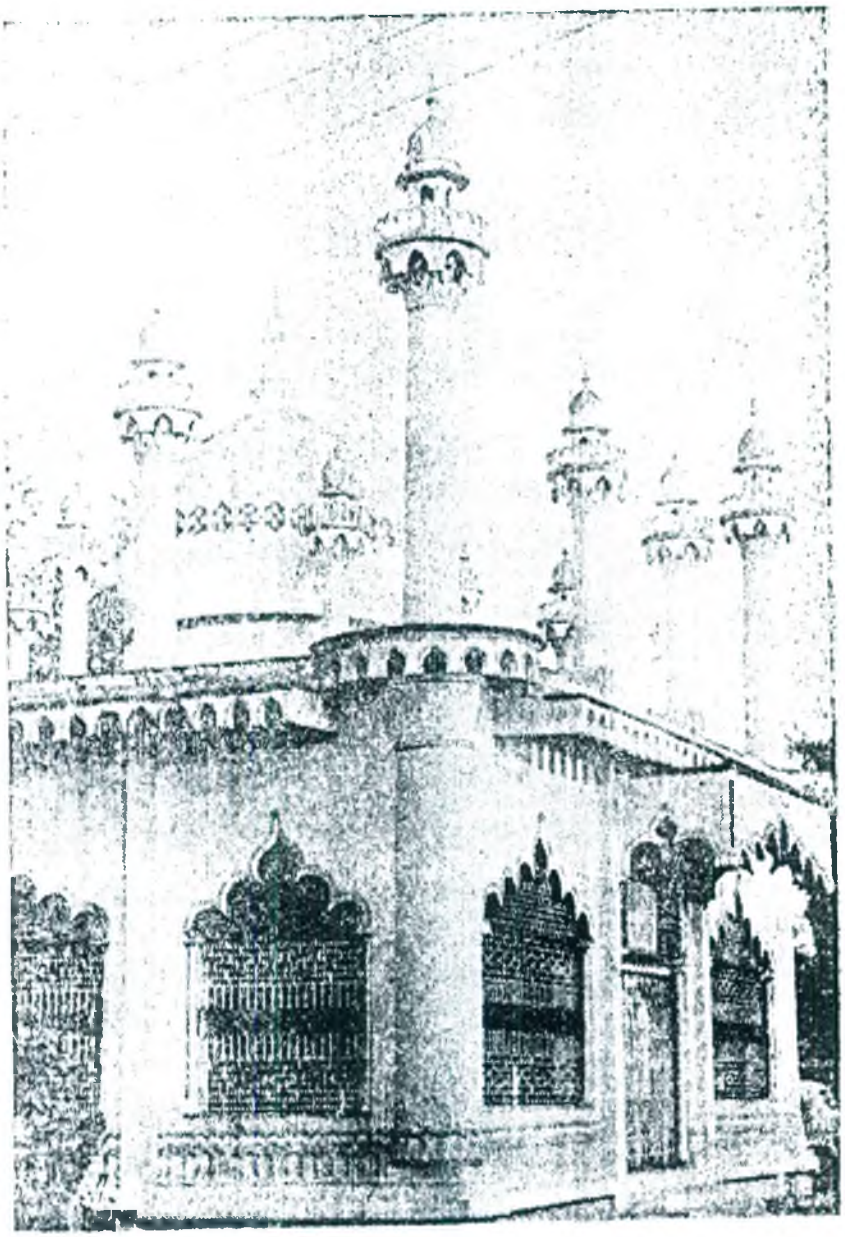

পীর হজরত আল্লামা

রুহুল আমিন (রহঃ) এর-

মাজার শরীফ

মাওলানাবাগ * বশিরহাট * উঃ ২৪ পরগণা।

Dhaka University Institutional Repository

১১ শ বর্ষ] ফাল্গুন—১৩৫১ [৩য় সংখ্যা

ছুন্নত অল-জামায়াত

মাসিক পত্রিকা

সম্পাদক—মাওঃ মোহাঃ রুহল আমিন

নবশক্তি হালুয়া

আমার নানা মরহুম হাজি সুফি আবদুশ শাফি সাহেব জনাব াওলানা মোহাম্মদ রুহল আমিন সাহেবের বাল্য শিক্ষক ছিলেন বং তাঁহার নোখছাটী জনাব মাওলানা সাহেবের নিকট হইতে প্রাপ্ত ইয়া দশের উপকারের জন্য ঔষধ দুইটী প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইয়াছি।

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, পুরুষত্বহীনতা, বুক ধড়ফড় করা এবং যে কান প্রকারের মেহ, প্রমেহ ও যাহারা অকালে যৌবন হারাইয়াছেন, বং স্কুল কলেজের যে সকল ছাত্র বা ছাত্রী নানা কারণে স্মৃতিশক্তি ারাইয়া ফেলিয়াছেন, এই নবশক্তি হালুয়া তাহাদের পরম বন্ধু। ইহা ধ্বজভঙ্গ ও ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য রোগের একমাত্র অব্যর্থ মহৌষধ।

মূল্য প্রতি কৌটা ২৲ টাকা মাত্র। মাশুল ।৵০ আনা; তিন কৌটা একত্র লইলে ৫৲ টাকা, মাশুল ১।৶০ আনা মাত্র। ২ কৌটা ৲ টাকা মাশুল ১৲ টাকা।

এম, আবদুর রহিম

ম্যানেজার—খান্কাখানায়ে-আমেনিয়া—পোঃ বশিরহাট, ২৪ পরঃ।

ছুন্নত অল্-জামায়াত" কার্য্যালয়—পোঃ বশিরহাট, ২৪ পর।

বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা; প্রতি সংখ্যা নগদ ৶০ আনা।

ছুন্নাত অল-জামায়াত পত্রিকার নাম পৃষ্ঠা।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

আল কুরআনুল করীম ঃ

আব্বাস আলী, মওলানা ঃ বংগানুবাদ কুরআন শরীফ ও তাফসীর
আলতাফী প্রেস, কলকাতা, ১৯০৭ খ্রী.।

আবু আব্দুল্লা-আল-নাসাফী ঃ তাফসীর মাদারীকুত তানযীল
হুসাইনী প্রেস, মিসর, ১৩৪৪ হি.।

আল্লামা আবু জাফর মুহাম্মদ ইবন ঃ তাফসীর তাবারী শরীফ।
জরীর তাবারী

আবু বকর আহমদ ইবন আলী ঃ তাফসীরে আহকামুল কুরআন।
আল জাসসাছ আর রাযী

আবদুর রহিম, ড. মুহম্মদ. ঃ বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)
লালমাটিয়া হাউজিং এষ্টেট, ঢাকা- ১৯৭৬ খ্রী.

আবূ তালিব, মুহম্মদ ঃ মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহের উল্লাহ :
দেশ কাল সমাজ, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৩ খ্রী.।

আব্দুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ ঃ রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা,
ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রী.।

আব্দুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ ঃ স্যার আব্দুর রহীম ঃ জীবন ও কর্ম
ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯০ খ্রী.।

আব্দুল খালেক ঃ তাজকিরাতুল আওলিয়া, ঢাকা, ১৯৬৯ খ্রী.

আমীর আলী, সৈয়দ ঃ দি স্পিরিট অব ইসলাম, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রী.
(অনু.) মুহাম্মদ দরবেশ আলী খান

আমীর হাসান সিজদী ঃ ফাওয়ায়েদুল ফাওয়াদ, লাহোর, ১৯৬৬ খ্রী.

আনিসুজ্জামান ঃ মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র (১৮৩১-১৯৩০),
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯ খ্রী.

আবদুল হক ফরিদী ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ বাংলাদেশ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রী.।

আবদুল হাই, অধ্যক্ষ ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তি
ও রিপাবলিক প্রেস, ঢাকা, ১৯৬৮ খ্রী.।
আলী আহসান, সৈয়দ

Dhaka University Institutional Repository

আবদুস সাত্তার, মাওলানা ঃ তারীখ-ই-মাদ্রাসা-ই-আলীয়া
মাদ্রাসা-ই-আলীয়া পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৫৯ খ্রী.।

আবিদ আলী খান ঃ মেমোয়ার্স আর গৌড় এণ্ড পাণ্ডুয়া, কলকাতা,
১৯৩০ খ্রী.

আবু ফাতেমা, মোহাম্মদ ইসহাক ঃ শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী
ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮০ খ্রী.।

আবু হাফস নাজমুদ্দীন ওমর ইবন
মুহাম্মদ আন্ নাসাফী ঃ শরহে আকায়েদে নাসাফী।

আবু জাফর সিদ্দিকী ঃ ফুরফুরা শরীফের ইতিহাস, হুগলী, ১৩৩৭ ব.।

আবু সালেহ রেজওয়ানুল করিম ঃ মুমতাজুল মুহাদ্দিসীন ছাত্র পরিচিতি, কলকাতা
আলীয়া মাদ্রাসা, ১৯৭০ খ্রী.।

আবুল আসাদ ঃ একশ বছরের রাজনীতি
বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা, ১৯৯৪ খ্রী.।

আবদুল মওদুদ ঃ মুসলিম মনীষা, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৪ খ্রী.।

আবদুল মান্নান তালিব ঃ বাংলাদেশে ইসলাম
ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮০ খ্রী.।

আবুল মনসুর আহমদ ঃ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর
খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৮৪ খ্রী.।

আ.ক.ম. আলীম ঃ ভারতের মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস।

আকরম খাঁ, মোহাম্মদ ঃ মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস
আজাদ এন্ড পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৬৫ খ্রী.।

আব্দুল কাদির, ড. ঃ মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র।

আবুল আ'লা মওদুদী, সাইয়েদ ঃ উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান
আধুনিক প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯ খ্রী.।

আহমদ শরীফ, ড. ঃ সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২ খ্রী.

আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, মাওঃ ঃ মুজাদ্দিদ -ই- আলফেসানী (র.) এর কামইয়াবী
ও কর্ম পদ্ধতি, হেযবুল্লাহ লাইব্রেরী, ১৯৭৯ খ্রী.।

আহমদ মোল্লা জিয়ুন ঃ আততাফসীরাতু আল আহমাদীয়া।

আবদুল্লাহ ইবন উমার, কাজী ঃ তাফসীরুল বায়যাবী
হালাবী প্রেস, মিসর, ১৯৩৯ খ্রী.।

ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাইল ঃ বুখারী শরীফ।

Dhaka University Institutional Repository

ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ ঃ মুসলিম শরীফ।

ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান ইবনুল আশআছ ঃ আবু দাউদ শরীফ।

ইমাম আবু ঈসা আততিরমিযী ঃ তিরমিযী শরীফ।

ইমাম আবুল ফিদা ইসমাইল ইবন কাছীর ঃ তাফসীর ইবন কাছীর।

ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী ঃ তাফসীর কবীর
বাহিয়া প্রেস, মিসর, ১৯৬৮ খ্রী.।

ইমাম মুহাম্মদ ইবন আল শাওকানী ঃ তাফসীর ফাতহুল কাদীর
বুলাত প্রেস, মিসর, ১৩০০ হি.।

উইলিয়াম গোল্ড সেক ঃ কোরান শরীফ বংগানুবাদ
ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, কলকাতা, ১৯০৮ খ্রী.।

এনামুল হক, মুহাম্মদ ঃ মুসলিম বাংলার সাহিত্য
পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৬৫ খ্রী.।

এ.এম.এম. আবদুল আলীম ও এম.এ. সিদ্দিক খান ঃ হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র.), ইস্ট বেঙ্গল বুক সিন্ডিকেট, ১৯৬১ খ্রী.।

ওবায়দুল হক, মওলানা ঃ বাংলার পীর আওলিয়াগণ
হামিদিয়া লাইব্রেরী, ফেনী, ১৯৬৯ খ্রী.।

ওয়াকিল আহমদ, ড. ঃ উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাধারা (১-২), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩ খ্রী.।

কাজী দীন মুহম্মদ, ডঃ ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৬৮ খ্রী.।

কেদার নাথ মজুমদার ঃ বাংলা সাময়িক সাহিত্য।

গিরিশ চন্দ্র সেন ঃ কোরআন শরীফ (বংগানুবাদ)
দেবযন্দ্র প্রেস, কলকাতা, ১৮৯২ খ্রী.।

জালাল উদ্দিন সুয়ুতী ও জালাল উদ্দিন মহাল্লী ঃ তাফসীর জালালাইন
হালাবী প্রেস, মিসর, ১৯০৪ খ্রী.।

জারুল্লাহ মাহমুদ, যামাখাশারী ঃ তাফসীরে কাশশাফ
বাহিয়া প্রেস, মিসর, ১৩৪৩ হি.।

জুলফিকার আলী কিসমতী ঃ বাংলাদেশের সংগ্রামী উলামা পীর মাশায়েখ
প্রগতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৮ খ্রী.।

Dhaka University Institutional Repository

তালিম হোসেন (সম্পা.) ঃ মুসমিল বাংলা সাময়িক পত্র, পাকিস্তান পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৯৬৬ খ্রী.।

দেওয়ান মুহাম্মদ ইব্রাহীম তর্কবাগীশঃ হাকীকতে ইনসানিয়াত পাকশী খানকা শরীফ, পাবনা, ১৯৭৮ খ্রী.।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ঃ হযরত শাহ জালাল(র.), ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রী.।

নূর মোহাম্মদ. আজমী ঃ হাদীসের তত্ত ও ইতিহাস এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৬ খ্রী.।

বদিউজ জামান ড. ঃ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ঃ জীবন ও সাহিত্য ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৮ খ্রী.

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ঃ বাংলা সাময়িক পত্র, ঢাকা।

রাজ শেখর বসু (সম্পা.) ঃ চলন্তিকা, এম.সি. সরকার এন্ড সন্সস প্রাঃ লিঃ কলকাতা, ১৩৮৯ ব.।

রতন লাল চক্রবর্তী ঃ সিপাহী যুদ্ধ ও বাংলাদেশ বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৪ খ্রী.।

রুহুল আমিন. মাওলানা মোহাম্মদ ঃ ফুরফুরার হযরত পীর সাহেব কলকাতা, ১৯৩৯ খ্রী.।

মাওঃ মোঃ তরিকুল ইসলাম ঃ হযরত মুজাদ্দিদ আলফেসানী (র.), বিউটি বুক হাউজ, ঢাকা, ১৩৯০ ব.।

মাহমুদ আলূসী আল বাগদাদী ঃ তাফসীরে রুহুল মা'আনী মুনিরিয়া প্রেস, মিসর।

মোবারক আলী রহমানী ঃ ফুরফুরা শরীফের ইতিবৃত্ত, ইফাবা, ঢাকা,১৯৯৫ খ্রী.।

মুস্তফা নূর-উল-ইসলাম ঃ সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত (১৮৩১-১৯৩০) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭ খ্রী.।

মেসবাহুল হক ঃ পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রী.।

মুজিবুর রহমান. ড. মুহাম্মদ ঃ বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রী.।

মুহাম্মদ মতিউর রহমান ঃ আইনায়ে ওয়াইসী, পাটনা, ১৯৭৬ খ্রী.।

মোসলেম উদ্দিন ঃ আধুনিক বাংলা অভিধান, ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রী.।

মজুমদার, রমেশ চন্দ্র ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৭৫ খ্রী.।

মজিবুর রহমান খান ঃ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮ খ্রী.।

Dhaka University Institutional Repository

মোহাইমেন, এম.এ ঃ ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভাগ ও কায়েদে আযম জিন্নাহ পাইওনিয়ার পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৯৪ খ্রী.।

শামসুজ্জামান খান (সম্পা.) ঃ চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রী.।

সুনিল কান্তি দে. ড. ঃ আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গালা ও মুসলিম সমাজ কলিকাতা, মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯২ খ্রী.।

সিরাজুল ইসলাম. ড. (সম্পা) ঃ বাংলাদেশের ইতিহাস (১৭০৪-১৯৭১) (১ম খন্ড, রাজনৈতিক ইতিহাস) (২য় খন্ড, অর্থনৈতিক ইতিহাস) (৩য় খন্ড, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস) এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩ খ্রী.

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রী.

" " " " ঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রী.।

" " " " ঃ সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৫ খ্রী.।

" " " " ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম খন্ড ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রী.।

" " " " ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রী.।

" " " " ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩য় খন্ড ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৭ খ্রী.।

" " " " ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খন্ড ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৮ খ্রী.।

" " " " ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৫ম খন্ড ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৮ খ্রী.।

" " " " ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খন্ড ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৯ খ্রী.।

" " " " ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৭ম খন্ড ইফাবা, ঢাকা, ১৯৮৯ খ্রী.।

" " " " ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৮ম খন্ড ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯০ খ্রী.।

" " " " ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ৯ম খন্ড ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯০ খ্রী.।

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১০ম খন্ড
ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯১ খ্রী.।

" " " " ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১১তম খন্ড
ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯২ খ্রী.।

" " " " ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১২তম খন্ড
ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯২ খ্রী.।

" " " " ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৩তম খন্ড
ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯২ খ্রী.।

" " " " ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪তম খন্ড
ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯২ খ্রী.।

" " " " ঃ ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৫তম খন্ড
ইফাবা, ঢাকা, ১৯৯৪ খ্রী.।

হুমায়ূন আবদুল হাই ঃ মুসলিম সংস্কার ও সাধক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭২ খ্রী.।

Chowdhury. G.W. : Dr. : Constitutional Development in Pakistan, Longman Group Ltd. London, 1969.

Encyclopaedia of Islam, 1st Edition, Vol. 4, 1913.

Keith Callard : Pakistan A Political Study
George Allen & Unwin Ltd. London, 1957.

Muin Uddin Ahmad, Khan Dr. : History of the Faraidi Movement,
Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1984.

Seraj Mannan, Mohammad. : Muslim Political Parties in Bengal (1936-1947)
Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1987.

The New Encyclopaedia Britannica, 15th Edition, Vol. 1

The Shorter Encyclopaedia of Islam, Leiden, 1961.

Zaide. A.M. : Evolution of Muslim Political Thought in India, New Delhi, 1975.

Dhaka University Institutional Repository

পত্র-পত্রিকা

আবদুল করিম, ডঃ ঃ ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে মুসলমান সমাজ বিস্তার, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭১ ব.।

মাওঃ মুহাম্মদ সালমান ঃ অগ্রপথিক, ইফাবা, ঢাকা, ১৭ ই ডিসেম্বর, ১৯৮৭ খ্রী.।

মাওঃ মুহাম্মদ আবদুল হাই, সম্পা. ঃ হযরত পীর সাহেবের এরশাদ, নেদায়ে ইসলাম, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৫০ ব.।

মাওঃ রুহুল আমীন লিখিত নিবেদন ঃ ছুন্নত অল-জামায়াত, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, রমযান, ১৩৫২ হি.; ১৪ পৌষ, ১৩৪০; ১৯৩৪ খ্রী.।

মাওঃ রুহুল আমীন লিখিত ঃ ছুন্নত অল-জামায়াত, ৪র্থ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪ ব.।

মাওঃ রুহুল আমীন লিখিত ঃ ছুন্নত অল-জামায়াত, ৫ম বর্ষ, ১০ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৫ ব.।

মাওঃ রুহুল আমীন লিখিত ঃ ছুন্নত অল-জামায়াত, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৬ ব.।

মাওঃ রুহুল আমীন লিখিত ঃ ছুন্নত অল-জামায়াত, ১১ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, ১৩৫১ব.।

মাওঃ রুহুল আমীন লিখিত ঃ শরিয়তে এসলাম, ৮ম বর্ষ, ১০ সংখ্যা, ফাল্গুন, ১৩৪১ ব.।

মাওঃ রুহুল আমীন লিখিত ঃ শরিয়তে এসলাম, ৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৪১ ব.।